বৌ-মা

(সরযূবালা)

গার্হস্থ্য উপন্যাস

শ্রীবঙ্কুবিহারী ধর-প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

Calcutta
THE BENGAL MEDICAL LIBRARY
201, CORNWALLIS STREET.
1917

All rights reserved.

বোর্ডে বাঁধা ১৷৹ আনা   কাপড়ে বাঁধা ১৷৹ টাকা

উৎসর্গ

যে ভ্রাতৃত্বের সুশীতল স্নিগ্ধ ছায়ায় আমার এ ক্ষীণ
বপুঃ পরিবর্দ্ধিত ও উন্নত, যে ভ্রাতৃত্বের স্নেহসিক্ত
মধুর আচরণে আমি শৈশবে পিতৃহীন হইয়া
কোনও অভাব কখনও অনুভব করি
নাই, যে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র ভাব-বন্ধনে
এখনও আমরা মাতৃ-চরণতলে
একত্রিত, সেই ভ্রাতৃবৎসল

মদগ্রজ

শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ বিহারী ধর
ও
শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ধর

মহোদয়দ্বয়ের

কর কমলে, আন্তরিক
ভক্তি প্রীতি ও মিলন-স্মৃতির
নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থ
উৎসর্গীকৃত
হইল

উৎসর্গ

যে ভ্রাতৃদ্বয়ের সুশীতল স্নিগ্ধ ছায়ায় আমার এ ক্ষীণ

বপুঃ পরিবর্দ্ধিত ও উন্নত, যে ভ্রাতৃদ্বয়ের স্নেহসিক্ত

মধুর আচরণে আমি শৈশবে পিতৃহীন হইয়া

কোনও অভাব কখনও অনুভব করি

নাই, যে ভ্রাতৃদ্বয়ের পবিত্র ভাব-বন্ধনে

এখনও আমরা মাতৃ-চরণতলে

একত্রিত, সেই ভ্রাতৃবৎসল

মদগ্রজ

শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ বিহারী ধর

ও

শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ধর

মহোদয়দ্বয়ের

করকমলে, আন্তরিক

ভক্তি প্রীতি ও মিলন-স্মৃতির

নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত

হইল

বিজ্ঞাপন

"বৌ-মা" উপন্যাস আজ জনসাধারণ্যে প্রকাশিত হইল। প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে এই উপন্যাসখানি বাহির হইবার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় ও আমার স্নেহময়ী কন্যার ব্যাধি-বৈগুণ্যে, ইহা প্রকাশে অযথা বিলম্ব ঘটিয়াছে; সেজন্য সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ ও সহর এবং মফঃস্বলের লাইব্রেরীর অধ্যক্ষগণ, আমাদিগকে নিত্য তাগিদ পত্র পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ পত্র প্রাপ্তে ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া, "বৌ-মার" অর্দ্ধেক পাণ্ডুলিপি প্রেসে ছাপিবার জন্য প্রদান করি, তারপর ছাপার সঙ্গে সঙ্গে, অন্যূন এক মাসের মধ্যে, অবশিষ্টাংশ রচনা সমাপ্ত হয়; এজন্য ভুল প্রমাদ থাকিলে, বারান্তরে তাহা সংশোধনের ইচ্ছা রহিল।

"বৌ-মা" একখানি গার্হস্থ উপন্যাস, একান্নবর্ত্তী সংসারে থাকিতে হইলে কনিষ্ঠের কল্যাণ-কামনায়, জ্যেষ্ঠকে কিরূপ অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, কনিষ্ঠেরও কিরূপে জ্যেষ্ঠের অনুগত থাকিয়া পরস্পরে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়, বঙ্গরমণীগণ স্বার্থপর ব্যক্তির প্ররোচনায়, কিরূপে শান্তিময় সংসারকে অশান্তির আগার করিয়া তুলিতে পারেন, স্বামীর বিরাগ ভাজন হইলে স্বাধ্বী সতী, স্বামীর অনুরাগ লাভ করিতে কিরূপ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই পবিত্র ভ্রাতৃত্ব, মাতৃত্ব ও বধূত্বের উজ্জ্বল চিত্র, আমি "বৌ-মা" উপন্যাসে পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আশা উচ্চ, শক্তি ও সামর্থ্য ক্ষীণ, ত্রুটি-বিচ্যুতি অনিবার্য্য, ভরসা সুধী-জনের উপদেশ ও আনুকূল্য।

মৎপ্রণীত "কাকী-মা," "পিসী-মা," "গৌরী দান" "ক'নে-মা" প্রভৃতি উপন্যাসগুলি অভিনয় করিবার জন্য, অনেক অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায় আমার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সেইজন্য তাঁহাদের সুবিধা-সৌকর্য্যে "বৌ-মা" উপন্যাস আমি অনেকটা নাটকীয়ভাবে (Dramatic artএ) সংগঠিত করিয়াছি।

ভগবচ্চরণে চিত্ত সমর্পণ করিয়া আমি এ কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলাম, এক্ষণে তিরস্কার বা পুরস্কার লাভ আমার ভবিতব্য। ইতি—

২০শে আশ্বিন, ১৩২৪ সাল,
২২, ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তীর লেন,
কলিকাতা

গ্রন্থকার

"তবে এস সরযূ! উঠে এস!"

[বৌ-মা—২৩৬ পৃঃ]

বৌ-মা

গার্হস্থ্য উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

মনোমালিন্য

"স্ফূর্ত্তি চালাও, স্ফূর্ত্তি চালাও।"

"চালাও চালাও, হর্‌দম্ চালাও।"

"আর একটু ঢাল্‌ব নাকি ?"

"ঢালো—ঢালো—ক্ষতি কি ? স্ফূর্ত্তি চাই। হরদম্ স্ফূর্ত্তি চাই; স্ফূর্ত্তি না থাকলে মানুষে বাঁচে কি ক'রে ?"

"তাত ঠিক, আজকের সে মড়াটা পুড়িয়ে এসে পর্য্যন্ত, মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে ?"

"এই নাও, আর একটু খাও; ওসব ভাব প্রাণ থেকে মুছে ফেল। এ সংসার—সবই ফক্কিকার। কে কার? দু'দিনের জন্য আসা, দিন ফুরালেই চ'লে যেতে হ'বে, কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না।"

"সেই জন্যই ত আমি শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে বেড়াই, সেখানে থাক্‌লে এ দুনিয়ার চিন্তা আসে না, মনটা নির্ব্বিকার হ'য়ে যায়।"

"তা ঠিক, কিন্তু আমরা সেথানে থাকি, আর অসহায় লোকের মড়া ফেলি ব'লে, লোকে আমাদের ঘৃণা করে? কেমন কি না মাষ্টার?"

মাষ্টার নবীনচন্দ্র কহিলেন, "একাজে আমি লোক নিন্দায় যদি ভয় পেতেম, তা হ'লে এম-এ, পাশ দিয়ে, মান-সম্ভ্রম ত্যাগ ক'রে, তোমাদের এ "সৎকার-সমিতির" অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ কর্তেম না।"

ইহা শুনিয়া রাধাশ্যাম নামে আর একটী যুবক একটু সুরা পান করিয়া কহিল, "তুমি এ কার্য্যে অধ্যক্ষতা না কর্লে এ সমিতির অস্তিত্ব এতদিন থাকৃত কি? তুমি যে সর্ব্বস্বত্যাগ ক'রে, নিরন্ন অসহায় নর নারীর উপকারের জন্য এ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেছ, তাতে তোমার সংশ্রবে থেকে আমরাও গৌরব অনুভব করি।"

"নিশ্চয়ই, এ দুনিয়ায় সকলেই নিজের চিন্তায় বিব্রত, পরোপকারের জন্য আমরা যে কার্য্য করি, তাতে আমরা জন সাধারণ্যে যতই ঘৃণ্য বলিয়া পরিচিত হই না কেন, তবুও এ কার্য্য সাধনে আমরা বিচলিত হ'ব না। আর সাধারণের তুচ্ছ তাচ্ছীল্যকে উপেক্ষা কর্বার জন্যই আমরা এই সুরা দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেছি। এস, আমরা এখন সকলেই সেই আরাম-দায়িনী শক্তি সঞ্চারিণী সুরা পান করি।" এই বলিয়া রাধারমণ নামে আর একটী যুবক সুরার বোতল হইতে সুরা বিতরণ পূর্ব্বক সকলেই মদ্য পান করিতে লাগিল।

অপরাহ্ন কাল, আষাঢ় মাস, ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে, তখনও মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড প্রতাপ মন্দীভূত হইলেও একেবারে তিরোহিত হয় নাই; আম্র, অশ্বত্থ বিটপী শীর্ষে শীর্ষে রৌদ্র-রশ্মি পরিদৃশ্যমান্ ছিল, স্রোতস্বিনী জাহ্নবী বক্ষে লহরীমালার সহিত তপন-তাপ খেলা করিতেছিল, এমন সময়ে এক প্রশস্ত উদ্যান বাটীকার বৈঠকখানায় বসিয়া, নবীনচন্দ্রের সহিত কতিপয় যুবক, যখন পূর্ব্বোক্ত রূপ কথোপকথন করিয়া সুরা পানে প্রমত্ত ছিল,

তখন একখানি জুড়ি গাড়ী করিয়া চোগা চাপকান, প্যান্ট ও চশমা পরিধানকারী পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক একটী যুবক, সেই স্থানে অবতরণ করিল, এবং নবীনচন্দ্র প্রভৃতির প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া, বিরক্তিব্যঞ্জক মুখে নীরব নিস্তব্ধ ভাবে কিছুক্ষণ তাহাদিগের কার্য্যকলাপ অবলোকন করিতে লাগিল। আগন্তুক যুবকের নাম প্রফুল্লচন্দ্র।

ইহাকে দেখিয়া বৈঠকখানাস্থ যুবকবৃন্দ একটু অপ্রতিভ হইল, এবং প্রফুল্লের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য, কেহ কেহ সুরাপান বন্ধ করিল।

প্রফুল্লচন্দ্র স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া নবীনচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিল, নবীনচন্দ্র তাহাকে উপেক্ষা করিয়া ইয়ারগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "চালাও—চালাও—স্ফূর্ত্তি চালাও—বন্ধ দাও কেন?"

ইহা শুনিয়া যুবকবৃন্দ পূর্ণোৎসাহে আবার বোতল হইতে সুরা ঢালিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রফুল্লচন্দ্র অবজ্ঞাভাবে কহিল, "disgraceful! (ডিস্‌গ্রেস্‌ফুল) তোমার এতদূর হয়েছে, বাড়ীতে ব'সেই মদ চালাতে আরম্ভ ক'রেছ? I shall stop this practice at once. (আমি শীঘ্রই ইহা বন্ধ করিতেছি।)"

প্রফুল্লচন্দ্র তথায় দাঁড়াইয়া থাকিলেও, নবীনচন্দ্র তাহাকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, প্রফুল্লচন্দ্র এই স্থান দিয়া বাটীর ভিতরে না গিয়া অন্য স্থান দিয়াও যাইতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া সে ইচ্ছামতেই নবীনচন্দ্রের বৈঠকখানার নিকট দিয়া যাইবার ছলে, তাঁহাকে মদ্য পানে রত দেখিয়া তথায় অবতরণ করিয়াছিল; এবং দুই কথা বেশ করিয়া শুনাইবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। এক্ষণে সে নবীনচন্দ্রের মুখে স্ফূর্ত্তি চালাইবার কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিল। তাহার কথা শুনিয়া, (বিশেষতঃ ইয়ারদিগের সমক্ষে শুনিয়া) নবীনচন্দ্রের মস্তিষ্ক

উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তিনি প্রফুল্লের প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া, পরক্ষণেই সামলাইয়া লইলেন, তারপর একটু নম্রস্বরে কহিলেন, "যাও,—যাও,—বাড়ীতে যাও, এখানে তোমার দাঁড়াবার আবশ্যক কি ?"

প্রফুল্লচন্দ্র ব্যঙ্গভাবে কহিল, "আবশ্যক আছে বৈকি—আমি থাক্‌তে তোমার বাড়ীতে ব'সে মদ খাওয়া হচ্ছে না। (You must stop it.) তোমায় ইহা ত্যাগ কর্‌তেই হবে।"

নবীনচন্দ্র এইবার ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "তোমার ভয়েতে নাকি ?"

প্রফুল্লচন্দ্র বলিল, (Certainly) "নিশ্চয়ই।"

নবীনচন্দ্র তাহার এই অহঙ্কারোদ্দীপ্ত বাক্য শুনিয়া কহিলেন, "যাও—যাও—ও সব Attorneyর চাল আমার কাছে দেখাতে হবে না। ফের যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখি, তাহ'লে (I shall turn you out at once from here.) এখনি আমি তোমায় এখান থেকে দূর ক'রে দিব।"

"আচ্ছা দেখা যাবে, কে কাকে দূর করে, তোমার মতিচ্ছন্ন ধ'রেছে।" এই বলিয়া প্রফুল্লচন্দ্র তথা হইতে বাটীর অন্দরাভিমুখে যাত্রা করিল, যাইবার সময়ে নবীনচন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া গেল।"

সে প্রস্থান করিলে পর, যুবকবৃন্দ তাহার নিন্দাবাদ করিয়া নবীন চন্দ্রকে নানারূপে উত্তেজিত করিল। কেহ বলিল, ছেলেটা কি বেয়াক্কিলে, তুমি খুড়ো, একে মান্যবান্, তায় বয়সে বড়, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার অপমান ক'রে গেল ?"

কেহ বলিল, "ওটা Attorney হ'য়ে যেন ধরা খানা সরা দেখেছে।"

কেহ বলিল, "তেজটা একবার দেখ্‌লে ? ভাঙ্গে ত মচ্‌কায় না।" তাহাদিগের এই সকল কথা শুনিয়া নবীনচন্দ্র আর এক গ্লাস সুরা

পান করিয়া কহিলেন, "Let the dog bark, ও সব কথা যেতে দাও, কালকের ছেলেটা, হাতে ক'রে মানুষ করেছি, বি, এ ক্লাস পর্য্যন্ত আমি ওর পড়া ব'লে দিলেম, আর আজ আমার উপর চাল ছাড়্‌তে চায়? একি কখনও প্রাণে বরদাস্ত হয়?"

ইয়ারগণ উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "Never—Never—কখনও না—কখনও না।"

রাধাশ্যাম বলিল, "ব্যাপারটা আমার ভাল ব'লে মনে হয় না, একে Deputy Magistrate এর ছেলে, তায় নিজে Attorney, বোধ হয় এতে ওর বাপের ইঙ্গিত আস্‌কারা আছে।"

নবীনচন্দ্র কহিলেন, "বড় দাদা ছেলেকে কখনও আস্‌কারা দেন নি. দেব চরিত্র দাদাদের নামে কেউ দোষারোপ ক'রো না, তাঁদের করুণায়, তাঁদের অনুকম্পায় আমি নিশ্চিন্ত ভাবে ঘরে ব'সে, মাসিক এক শত টাকা হাত খরচ পাচ্ছি। যেমন বড় দাদা, মেজ দাদাও তেমনি, তাঁরা বিদেশে আছেন, কিন্তু আমার উপর এখানকার সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত, এক দিনের জন্যও আমায় অবিশ্বাস করেন নি।"

যুবকগণ এবার আপনাপন মত পরিবর্ত্তন করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "Never—Never—(নেভার—নেভার) কখনও না—কখনও না।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "তবে বড় দাদার এ বড় ছেলেটা দেখ্‌ছি ক্রমে ক্রমে আমার উপর চাল ছাড়্‌তে সুরু ক'রেছে। ও—কি—মনে করে বল্‌তে পারিনা, Attorney গিরীতে হাতে দু' পয়সা জমিয়েছে—আর আমি ঘরে ব'সে থাকি, সেই জন্য আমার উপর তাচ্ছীল্য ভাব। তা—ও—যাহাই মনে করুক, আমি কখনও ওর চোক রাঙ্গাণীতে ভয় করব না, তাতে আমার অদৃষ্টে যা হয় হোক্।"

রাধারমণ বলিল, "তাত নিশ্চয়ই, কালকের ছোঁড়া—ওর স্পর্দ্ধাও ত কম নয়! লেখা পড়া শিখে শেষে এই দাঁড়াল?"

সীতানাথ নামে আর একটি যুবক কহিল, "তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব অক্ষুণ্ণ আছে ব'লেই, ও এখনও কিছু তোমার অনিষ্ট কর্‌তে পারে নি; তবে যে রকম দাঁড়াচ্ছে, তাতে এ সংসার যে একান্নবর্ত্তী থাক্‌বে—তা'ত আমাদের মনে হয় না।"

"ঈশ্বর মঙ্গলময়—অদৃষ্টে যা আছে, ঘটবে; আমারও প্রতিজ্ঞা, প্রফুল্লের বশ্যতা স্বীকার ক'রে আমি কখনই এ সংসারে থাকৃব না।" এই বলিয়া নবীনচন্দ্র আর এক গ্লাস সুরা পান করিলেন।

যুবকগণ আবার সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "Never—Never—কখনও না—কখনও না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বাভাষ

কলিকাতার অন্তর্গত বরাহনগরে ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি সামান্য গৃহস্থ ছিলেন, কোনও সওদাগরী অফিসে কার্য্য করিয়া কায় ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ধর্ম্মে তাঁহার অটুট বিশ্বাস ছিল, দুঃখ, দৈন্য, অভাবের কঠোর নিষ্পেষণে পড়িয়াও জীবনে কখন অধর্ম্ম কার্য্য করেন নাই। যেমন স্বামী—তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সেইরূপ ছিল। স্বামীর আয় বুঝিয়া পত্নী এমন সুশৃঙ্খলে ব্যয় করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের ঘরের কথা অপরে কেহ বড় একটা জানিতে পারিত না।

ঈশানচন্দ্রের তিন পুত্র ও দুই কন্যা; প্রথম পুত্রের নাম কীর্ত্তিচন্দ্র, দ্বিতীয় জ্যোতিশ্চন্দ্র, তৃতীয় নবীনচন্দ্র। তিনি জীবিতাবস্থায় কীর্ত্তিচন্দ্রকে সুশিক্ষা দানে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কীর্ত্তিচন্দ্র পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন, তিনি নিজের অধ্যবসায় গুণে সসম্মানে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ঈশানচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তখন কীর্ত্তিচন্দ্র বিবাহিত, তাঁহার একটী শিশু সন্তান ছিল, নাম প্রফুল্লচন্দ্র। জ্যোতীশ এফ, এ ও নবীন প্রিপারেটরী (Preparatory) ক্লাসে পড়িতেন। বড় ভগ্নীটী বিবাহিতা ও ছোটটী অবিবাহিতা ছিল। পিতৃ-বিয়োগে কীর্ত্তিচন্দ্রের বিষম ভাবনা হইল, তিনি কিরূপে ভাই দুইটীকে মানুষ করিবেন, কিরূপে ছোট ভগ্নীর বিবাহ দিবেন, এই চিন্তায় আকুল হইয়া পড়িলেন।

ঈশানচন্দ্রের জীবিতাবস্থায়, কীর্ত্তিচন্দ্র অধ্যয়নকালেও স্কুলে শিক্ষকতা এবং অন্য সময়ে ছেলে পড়াইয়া শতাধিক মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেন। এক্ষণে সেই উপার্জ্জিত অর্থই ঈশানচন্দ্রের সংসার যাত্রার একমাত্র উপায় ছিল। প্রাণপণ চেষ্টায়, নিজের অনিন্দ্য চরিত্রগুণে ও সুপারিশে সদাশয় ইংরাজ রাজের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল, তিনি আলিপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন।

জগদীশ্বরের অনন্ত অনুকম্পার উপর নির্ভর করিয়া, জননীর চরণ সেবা করিয়া, এই কার্য্যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই কীর্ত্তিচন্দ্র বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিলেন। তাঁহার বেতনও বৃদ্ধি পাইল। সেই সুযোগে তিনি কলিকাতায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ছোট ভগ্নীর বিবাহ দিয়াছিলেন, জ্যোতিশকে বি, এল পাশ করাইয়াছিলেন এবং নবীনচন্দ্রকে এম, এ পাশ করিবার যথেষ্ট সহায়তা করিয়া, তাঁহাদেরও বিবাহ দিয়াছিলেন। এইরূপে কীর্ত্তিচন্দ্র একটি ক্ষুদ্র সংসারকে সযত্নে লালন পালন করিয়া, আজ বহু আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাট সংসারে পরিণত করিয়াছিলেন।

কনিষ্ঠদ্বয়ও জ্যেষ্ঠের শীতল শান্ত স্নিগ্ধ ছায়ার আশ্রয়ে থাকিয়া, তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পরস্পরে সম্মিলিত ভাবে সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। ভায়ে ভায়ে দ্বেষ হিংসা নাই, সকলেরই ইচ্ছা একান্নভুক্ত সংসারে থাকিয়া পিতার মুখোজ্জ্বল করিবেন। ফলে হইয়াছেও তাহাই।

কীর্ত্তিচন্দ্রের এক্ষণে দুই পুত্র ও দুইটী কন্যা; জ্যোতিশ্চন্দ্রের দুই পুত্র ও দুই কন্যা, তিনি বরিশাল জেলার প্রসিদ্ধ মুন্সেফ হইয়াছেন। কনিষ্ঠ নবীনচন্দ্র এম, এ পাশ করিয়া এক স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়াছিলেন, সকলেই উপার্জ্জনশীল, সকলেই স্বধর্ম্মপরায়ণ, পরোপকারী।

নবীনচন্দ্রের ভাগ্যদোষে তাঁহার কর্ম্মময় যৌবন-জীবনের মধ্যভাগেই বিশেষ মর্ম্মব্যথা পাইয়াছিলেন, তাঁহার জীবন সংগ্রামের উত্তেজনাময়ী সহ-ধর্ম্মিণী, একমাত্র শিশু পুত্র রাখিয়া অকালে লোকান্তরিতা হইয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র সদা প্রফুল্লময়ী অনিন্দ্য সুন্দরী পত্নীর শোক ভুলিতে না ভুলিতে, স্নেহময়ী করুণারূপিণী জননী ও অগ্রজদিগের অনুরোধ ও আগ্রহে, আবার দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কীর্ত্তিচন্দ্র স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া উচ্চকুলোদ্ভবা একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী পাত্রীর অনুসন্ধান করিয়া, কনিষ্ঠকে পুনরায় সংসার-মায়ায় আবদ্ধ রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু মানুষ যাহা আশা করে, ভগবান্ তাহার বিপরীত ফল প্রদান করেন, কি জানি তাঁহার কি অজানা অজ্ঞাত বিধান, মানবের সমস্ত উৎসাহ, উদ্যম, শক্তি ও সামর্থ্যকে পলকে বিলয় করিয়া থাকে।

প্রথম পত্নী হারাইয়া নবীনচন্দ্র হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার অতুল্য আত্মোৎসর্গ, সুগভীর প্রেম ও ভালবাসা, নবীনচন্দ্রের অস্থি মেদ মজ্জায় স্তরে স্তরে অঙ্কিত ছিল, সে স্থলে কীর্ত্তিচন্দ্র এক বালিকাকে স্থাপন করিয়া ভাল কি মন্দ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি তখন বুঝিতে পারেন নাই।

কীর্ত্তিচন্দ্র কনিষ্ঠকে এম, এ পাশ করাইয়া, সংসারের উন্নতির অনেক আশা করিয়াছিলেন, ফলে হইয়াছিলও তাহাই; তিনি একটী স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইয়া ও অন্যান্য উপায়ে মাসিক তিন চারি শত মুদ্রা উপায় করিতেছিলেন। প্রথম পত্নী-বিয়োগে, দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণের পর হইতেই নবীনচন্দ্রের জীবন স্রোত বিভিন্নভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। তিনি সকলরূপ কাজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, উদাসীন ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীকে দেখিলে, তাহার তখন কেমন একটা বিরক্তির ভাব হৃদয়ে উদয় হইত।

বৃদ্ধা জননী তাঁহাকে কত বুঝাইলেন, নূতন বৌ-মাকে লইয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধনের বিস্তর আয়োজন করিলেন, নবীনচন্দ্রের তাহাতে মন ফিরিল না। বিচক্ষণ কীর্ত্তিচন্দ্র কনিষ্ঠের সেই উদাসীনতা দেখিয়া, তাঁহাকে সংসারে নিরত রাখিবার জন্য, তাঁহাদের একান্নভুক্ত পরিবারের সংসার খরচের হিসাব পত্র রাখিতে, বাড়ী ঘর প্রস্তুত ও মেরামত করিতে, পিতৃ ও মাতৃকুলের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার ভার অর্পণ করিয়া, তখন বিদেশে থাকিয়া ডেপুটীগিরি করিতেন। জ্যোতিশ্চন্দ্র, জ্যেষ্ঠের অনুগত ছিলেন, তিনি তাঁহার মতে মত দিয়া কনিষ্ঠকে কিছুই বলিতেন না, বিশেষতঃ তিনিও বিদেশে মুনসেফি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, নিজ আয়ের সমুদয় অর্থ জ্যেষ্ঠ সহোদরকে প্রেরণ করিতেন। জ্যেষ্ঠ সমস্ত আয় একত্র করিয়া, হিসাব মত আপনাদের খরচ চালাইবার জন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট কনিষ্ঠকে প্রেরণ করিতেন। কনিষ্ঠ সকল অর্থ মাতৃ সন্নিধানে গচ্ছিত রাখিয়া তাহার সদ্ব্যয় করিতেন। এই সময়ে কীর্ত্তিচন্দ্র নবীনকে, স্বতন্ত্র ভাবে নিজের হাত খরচ করিবার জন্য মাসিক এক শত টাকা প্রেরণ করিতেন।

নবীনচন্দ্র এ অর্থের অপব্যয় করিতেন না, তিনি জ্যেষ্ঠের উপদেশে গৃহে বসিয়া সংসার চালাইবার সমস্ত ভার লইয়া, ছেলেদের পড়াইবার জন্য মাষ্টারদিগকে ছাড়াইয়া দিয়া, নিজে তাহাদের শিক্ষা দান করিতেন। প্রফুল্লচন্দ্র বাল্যে সেই সুশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, নিজের অধ্যবসায় গুণে আজ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন Attorney (এ্যাটর্ণি) হইয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে।

নবীনচন্দ্র যে বাটীতে বসিয়া তাঁহার পিতার নিকটে শত মুদ্রা হাত খরচ পাইতেছেন, এবং সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, ইহা প্রফুল্লচন্দ্রের ভাল লাগিল না। সে মনে মনে অনেক কূট তর্কের অবতারণা করিয়া,

সময়ে সময়ে খুল্লতাত নবীনচন্দ্রের সহিত অনেক বাকবিতণ্ডা করিত। আজ সে প্রকাশ্যভাবে নবীনচন্দ্রকে অপদস্থ করিয়াছিল,—নবীনচন্দ্রের তাহা অসহ্য বোধ হইল, প্রফুল্লচন্দ্র দম্ভ ও অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অন্তরে অন্তরে যে কলহ বহ্নি ক্ষীণ শিখায় প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল,—তাহা আজ ঘটনা-বায়ু-ফুৎকারে উজ্জ্বল ভাব পরিগ্রহ করিয়া, একটী শান্তিপূর্ণ একান্নবর্ত্তী পরিবারকে অশান্তির অনলদাহে দগ্ধীভূত করিতে চলিল, কিরূপে—তাহাই বলিতেছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এ্যাটর্ণির কূট নীতি

প্রফুল্লচন্দ্র খুল্লতাতের সহিত সেদিন অফিস হইতে আসিবার সময়, নবীনচন্দ্রকে দু' কথা শুনাইয়া দিয়া আপন প্রকোষ্ঠে গিয়াছিল, এবং পোষাক পরিচ্ছদ খুলিয়া একখানি ইজি-চেয়ারে শয়ন করিয়া, কিরূপে নবীনচন্দ্রকে জব্দ করিবে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। প্রত্যহ সে যেরূপ হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিত, সেদিন আর তাহা করিল না ; তাহার পত্নী চারুবালা, জল খাবার আনিয়া তাহাকে আহার করিতে অনুরোধ করিল। প্রফুল্লচন্দ্র তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া কহিল, "না—না—তুমি যাও, এখন আমি কিছু খা'ব না।"

চারুবালা তাহার এই কথা শুনিয়া অধিকতর কাছে আসিয়া এক-খানি গামছা হাতে দিয়া বলিল, "যাও—মুখ ধু'য়ে এস—জল খাবার খাও।"

প্রফুল্লচন্দ্র একটু বিরক্ত ভাবে কহিল, "বল্‌ছি এখন তুমি যাও—কিছু খাব না। যাও—এখন—আমি একটী গুরুতর বিষয়ের চিন্তা কর্‌ছি।"

চারুবালার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ, সে প্রায় পাঁচবৎসর কাল স্বামীর গৃহে আছে, শৈশব হইতে স্বামীর আশে পাশে থাকিয়া স্বামীর মনস্তুষ্টি সাধনে নিরত থাকিত, তাহার স্বামীও তাহাকে যথেষ্ট ভালবাসিত, কাছে পাইলে তাহাকে সর্ব্বদা সাদর সম্ভাষণ করিত। আজ সে স্বামীর কাছে আসিলে, স্বামী তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলে, সে হৃদয়ে একটু আঘাত অনুভব

করিল। ভাবিল, তখনই সে সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা পারিল না, আশৈশব সে স্বামী সেবা করিতে শিখিয়াছে,—প্রথম হইতে শ্বশুরালয়ে আসিয়া সে স্বামীকে জল খাবার খাওয়াইবার জন্য শাশুড়ী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এতাবৎকাল এ কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাকে জলখাবার না খাওয়াইলে শাশুড়ীর আদেশ অমান্য করা হইবে, এই ভাবিয়া সে প্রফুল্লচন্দ্রের উপেক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিল, "আগে তুমি মুখ হাত ধুয়ে জল খাও,—তারপর যত পার চিন্তা কর, আমি তোমায় তখন বিরক্ত কর্‌ব না।"

প্রফুল্লচন্দ্র বলিল, "এখন আমার মনটা খারাপ আছে, কিছু খাব না।"

"খেতেই হ'বে, না খেলে আমি কিছুতেই যাব না।"

প্রফুল্লচন্দ্র বলিল, "আমি কিছুতেই খা'ব না।"

চারু। তোমায় খেতেই হবে।

প্রফুল্ল। তোমার ইচ্ছায় নাকি ?

"হাঁ—হাঁ—তাই", এই বলিয়া চারুবালা ঈষৎহাস্য সহকারে তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক উঠাইয়া কহিল, "যাও, মুখ হাত ধু'য়ে এস।"

চারুবালারই জয় হইল, প্রফুল্লচন্দ্র হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া আসিয়া জলযোগ সমাপনান্তে ইজি-চেয়ারে পূর্ব্ববৎ শয়ন করিল!

চারুবালা এবার তাহার হাতে দু' একটি পান দিয়া কহিল, "এত চিন্তা কিসের ?"

প্রফুল্ল। তোমার শুনে কি হ'বে ?

চারু। কিসের—তা' আমি বুঝেছি।

প্রফুল্ল। তবে তুমি দেখ্‌ছি অন্তর্যামী, কি বল দেখি ?

চারুবালা হাস্য সহকারে কহিল, "ছোট কাকার সঙ্গে ঝগড়ার কথা ভাবুছ।"

প্রফুল্ল। তুমি কি ক'রে জান্‌লে ?

কথাটা ঠিক ধরা হইয়াছে ভাবিয়া চারুবালা এ ়াল হাসি হাসিয়া বলিল., "কেন, আমি যে অন্তর্যামী।"

প্রফুল্লচন্দ্র সাগ্রহে কহিল, "না, তবু ?"

চারুবালা বলিল, "তুমি আফিস থেকে আস্‌বার সময়, তাঁর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কর্‌ছিলে, এ কথা বিশুরাম এসে ঠাকুরমাকে বল্‌ছিল।"

প্রফুল্ল। শুনে ঠাকুর-মা কি বল্‌লে ?

চারু। তোমার নিন্দা কর্‌তে লাগলেন; বল্‌লেন, কাকার সঙ্গে অমন ক'রে ঝগড়া করে। হাজার হোক্‌, তিনি বয়সে বড়, তাঁর অপমান করা তোমার অন্যায়।

প্রফুল্লচন্দ্র বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া কহিল, "ঠাকুর-মা ত আমার নিন্দা কর্‌বেই, তার জন্যই ত ছোট কাকার স্পর্দ্ধা বেড়ে গিয়েছে, তা না হ'লে বাড়ীতে ব'সে কখনও মদের বোতল চালাতে পারে।"

চারু। মদের বোতল চালা আবার কি ?

প্রফুল্ল। সে সব তোমরা বুঝ্‌বে না, ঘরের কোণে থাক, তার গুণের খবর ত রাখ না

চারু। আমার সে খবর রাখ্‌বার দরকার কি ? তিনি আমার পূজনীয়। পূজ্যের পূজা করাই সেবকের কাজ।

প্রফুল্ল। আচ্ছা—আচ্ছা—থাক্‌, তোমার আর বক্তৃতায় কাজ নাই;—তুমি একবার মা'কে ডেকে দাওগে, আজ এর একটা হেস্ত নেস্ত কর্‌ব।

"তা দিচ্ছি," বলিয়া চারুবালা তথা হইতে প্রস্থান করিল। অতঃপর প্রফুল্লচন্দ্র ভাবিতে লাগিল, "কি স্পর্দ্ধা ছোট কাকার! আমার পিতার অন্নে লালিত পালিত হইয়া, সে আমার ন্যায় উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির

উপর প্রভুত্ব দেখাইবে, আমায় অগ্রাহ্য করিয়া, আমারই সম্মুখে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বাটীতে বসিয়া সুরাপান করিবে? অসহ্য—অসহ্য—আমি ইহা কখনও নীরবে দেখিতে পারিব না, ইহার প্রতিবিধান করিবই করিব।”

প্রফুল্লচন্দ্র যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় তথায় হেমন্ত-কুমারী আসিয়া কহিলেন, “আমাকে ডেকেছ বাবা?”

প্রফুল্লচন্দ্র কহিল, “হাঁ, ছোট কাকার আক্কেলটা দেখ্‌লে ত?”

হেমন্তকুমারী কহিল, “কি হয়েছিল?”

প্রফুল্লচন্দ্র হাত পা নাড়িয়া কহিল, “বৈঠকখানায় ছোট কাকা চিৎপাত হ’য়ে শুয়ে, সব ইয়ার নিয়ে মদ খাচ্ছিল, আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেম, অন্য সকলে মদ খাওয়া বন্ধ কর্‌লে—ছোট কাকা আমার উপর বিরক্ত হ’য়ে তাদের মদ খেতে হুকুম চালালে।”

হেমন্তকুমারী কহিল, “তোমার ওদিকে না গেলেই ত হ’ত বাবা।”

প্রফুল্ল। যাব না কেন? তাকে ভয় নাকি?

হেমন্তকুমারী পুত্রের উদ্ধত ভাব দেখিয়া মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইল, কিন্তু উপার্জ্জনশীল শিক্ষিত এ্যাটর্ণি পুত্রকে তিনি বড় স্নেহ করিতেন, সেই স্নেহ পরবশে তাহার সন্তোষার্থ কহিল, ”না—না—তা কেন, তবে কি না তোমার ওদিকে নজর না দিলেই হ’ত।”

প্রফুল্লচন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে কহিল, “এতদিন নজর না দিয়েই ত এতদূর বেড়ে উঠেছে, আর নয়—এইবার ওকে দমন কর্‌তে হ’বে।”

হেমন্তকুমারী কহিল, “তোমার কিছু আর ব’লে কাজ নেই বাবা! ও বৈঠকখানায় প’ড়ে থাকে, যা ইচ্ছা হয় করুক, তুমি মিছে কেন ওদিকে গিয়ে নিজের মন খারাপ কর বাছা।”

প্রফুল্ল। তুমি বোঝনা মা! ওর স্পর্দ্ধা কতদূর বেড়েছে, এই

বেলা কিছু একটা না কর্‌লে, দু'দিন পরেই বাড়ীর ভিতরে মদের বোতল নিয়ে ঢুক্‌বে, তা আমি কখনও সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।

হেমন্তকুমারী বলিল, "না—না—তা কর্‌বে না, ছোট বৌ ম'রে গিয়ে অবধি ও—ঐ ছাই নেশা কর্‌তে শিখেছে। এর আগে ছোট ঠাকুরপোর ত কোনও বালাই ছিল না। কলেজে পড়িয়ে, খবরের কাগজে লিখে ওর ত বেশ সুনাম হ'য়েছিল।"

প্রফুল্লচন্দ্র উপেক্ষার হাসি হাসিয়া কহিল, "ছাই হ'য়েছিল।"

হেমন্তকুমারী চুপ করিয়া রহিল।

প্রফুল্লচন্দ্র বলিতে লাগিল, "দেখ, মা! তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, বাবার আমার এত কষ্টের উপার্জ্জিত টাকা, ছোট কাকার হাতে এসে পড়ে, সে সেই সমস্ত টাকা হ'তে নিজের নেশার খরচ চালায়, আর নূতন কাকীর কাছে টাকা জমায়। ও সমস্ত খরচ আমার হাত দিয়ে হ'লে, আমি এতদিন ব্যাঙ্কে একরাশ টাকা জমা দিতেম।"

হেমন্তকুমারী বলিল, "ছোট ঠাকুরপো'ও টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখে, মেজ ঠাকুরপো ও উনি মাসে যে টাকা পাঠান, সংসার খরচ বাদে সে সমস্ত ব্যাঙ্কে জমা থাকে, আর তুমি যে বল্‌ছ সে নতুন বৌয়ের কাছে টাকা জমায়, ও কথা কেউ বিশ্বাস কর্‌বে না, কেন না ছোট ঠাকুরপো বড় একটা বাড়ীর ভিতরে আসে না, নতুন বৌয়ের সঙ্গে কথাও কয় না, সেজন্য মা কত দুঃখ করেন, তোমার বাপ্‌ও মনে মনে কষ্ট পান।"

প্রফুল্ল। বাবারও যেমন, ওকে একশ' টাকা হাত খরচ কর্‌তে দেন, ওটা কেবল বাজে খরচ। দেখ—ছোট কাকা রোজগার না কর্‌লেও, এখনও আমাদের একান্নভুক্ত আছে; বাবা ও মেজ কাকা, বিদেশে থেকে প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে, এই যে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি কর্‌ছেন, ছোট কাকা ঘরে ব'সে খেয়ে দেয়েও তার ভাগ পাবে, সে

আমার সঙ্গে সেইজন্যই তা, আইনের কথা বল্‌ছিল। তোমাদের মন সাদা, কিছু ত অগ্র পাছ ভাব না। ছোট কাকা আইন বোঝে, হাজার হোক্‌ লেখা পড়া জানে ত?

হেমন্ত। ও সব আমরা আর কি বুঝ্‌ব বল?

প্রফুল্ল। এতদিন বোঝনি, আজ থেকে বোঝ, আমাদের টাকা নিয়ে ছোট কাকা যে চাল ছাড়্‌বে তা আমি কর্‌তে দোব না; বাবা এলে, তুমি তাঁকে ভাল ক'রে এ সব কথা ব'লো।

হেমন্ত। তাঁকে এ সব কথা আমি কিছু বল্‌তে পার্‌ব না, একবার নতুন বৌয়ের গহনা তৈয়ার করান নিয়ে, তাঁকে একটা কথা ব'লেছিলেম, তাতে তিনি আমার উপর বড়ই বিরক্ত হয়েছিলেন। ব'লেছিলেন, "স্বার্থপরতা হৃদয় হ'তে দূর কর, তোমার অনুগত আশ্রিত কনিষ্ঠদিগের প্রতি কখনও হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ভাব মনে স্থান দিও না। স্বার্থের দিকে চেওনা, স্বার্থ চিন্তায় হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। নিঃস্বার্থভাবে জগতে কাজ কর্‌তে পার্‌লে, সকলেই তোমার বশে থাকৃবে। যে না থাক্‌বে, সে অধার্ম্মিক, তাহার দ্বারা সংসারের কোনও উন্নতি হ'বে না, পূরিষ জ্ঞানে তাহার সংশ্রব ত্যাগ কর্‌বে।"

প্রফুল্লচন্দ্র একটু নম্রস্বরে কহিল, "দেখ, একটা কাজ কর, তুমি মেজ কাকী-মাকে একবার এসব কথা বল, সে সময় বুঝে মেজ কাকাকে বোঝাবে, তা হ'লে বিশেষ ফল হ'বে।"

"তাকেও আমি কিছু বল্‌তে পার্‌ব না, মা শুনলে আমার উপর রাগ কর্‌বেন।" এই বলিয়া হেমন্তকুমারী চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

প্রফুল্লচন্দ্র কহিল, "আচ্ছা, তোমাদের কিছু বল্‌তে হ'বে না, আমিই এর একটা বিহিত কর্‌ব।" এই বলিয়া সে তথা হইতে অন্যত্র গমন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বসন্তকুমারী

তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, আহারাদি সমাপন করিয়া বসন্তকুমারী আপন প্রকোষ্ঠে, শয্যায় শায়িতাবস্থায় একটি ছয়মাসের শিশু কন্যাকে ঘুম পাড়াইতেছে, সে ঘুমাইতে চাহে না। বসন্তকুমারী জোর করিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে; সে আধ আধ অস্ফুট ভাষায় মায়ের সহিত কথা কহিতে চায়। মা, তাহার মাথা চাপড়াইয়া, ধমক দিয়া বলিল, "ঘুমো—এ—চোখ্ থাকীর চ'খে ঘুম নেই।" কন্যা চিৎপাত হইয়া হাত পা ছুড়িয়া প্রদীপের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

বসন্তকুমারী প্রদীপটী আরও কাছে আনিয়া, তাহার মুখ চুম্বন করিয়া কহিল, "কি লো, ঘুমো—রাত হয় নি?" শিশুটী এ্যা—ও—অ্যা—করিয়া হাসিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে বাহির হইতে প্রফুল্লচন্দ্র আসিয়া ডাকিল, "মেজ কাকী-মা ঘুমিয়েছ?"

বসন্তকুমারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গৃহ-দ্বার সমীপে আসিয়া কহিল, "কে,—প্রফুল্ল?—এস বাবা,—কি মনে ক'রে?"

প্রফুল্লচন্দ্র সংসারের জ্যেষ্ঠ সন্তান, শিক্ষিত উপার্জ্জনশীল—সকলেই তাহাকে স্নেহ ও সমাদর করিত, বসন্তকুমারী এ হেন প্রফুল্লকে আজ তাহার প্রকোষ্ঠে আসিতে দেখিয়া সস্নেহে কহিল, "ব'সো।"

প্রফুল্লচন্দ্র শয্যা'র এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিল, "নরেন ও হরেন্দ্র কোথায় গেল ?"

বসন্তকুমারী বলিল, "তারা ছোট ঠাকুরপো'র কাছে বৈঠকখানায় লেখা পড়া কর্‌তে গিয়েছে, এখনও আসেনি।"

প্রফুল্লচন্দ্র অবজ্ঞাভাবে কহিল, "সেখানে ওদের কি পড়া হয় ?"

বসন্তকুমারী সাগ্রহে কহিল, "কেন ? ছোট ঠাকুরপো'র কাছে প'ড়ে তুমিত মানুষ হয়েছ ?"

প্রফুল্ল উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিল, "সেটা আমার নিজের চেষ্টায় হয়েছে।"

বসন্ত। তবু ত ছোট ঠাকুর-পো তোমার পড়া ব'লে দিত।

প্রফুল্ল। হাঁ, কতকটা পারত বটে, আর সে ত তখন এমনতর মাতাল ছিল না, আজকে আমার সঙ্গে কি রকম ঝগড়া ক'রেছে শুনেছ ?

বসন্ত। হাঁ, মা বল্‌ছিলেন তোমার কথা বটে, তা বাবা, তুমি আর ওদিকে যেওনা, মা তোমার ব্যবহার শুনে কত রাগ কর্‌লেন।

ইহা শুনিয়া প্রফুল্লচন্দ্র বসন্তকুমারীর তোষামোদ করিয়া বলিল, "ঠাকুর মায়ের কথা ছেড়ে দাও, ওর আস্কারাতেই ত ছোট কাকা গোল্লায় গেল, কিন্তু মেজ কাকী-মা ! তোমার ত নিজের বুদ্ধি বিবেচনা আছে। মাকে বল্‌লে বোঝে সোঝে না, তোমাকেই বলি, তুমিই একটু বুঝে দেখ, যদি এর প্রতিকার হয়, তোমার দ্বারাই হ'বে। এই যে ছোট কাকা ঘরে ব'সে দিন দিন নেশা চালাচ্ছে—এর পরিণামটা এক বার তুমি ভেবে দেখ। মেজ কাকা বাবু বিদেশে থেকে এত কষ্ট ক'রে যা উপায় করেন, তা বাবাকে পাঠান, সেই টাকা ও বাবা নিজের উপার্জ্জিত অর্থ একত্র ক'রে আমাদের সংসারের উন্নতির জন্য ছোট কাকাকে

পাঠিয়ে দেন। ছোট কাকা সেই সমস্ত টাকা পেয়ে, নিজে কিছুমাত্র উপায় না ক'রেও কেমন রাজার হালে রয়েছে দেখ; এই যে সমস্ত বাড়ী তৈয়ার হয়েছে, যে সমস্ত যায়গা জমী কেনা হয়েছে, ছোট কাকা তার সমস্ত ভাগ পাবে। মেজ কাকা বাবুর ও বাবার মুখে রক্ত ওঠা উপার্জ্জনের সে সমস্ত বক্‌রা নেবে, আইনে এই রকম আছে; সেই জন্য ছোট কাকা আজ আমার সঙ্গে ঐ রকম ঝগড়া কর্‌ছিল, তোমাদের মন সাদা, ভবিষ্যৎ ভাব না ত, ও সে সব ভেবে চিন্তে চলে।"

ইহা শুনিয়া বসন্তকুমারী ক্ষণকাল প্রফুল্লচন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, নবীনচন্দ্রের বিপক্ষে এতাবৎকাল কেহ কখনও কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাই, আজ সে এই সকল কথা শুনিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইল। তাহার বুদ্ধি বড় একটা ছিল না, যে যাহা বলে তাহাতেই নাচিয়া উঠে। এতদিন সকলেই নবীনচন্দ্রকে ভাল বলিত, বিশেষতঃ তাহার বড় জা হেমন্তকুমারী, তাহার কোনও নিন্দাবাদ করিত না, এইজন্য সে নবীনচন্দ্রের পক্ষপাতী ছিল, আজ প্রফুল্লচন্দ্রের মুখে তাহার প্রথম নিন্দাবাদ শুনিয়া সে একটু বিরক্ত হইয়া কহিল, "তাই নাকি? তবে ত সে ভারি স্বার্থপর!"

প্রফুল্লচন্দ্র নম্র স্বরে কহিল, "সে আর একবার ক'রে বল্‌তে, আমায় কিনা আইনের ভয় দেখায়? বুঝেছ মেজ কাকী-মা, আমি ও সব আইন জানি ব'লেই চুপ ক'রে স'য়ে গেলেম—আর তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম যে, এর একটা প্রতিকার কর্‌বই কর্‌ব।"

বসন্তকুমারী তাহার মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "তা একটা চাই বৈকি বাবা, ওর মনে মনে যখন এত জিলিপীর প্যাঁচ, তখন একটা কিছু কর্‌তে হবে বৈকি! ও মা—শুধু শুধু এ সব আইন দেখান কেন? তুমি হ'লে খুড়ো—ও ছেলের তুল্য, ওকে আবার আইন

দেখান! ছি! ছোট ঠাকুরপো'র পেটে পেটে এত,—আমি তা ত জান্‌তেম না।"

প্রফুল্লচন্দ্র একটু কাতরভাবে বলিল, "এতে আমার রাগ হয় কি না, বল ত মেজ কাকী-মা?"

বসন্তকুমারী নথ ঘুরাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা'ত হবারই কথা বাবা! শুধু শুধু আইন দেখান কেন?" আহা—তাই বুঝি তোমার মনে দুঃখ হয়েছে?"

প্রফুল্লচন্দ্র তাহাকে উত্তেজিত করিবার জন্য ছল ছল নেত্রে কহিল, "মা আমার কথা বোঝে না, ঠাকুর মা'র ত কথাই নেই, তুমি দেখ্‌ছি বেশ বুঝ্‌তে পার মেজ কাকী-মা, যদি কিছু উপায় হয়, তোমার দ্বারাই হ'বে।

বসন্তকুমারী বলিল, "আমি আর কি কর্‌ব বল বাছা? আচ্ছা—বড় দিদিকে আমি চুপি চুপি এ সব কথা বল্‌ব এখন।"

প্রফুল্লচন্দ্র ব্যগ্রভাবে কহিল, "না—না—মাকে তোমার কিছু ব'লে কাজ নেই, সে ছোট কাকাকে খুব ভয় করে, তাকে কিছু বল্‌তে হবে না।"

ইহা শুনিয়া বসন্তকুমারী বিরক্তভাবে বলিল, "ভয়—কিসের এত ভয়! দিদির যেমন ভয়। ওর খাই না পরি যে আইন দেখাবে?"

প্রফুল্লচন্দ্র যে উদ্দেশ্যে বসন্তকুমারীর কাছে আসিয়াছিল, তাহা অনেকটা সুসিদ্ধ হওয়ায়, অধিকতর আগ্রহভাবে বলিল, "বল ত মেজ কাকী-মা! এ সব কি প্রাণে সহ্য হয়, আমাদের টাকা নিয়ে উনি মদ খাবেন, লোকের মড়া পোড়াবেন—আর আমরা কিছু বল্‌তে গেলেই অমনি আইন দেখাবে?"

বসন্তকুমারী বলিল, "রেখে দাও তার আইন, আইন সে জানে, আর

আমরা কি জানিনে? তোমার বাবা হাকিম, মেজ কাকা মুনস্থফ, তুমি এ্যাটর্ণি, তোমাদের চেয়ে ত ও আর বেশী আইন বোঝে না।”

প্রফুল্ল। তা ত নয়, তুমি এক কাজ কর, নরেন ও হরেন্দ্র'কে তুমি আর ছোট কাকার কাছে পড়্‌তে পাঠিও না, পড়ে ত ছাই, একটা কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্‌তে পারে না :”

বসন্ত। পড়া বল্‌তে পারে না! সে কি বাবা? তবে স্কুলে প্রাইজ পায় কেমন ক'রে?

প্রফুল্ল। সেটা মাষ্টাররা ছোট কাকার ভয়ে অমনি অমনি পাইয়ে দেয়; তারা যে ছোট কাকাকে ভয় করে।

বসন্ত। ওমা! তাদের আবার ভয় কিসের?

প্রফুল্ল। মাতাল যে, মাতালকে কে না ভয় করে? তারা জানে, প্রাইজ না দিলে ছোট কাকা তাদের রাস্তায় ধ'রে প্রহার দেবে, সেই ভয়ে দুই একখানা বই প্রাইজ দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা রাখে।

বসন্তকুমারী গালে হাত দিয়া বিস্মিতভাবে কহিল, “তাই নাকি? ওমা—কি ঘেন্নার কথা? তুমি ওদের পড়া জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে?”

প্রফুল্লচন্দ্র কস্মিনকালেও হরেন্দ্র ও নরেন্দ্রের পড়া জিজ্ঞাসা করিত না, আজ বসন্তকুমারীর মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য কহিল, “আমি ত প্রায়ই ক'রে থাকি, নরু ও হরে কিছুই পড়া বল্‌তে পারে না।”

বসন্তকুমারী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, “আর সুরেশ?”

প্রফুল্ল বলিল, “সেটাকে পড়ায়—জানে আমি তার পড়া যদি কখনও জিজ্ঞাসা করি, আর সে বল্‌তে না পারে, তা হ'লে আমি সহজে ছাড়্‌ব না—তাই তাকে পড়ায়।”

বসন্তকুমারী বলিল, “আর আমার ছেলেদের বুঝি অমনি অমনি যা তা ক'রে পড়ায়?”

গম্ভীরভাবে প্রফুল্লচন্দ্র কহিল, "আমার ত তাই মনে হয়, তা আমি এর প্রতিকার কর্‌ব।"

বসন্তকুমারী সাগ্রহে কহিল, "তাত কর্‌তেই হবে, কি করা উচিত বল ত বাবা?"

প্রফুল্ল। আমি ছেলেদের জন্য একটা ভাল মাষ্টার রেখে দোব, ছোট কাকার কাছে তাদের আর পড়্‌তে পাঠিও না।

বসন্ত। তার আবার মাহিনা দিতে হবে ত?

প্রফুল্ল। তা না হয় কিছু খরচ হবে, সে ঐ সংসার খরচ হিসাবে যাবে, ছেলেদের ত মানুষ করা চাই?

বসন্ত। তা আবার চাই না? বিদ্বানের ছেলে মূর্খ হ'লে লোকে বল্‌বে কি?

প্রফুল্ল। আর তুমি এ সব কথা বেশ ক'রে গুছিয়ে—ছোট কাকার যত দোষ, মাতলামি কাণ্ড বর্ণনা ক'রে, মেজ কাকাবাবুকে একখানি চিঠী লেখ, মেজ কাকা বাবু এর একটা হেস্ত নেস্ত কর্‌বেনই কর্‌বেন।

এই কথা শুনিয়া বসন্তকুমারী ক্ষণকাল নীরব রহিল, কোনও কথা কহিল না।

প্রফুল্লচন্দ্র বলিল, "চুপ্ ক'রে রৈলে যে মেজ কাকী-মা?"

বসন্তকুমারী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "না—না—একেবারে বিদেশে চিঠী দেবো, তোমার মেজ কাকা যদি আমার উপর রাগ করেন?"

প্রফুল্লচন্দ্র বলিল, "রাগ কর্‌বেন কেন? বরঞ্চ এ সব খবর না জানালে, তিনি তোমার উপর বিরক্ত হবেন।"

বসন্তকুমারী বলিল, "তুমি তাঁকে লেখ না কেন বাবা?"

প্রফুল্ল। আমি ত লিখ্‌বই—তবে আমার আগে তোমারই জানান দরকার, বুঝ্‌লে মেজ কাকী-মা!"

বসন্তকুমারী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা—দেখি।"

প্রফুল্লচন্দ্র বলিল, "দেখি—দেখি ক'রে কালবিলম্ব কর্‌লে চল্‌বে না, যা হয় একটা শীঘ্রই কর। দেখ, মেজ কাকী-মা! ছোট কাকা যদি একা হ'ত, তা হ'লে তার যা খুসী হয় কর্‌লে, আমি আদৌ মাথা ঘামাতেম্ না, সে মর্‌লে পর, আমাদের বিষয় আমরাই পেতেম; কিন্তু তা ত হবে না, "পেমা" রয়েছে, ছোট কাকার অবর্ত্তমানে, সে আমাদের মত বিষয়ের সকল অংশ পাবে।"

বসন্তকুমারী একটু হাসিয়া বলিল, "প্রেমচাঁদের আবার ভরসা, আহা, ছোট বৌ মরবার সময়, তাকে সে তোমার মায়ের হাতে হাতে স'পে দিয়ে গিয়েছে। তার বাপ ত তাকে বড় একটা দেখে না, তবে নতুন বৌ এসে অবধি তাকে সে খুব যত্ন করে।"

প্রফুল্ল। তার বরাতটা ভাল, তাই সে মা হারিয়ে আবার যেন মা পেয়েছে; তা নৈলে কার সৎ-মা আবার সতীনের ছেলেকে অত যত্ন করে।

বসন্ত। সেটা বড় মিছে নয়।

প্রফুল্ল। তাই ত বল্‌ছি, বিষয়টা সে সমানে ভোগ কর্‌বে! এই বেলা থেকে একটা হেস্ত নেস্ত ক'রে নাও। আমি তোমায় একটা চিঠী লিখে দেবো, তুমি সেটা প'ড়ে নিজের হাতে লিখে, মেজ কাকা বাবুকে পাঠিয়ে দাও।

বসন্তকুমারী সহাস্যে বলিল, "দিও ত বাবা, সেই ভাল হবে, আমি মেয়েমানুষ কি লিখ্‌তে কি লিখ্‌ব, তিনি হয় ত বিরক্ত হবেন; তুমি লিখে দিলে ভেবে চিন্তে লিখ্‌তে পার্‌বে।"

"বেশ, আমিই লিখে আন্‌ব।" এই বলিয়া প্রফুল্লচন্দ্র তথা হইতে নিজ কক্ষে প্রস্থান করিল। বসন্তকুমারী শিশু সন্তানের প্রতি চাহিয়া

দেখিল যে, সে আরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর কমনীয় ক্রোড়ে অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। সে আর কিছু না বলিয়া, গৃহস্থিত প্রদীপ নিভাইয়া ধীরে ধীরে কন্যার পার্শ্বে শয়ন করিল; ইহার কিছু পরেই নরেন্দ্র ও হরেন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্রের নিকটে পাঠ সমাপ্ত করিয়া, ছুটী পাইয়া গৃহে আসিল, তখন ঘড়ীতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাতৃসকাশে নবীনচন্দ্র

প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা হইবার পর, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, নবীনচন্দ্র বন্ধুবান্ধবকে বিদায় দিয়া, প্রত্যহ যেরূপ ভ্রাতুস্পুত্রগণের স্কুলের পাঠ বলিয়া দিতেন, আজও সেইরূপ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। নবীনচন্দ্রের চরিত্রে এক মদ্যপান ব্যতীত অপর কোনও দোষ ছিল না; বিদ্যা, বুদ্ধি, কার্য্যতৎপরতা প্রভৃতি গুণ তাঁহার অনন্য সাধারণ ছিল। বিশেষতঃ তিনি মানী গুণী ব্যক্তির মান-মর্য্যাদা অপহরণে কখনও প্রয়াস পাইতেন না, যাঁহার নিকটে তিনি কখনও কিছু মাত্র উপকার পাইতেন, তাঁহার প্রত্যুপকার করিতে নবীনচন্দ্র কখনও ভুলিতেন না।

নবীনচন্দ্র মদ্য পান করিতেন বটে, কিন্তু তাহা বিরলে আপনার বৈঠকখানায় বসিয়া, অপর কোনও স্থানে গিয়া তিনি কখনও মদ্যপান করিতেন না, যাহা পান করিতেন, তাহা নিয়মিত মাত্রানুযায়ী। এমন কি মদ্যপান করিয়া যতক্ষণ তাঁহার দেহে সুরাদেবীর প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিত, ততক্ষণ তিনি নিজের অন্দরমহলেও প্রবেশ করিতেন না। কেন না, জননীকে তিনি সাতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার জননী সুরমাসুন্দরী, পুত্রের এইরূপ ভাব দেখিয়া, নবীনচন্দ্রকে সুরাপান করিতে নিষেধ করেন নাই, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, কীর্ত্তিচন্দ্র স্বয়ং জননীকে নিষেধ করিয়াছিলেম যে, যে নেশা করিতে শিখিয়াছে, তাহাকে বাধা দিতে যাইলে, সে বাধা মানিবে না, তবে যাহাতে অধিক বাড়াবাড়ি না হয়,

সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সুরমাসুন্দরী নবীনচন্দ্রের মদ্যপানের জন্য, কখনও কোন অত্যাচার শুনেন নাই, নিজেও চক্ষে কোন অন্যায় কার্য্য দেখেন নাই। অধিকন্তু নবীনচন্দ্র যে "সৎকার সমিতি"র অধ্যক্ষ হইয়া দীনদুঃখী, ধনী, দুর্ব্বল, উচ্চ নীচ, সকলকে সমান ভাবে শবদাহ-কার্য্যে আবশ্যক মতে সাহায্য করিতেন, ইহাতে তাঁহার সুখ্যাতি দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। তিনি বিশেষ আবশ্যক না হইলে, স্বয়ং শব বহন করিতেন না, তাঁহার আজ্ঞাকারী যথেষ্ট উচ্চ নীচ অনুচর ছিল, কাহাকেও বেতন দিয়া, কাহারও চাকুরীর সংস্থান করিয়া, কাহাকেও বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন, এবং নিজে মান সম্ভ্রম, সুখ দুঃখ জলাঞ্জলি দিয়া সেই সমিতির অধ্যক্ষতা করিতেছেন। নবীনচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় শব-দাহন-কার্য্য বহুকাল হইতে প্রচলিত, এই কার্য্যে সাহায্য করিতে বাঙ্গালীরা যেমন ইতস্ততঃ করিয়া থাকেন, বাঙ্গালার অন্যান্য জাতিরা তেমনটী করেন না।

নবীনচন্দ্রের যখন পত্নী বিয়োগ হয়, তখন তিনি অতি কষ্টে কয়েকটী আত্মীয় সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার অন্তেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়াছিলেন, ইহার পর হইতেই পত্নীবিয়োগ বিধুর নবীনচন্দ্রের প্রাণে "সৎকার-সমিতি" স্থাপনের সঙ্কল্প হয়, কার্য্যে তাহাই পরিণত হইয়াছে। এই "সৎকার সমিতি"র সহিত তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর বিলুপ্ত স্মৃতি বিজড়িত। তাহার অস্তিত্ব সংরক্ষণকল্পে, তিনি বন্ধুবান্ধবদের আগ্রহ ও অনুরোধে মদ্যপানে রত হইয়াছেন ; আর সেই জন্যই আজ তাঁহার হাতে গড়া ভ্রাতুষ্পুত্র, প্রফুল্লচন্দ্রের নিকটে অপমানীত ও বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

প্রফুল্ল নবীনচন্দ্রের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ অবগত আছেন।

অন্যান্য দিনের মত ভ্রাতুষ্পুত্রগণের পাঠ সমাপ্ত হইলে, তাহাদিগকে ছুটী দিলে পর, তাহারা যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। অতঃপর বিশুরাম নামে বেহারা আসিয়া নবীনচন্দ্রকে কহিল, "ছোট বাবু, ঠাকুর-মা আপনাকে খেতে ডাকৃছেন।" নবীনচন্দ্র কহিলেন, "আচ্ছা—যাচ্ছি।"

বিশুরাম বৈঠকখানার দ্বারে বসিল, ক্ষণপরে নবীনচন্দ্র আহারের জন্য মাতৃসকাশে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে; প্রকৃতি বক্ষে শশীর উজ্জ্বল মধুর স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকশিত, বাটীস্থ অন্যান্য ঘরগুলি নীরব নিস্তব্ধ, সকলেই নিদ্রিত, কেবল জাগিয়া বসিয়া রহিয়াছেন সুরমাসুন্দরী। ইনিই নবীনচন্দ্রের জননী, আর তাঁহার অদূরে পালঙ্কের এক পার্শ্বে একটি চারি বৎসরের শিশু ক্রোড়ে অবস্থিতা ষোড়শী যুবতী, ইনি নবীনচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী, সরযূবালা।

নবীনচন্দ্র হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া, আহারে উপবেশন করিলে পর সুরমাসুন্দরী বলিলেন, "তুমি খাও, নূতন বৌ-মা আছে, যদি কিছু দরকার হয়, ব'লো দেবে এখন।" এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

নবীনচন্দ্র নিবিষ্টচিত্তে উপবেশন করিয়া আহার করিতে লাগিলেন। সুরমাসুন্দরী প্রস্থান করিলে পর, সরযূবালা তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিল, খোকা সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আর কি চাই বাবা, মা জিজ্ঞাসা করৃছে?"

নবীনচন্দ্র শিশুর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "কিছু না বাবা।" পার্শ্বে যে অনিন্দ্যসুন্দরী সরযূবালা স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া সতৃষ্ণ নয়নে বসিয়াছিল, সে দিকে নবীনচন্দ্র একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না, তাহার সহিত কোন বাক্যালাপও করিলেন না। এমন প্রত্যহই হয়, ইহা আজ নূতন নহে। নবীনচন্দ্র আহার করিতে আসিলে পর, প্রত্যহই

সুরমাসুন্দরী এইরূপে অন্যত্র গিয়া থাকেন, তিনি মনে করিতেন, তাঁহার অসাক্ষাতে নবীনচন্দ্র নূতন বৌয়ের সহিত কথোপকথন করিবেন, নূতন বৌ-ও ভাবিত, স্বামীকে সন্নিকটে পাইয়া প্রাণ খুলিয়া দু'টো কথা বলিবে, কিন্তু নবীনচন্দ্রের গম্ভীর প্রকৃতি দেখিয়া, সেই যৌবনোন্মুখী সরলা কিশোরীর মুখে বাক্যস্ফুরণ একেবারে রহিত হইয়া যাইত। এমনই করিয়া কত দিন, কত মাস, কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, আজও কাটিয়া গেল, সরযূ দুটো কথা স্বামীকে বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিল না।

নবীনচন্দ্র আহার সমাপ্তে আচমন করিয়া আসিলে পর, সরযূ খোকার হাতে পানের ডিবা দিল, খোকা সাগ্রহে তাহা লইয়া নবীন চন্দ্রের হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, "এই নিন, পান বাবা, মা দিয়েছে। খোকার হাত হইতে তাহা লইয়া, নবীনচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, "যাও— এবার তুমি শুয়ে পড়গে, যাও।"

খোকার নাম প্রেমচাঁদ, সে পিতার হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া বলিল, "আপনি এখানে শোবেন আসুন, ঠাকুর-মা ব'লেছে।"

"না—না—তুমি ঘুমোতে যাও—আমি বৈঠকখানায় যাই।" এই বলিয়া নবীনচন্দ্র গৃহ হইতে বাহিরে আসিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে সুরমাসুন্দরী তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এরই মধ্যে খাওয়া হ'য়ে গেল ?"

নবীনচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তা আবার কি ?"

সুরমাসুন্দরী কহিলেন, "দাঁড়িয়ে কেন, ব'সে দুটো কথাবার্ত্তা বল না, কেবলই কি বৈঠকখানায় থাকতে হয়, আর রাত্রে সেখানে শুতে যেতে হবে না, বৌ-মা এখন বড় হয়েছে, এখনও কি আমি তার কাছে কাছে থাকব ?"

নবীনচন্দ্র কোনও উত্তর দিলেন না, কেবল একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস

ফেলিলেন; এই নিশ্বাসে তাহার হৃদয়ের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট বাহির হইয়া পড়িল। সুরমাসুন্দরী তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "এখনও কি তোমার ছেলেমানুষী গেল না?—নবীন! ও না হয় ছেলেমানুষ ছিল, না বুঝে একটা দোষ ক'রে ফেলেছিল, তার জন্য কি এমন ভাবে প্রতিশোধ নিতে হয়?"

নবীনচন্দ্র নীরবে নতমুখে অবস্থিত রহিলেন। সুরমাসুন্দরী সাগ্রহে ডাকিলেন, "নবীন!"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "কেন মা?"

সুরমাসুন্দরী কহিলেন, "একটু আমার কাছে ব'সো।"

নবীনচন্দ্র কোনও কথা না বলিয়া, গৃহের মেজের উপরে বসিলেন, সুরমাও বসিলেন, প্রেমচাঁদ ঠাকুর মায়ের গলা জড়াইয়া তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিল। সরযূবালা মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া পালঙ্কের একপার্শ্বে গিয়া বসিল!

সুরমাসুন্দরী কহিলেন, "নবীন! তোমার এই উদাস ভাব দেখে আমার বড় কষ্ট হয়, তুমি আমার সন্তান, কীর্ত্তি ও জ্যোতিশ যেমন, তুমিও ত আমার তেমনি বাছা? লেখা পড়া শিখে কেন নিশ্চেষ্টভাবে ব'সে থাকবে বল? কাজ কর্ম্ম কর, সংসারে এরূপ থাকা তোমার সাজে?"

নবীন। কি মন্দ আছি মা? সংসারে সকলেই কি উপায় করে? বড় দাদা ত তোমায় এ কথা ব'লেছিলেন, বড় দাদারই ইচ্ছায় আমি তাঁদের বিষয়-কর্ম্মে নিযুক্ত আছি। আমি প্রাণপণ চেষ্টায় সংসারের কাজ-কর্ম্ম করছি, তাতে আমার কোনও ত্রুটি দেখেছ?

সুরমা। না বাবা!

নবীন। তবে? তবে কেন মা আমি নিশ্চেষ্ট ভাবে ব'সে আছি

ব'লে দোষ দাও ? এই যে দাদাদের সমস্ত বাড়ী ঘর তৈয়ার ক'রে দিয়েছি, এই যে সব জমিদারী কার্য্যের তদারক কর্‌ছি, এ কাজে কোনও কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাক্‌লে, সে কি আমার অপেক্ষা বিশ্বস্ত ও সুদক্ষভাবে কাজ কর্‌ত ?

সুরমা। না—আমার তা পার্‌ত না ব'লেই মনে হয়।

নবীন। তবে—তবে কেন মা আমায় দোষ দাও ?

সুরমাসুন্দরী নবীনচন্দ্রের কথাগুলি শুনিয়া প্রাণে পুলক অনুভব করিলেন, ক্ষণকাল নীরব রহিয়া কি বলিবেন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না।

নবীনচন্দ্র সাগ্রহে বলিলেন, "মা! চুপ ক'রে রৈলে যে ? এ সমস্ত কাজ কি তোমার মনের মত হয় না ? যদি না হ'য়ে থাকে, তা হ'লে বল, আমি তোমার উপদেশ মত কাজ কর্‌ব।"

সুরমাসুন্দরী বলিলেন, "নবীন! তুমি যে কাজে নিযুক্ত আছ, তাহা আমার মতে সর্ব্বথা অনিন্দনীয়, কিন্তু তুমিও আমার সন্তান, ইচ্ছা কর্‌লে তুমিও ত দাদাদের মত উপায় কর্‌তে পার ? তাদের মত একজন মানুষ ব'লে পরিচয় দিতে পার ? প্রাণপণে দাদাদের কার্য্যে নিযুক্ত থেকে, পরের নিন্দার ভাগী হও কেন ? দাদাদের অন্নে প্রতিপালিত, দাদাদের প্রদত্ত অর্থে এখনও তোমার এ দেহ পুষ্ট, এ কথা আমি অপরের মুখে শুন্‌তে পাই কেন ?"

নবীনচন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, "মা! এ কেন'র সদুত্তর আমি তোমায় স্পষ্টরূপে বোঝাতে পারি না; তবে একটা কথা বলি শোন, জীবন-মধ্যাহ্নে, প্রাণে শোক তাপ দগ্ধ হ'য়ে, যখন আমি একেবারে মর্ম্মান্তিক জ্বালায় জর্জ্জরিত হ'য়ে পড়েছিলেম, যখন আমার সংসারের প্রতি স্তরে স্তরে শোক-বহ্নি প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছিল, তখন বড় দাদা আমায় বড়

মধুর আপ্যায়নে, স্নেহ স্নিগ্ধ আচরণে আমায় এই প্রহেলিকাময় সংসার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। পিতৃকুলের শ্রাদ্ধাদি কর্‌বার অধিকার আমার আছে ব'লে, বাৎসরিক পিতৃকার্য্যের ভারার্পণ আমারই উপর ন্যস্ত ক'রেছিলেন ; তাঁর আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে, আমিও এ সকল কাজে আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ ক'রেছি। সে কর্ত্তব্য সাধনে নিজের স্বার্থকে বলি দিয়েছি। দাদারা ও আমি ভিন্ন নই ত মা! তবে তুমি নীচ স্বার্থান্ধ লোকের কথায়, আমায় স্বার্থের সঙ্কীর্ণ পথ দেখাচ্ছ কেন মা? আমরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য কাজ কর্‌ছি, এতে অপরের কথায় বিচলিত হ'ব কেন মা?"

সুরমাসুন্দরী নবীনচন্দ্রের এই সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ে যে ভ্রাতৃভাব কত গভীর, তাহা অনুভব করিয়া সে সম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপন না করিয়া বলিলেন, "বেশ বাবা, তুমি ঐ কাজ উত্তম ব'লে বুঝে থাক, তাই ক'রো। যাক্ ও সব কথা, আজ প্রফুল্লের সঙ্গে কি হ'য়েছিল?"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "প্রফুল্লের সঙ্গে? মা, সে বোধ হয় আমি মাতাল ব'লে তোমার কাছে আমার নিন্দা ক'রেছে? আর তাতে তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছ?"

সুরমা। হাঁ, কতকটা তাই বটে।

নবীন। মা! আমি এ জীবনে যা করি, তা তোমার কাছে কখনও গোপন রাখি না, সাক্ষাৎ ঈশ্বরী স্বরূপিণী তুমি, তোমার শ্রীপদে আমার যেন বিশ্বাস ও ভক্তি অটুট থাকে। তুমি ত জান মা, তোমাদের নূতন বৌয়ের সেই বাল্য স্বভাবজনিত ব্যবহারে, বিরক্তিপ্রণোদিতচিত্তে, ঘোরান্ধকারময়ী যামিনীতে সেই মুখুয্যেদের মড়া পোড়াতে গিয়ে, তাহাদিগের অনুরোধে সর্ব্ব প্রথম আমি মদ্যপান করেছিলেম, সেই মদ্য

খানে আমি অচেতন হ'য়ে ক্ষণকালের জন্য শোক, তাপ, বিরক্তির ভাব আমার হৃদয় হ'তে তিরোহিত হয়েছিল। তারপর আমি "সৎকার-সমিতি" প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই, সেই একাগ্রতার ফলে সে সমিতি আমার অধ্যক্ষতায় আজ বহুদিন হ'তে পরিচালিত ;—আর আমিও সেই সংশ্রবে থেকে মদ্যপানে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছি।

সুরমা। আর সেই জন্য তুমি আজ মাতাল ব'লে দশের কাছে পরিচিত।

"কি কর্‌ব মা! যা ক'রেছি, তার ত আর উপায় নাই; তবে এটা তোমায় বলি যে, আমি মদ খাই বটে, কিন্তু মদে আমায় খায় না। তুমি আমায় মাতাল বল্‌লে দুঃখিত হ'য়ো না, জেনো মা! আমি তোমারই সন্তান,—মাতাল ব'লে আমার জন্য তোমাদের উচ্চশির কখনও হেঁট হ'বে না। আমি মদ খেলে মা! তাল লয় সুরে প্রাণ বেঁধে সৎকার্য্যে প্রণোদিত হই। প্রফুল্ল বাঁদর বৈত নয়, সে আমার প্রাণের ভাব বুঝ্‌বে না; তার শত অপরাধ আমার কাছে মার্জ্জনীয়।" এই বলিয়া নবীন-চন্দ্র বৈঠকখানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সুরমাসুন্দরীর ক্রোড়ে প্রেমচাঁদ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, নবীনচন্দ্র প্রস্থান করিলে তিনি বলিলেন, "বৌ-মা" খোকাকে শুইয়ে দাও।"

সরযূবালা সত্বর উঠিয়া শাশুড়ীর ক্রোড় হইতে প্রেমচাঁদকে লইয়া শয্যায় শয়ন করাইল; তারপর গৃহের উজ্জ্বল দীপ নিভাইয়া, শাশুড়ীর পার্শ্বে গিয়া সে শয়ন করিল।

প্রফুল্লচন্দ্র অতি সন্তর্পণে নবীনচন্দ্র ও সুরমাসুন্দরীর কথা বাহির হইতে গোপনে অবস্থান করিয়া শুনিতেছিল, সে নবীনচন্দ্রের মুখে "বাঁদর" বিশেষণ শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিল, মনে মনে বলিল, "আচ্ছা—এই বাঁদরই একদিন তোমার এ সোণার লঙ্কার বসবাস ঘুচাইতে পারে কিনা দেখিব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সরযূবালা (বৌ-মা)

সুরমাসুন্দরী নূতন বৌয়ের কাছে শয়ন করিলে পরই, নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন ; সে রাত্রে নানাবিধ চিন্তা-তরঙ্গে ভাসমানা হইয়া সরযূবালার আর নিদ্রা আসিল না। সে ভাবিতে লাগিল, "হায়, কেন আমি সে দিন স্বামীর অমতে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম ? তিনি আমায় বার বার নিষেধ করিলেও, মায়ের আগ্রহাতিশয্যে আমি পিত্রালয়ে যাই, তথা হইতে ফিরিয়া আসিলে, তিনি আর আমার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, সে আজ বহুদিনের কথা, তখন আমি জানিতাম না, স্বামী রমণীর কি অপরূপ উপাস্যদেবতা। তারপর পাঁচ বৎসরকাল চলিয়া গিয়াছে, আমার সেই এক দিনের ব্যবহারে আজও তিনি আমার উপর বিরক্ত, আমার জন্যই তিনি মদ্যপানে অভ্যস্ত হইয়াছেন। হায় ! কেন আমি তাঁহার এ অধঃপতনের পথ পরিস্কৃত করিয়াছিলাম ? যাহা করিয়াছি, তাহার ত আর উপায় নাই, তবে আমি জীবনের অবশিষ্ট কাল এইরূপে স্বামীর সোহাগে বঞ্চিতা রহিব ? কখনও কি স্বামীর সুখ-শান্তি প্রীতি পরিবর্দ্ধন করিতে সক্ষম হইব না ? দোষ কাহার ? আমার—না আমার অদৃষ্টের ? হায় ! কি অদৃষ্ট লইয়াই আমি এ সংসারে আসিয়াছি। রমণীর যে সর্ব্বসুখময় আকর স্বামী—তাহা আমার হস্তগত হইয়াও, আমার কর্ম্মদোষে বিরূপ হইয়া গেলেন ? তিনি ত ছিলেন না এমন। একদিন তাঁহার প্রতিভা-রশ্মিতে যে আলোকমালা বিকশিত হইয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল দীপ্তি সকলের প্রাণে প্রাণে এখনও অনুভূত হইয়া থাকে।

তাঁহার সে প্রতিভা-রবি আমার ন্যায় ঘোরঘন কাদম্বিনীর সংস্পর্শে বিমলিন হইয়াছে। মন দৃঢ় হ'ও, অপমান নির্য্যাতন বুক পেতে সহ্য কর! স্বামীই রমণীর গতি,—ঈশ্বরের অসীম অনন্তরূপে রমণীর সসীম রূপ স্বামী সৃষ্টি। জগতীতলে আমি এ হেন স্বামী লাভ করিয়াও, তাঁহার বিরাগের পাত্রী হইয়াছি? ধিক্ আমার রমণী জন্মে! ধিক আমার কর্ম্মে! কিন্তু আমিও রমণী, আমারও প্রাণ আছে, প্রতি শিরায় শিরায় এ দেহে মঙ্গলময়ী সর্ব্বমঙ্গলার রক্তধারা প্রবাহিত, রমণী সেই বিশ্বজননী সর্ব্বার্থ-সাধিকার অংশ সম্ভূতা। আমিও এমন কর্ম্মে নিযুক্তা রহিব, যাহার সুখময় ফলে একদিন না একদিন, তিনি আমার প্রতি বিরাগ ভুলিয়া অনুরাগ নেত্রে চাহিয়া থাকিবেন। মা, অন্নদে! সে আনন্দের দিন আমার ক'বে হ'বে মা?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সরযূবালা শয্যায় শয়নাবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া প্রেমচাঁদকে কাছে টানিয়া লইল।

সরল শিশু তখন বিরামদায়িনী শান্তিময়ী নিদ্রার মোহনীর স্পর্শে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল, সরযূবালা তাহার বক্ষে নিজ হস্ত স্থাপন করিয়া ভাবিল, "এই শিশু আমার সপত্নীপুত্র, কিন্তু এ আমায় আপনার মা বলিয়াই জানে, ছয় মাসকাল বয়স হইতে আমি ইহার লালন পালনের ভার লইয়াছি। সে আমারই স্নেহে দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত; আমি সুখ শান্তি প্রীতি ধারা ঢালিয়া এই শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিব। পুত্র পিতার আত্মজ; কর্ম্ম দোষে আমি স্বামীর বিরাগ ভাজন হইয়াছি, যাহাতে তাঁহার আত্মজের প্রাণে প্রাণে কখনও মাতার অভাব অনুভব না হয়, সে বিষয়ে সর্ব্বথা প্রয়াস পাইব। এই শিশুই আমার স্বামীর সুদূর ভরসা, মাতৃমন্ত্রে ইহাকে জাগাইয়া তুলিব।"

এইরূপ অবিরাম চিন্তা তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে, সরযূবালা ক্লান্তি অনুভব করিয়া নিদ্রাদেবীর মোহনীয় স্পর্শে অভিভূতা হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হেমন্তকুমারী

প্রফুল্লচন্দ্র বসন্তকুমারীর সহিত পরামর্শ করিয়া, ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি পত্র খুল্লতাতের বিরুদ্ধে, পিতৃ সমীপে ও বসন্তকুমারী দেবরের বিপক্ষে স্বামীর সকাশে ডাকযোগে পাঠাইয়াছিল। বসন্তকুমারী স্বামীকে যাহা যাহা লিখিয়াছিল, তাহা প্রফুল্লের উপদেশ মতে। প্রফুল্লচন্দ্র এ্যাটর্ণির কূট তর্কে, যতদূর দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একাংশকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া নানারূপ দুরভিসন্ধি যোগে পত্রে বর্ণিত করিয়াছিল। বসন্তকুমারীর নিজের ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান অতি অল্পই ছিল, সে প্রফুল্লকে অত্যন্ত হিতৈষী ভাবিয়া, তাহারই প্ররোচনায় এই কার্য্য সাধন করিয়াছিল। নবীনচন্দ্র বা বাটীর অপর কেহ এ সকল বিষয় অবগত ছিল না। মানুষ স্বার্থের দাস, স্বার্থ লইয়াই সকলে ব্যস্ত। বসন্তকুমারী প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে বুঝিয়াছিল যে, নবীনচন্দ্র মাসিক সংসার খরচের অর্থরাশি নিজ হস্তে প্রাপ্ত হওয়ায়, সে সেই সকল টাকা হইতে নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমা রাখিতেছে, তাহার সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার ভার লইয়াও, তাহাতে অবহেলা করিয়া তাহাদিগকে এক একটী হস্তী মূর্খ করিয়া তুলিতেছে। এই দুই কারণে, সে মনে মনে নবীনচন্দ্রের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহার হস্ত হইতে সংসারের কর্ত্তৃত্বভার, যাহাতে প্রফুল্লচন্দ্রের হস্তে পড়ে, এইজন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিদিন তাহার পিতা ও মধ্যম খুল্লতাতের নিকট হইতে

উত্তরের প্রতিক্ষায় থাকিত, কিন্তু একমাসের মধ্যে নবীনের বিপক্ষে তিন চারিখানি পত্র দিয়াও, কোনও উত্তর না পাওয়ায়, তাহারা উভয়েই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা যে পত্র পাঠাইতেন, তাহা নবীন চন্দ্রের নামে, প্রতিমাসে কীর্ত্তিচন্দ্র যেরূপ সংসার খরচের টাকা মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতেন, বসন্তকুমারী ও প্রফুল্লচন্দ্রের পত্র পাইয়াও এ মাসে তিনি পূর্ব্ববৎই পাঠাইয়াছিলেন, এবং যে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে কোনও কথার উল্লেখ ছিল না।

আজ প্রফুল্লচন্দ্র হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া, জলযোগ করিয়া তাহার মেজ কাকীমা'র কাছে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন ছেলেরা সব নবীনচন্দ্রের নিকটে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতেছিল। প্রফুল্লচন্দ্র তাহার জননীর মনোভাব বুঝিয়াছিল, এবং সে যে কখনও নবীন ও সুরমাসুন্দরীর বিপক্ষে কোনও কথা লিখিতে প্রয়াস পাইবে না, ইহা ভাবিয়া প্রফুল্ল তাহার মেজ কাকী-মাকে বিশেষ ভাবে উত্তেজিতা করিয়াছিল। এইজন্য সে ছেলেদের লেখা পড়া বলিয়া দিতে, ছোট মেয়েটীকে কোলে লইতে তথায় একটু বেশী যাতায়াত করিতেছিল। প্রফুল্লচন্দ্র আজ সেখানে গিয়া দেখিল যে, বসন্তকুমারী গৃহের মেঝেয় নিদ্রিতা কন্যার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া একখানি পত্র পাঠ করিতেছে, তাহা দেখিয়া সে সাগ্রহে কহিল, "মেজ কাকা বাবুর চিঠি এসেছে না কি কাকী-মা?"

বসন্তকুমারী কহিল, "হাঁ, বাবা! এতে লিখেছেন যে, বড়্ ঠাকুরের উপদেশ মতে তিনি বৌ-মা ও নূতন বৌয়ের জন্য নূতন ধরেণের "নেক্‌লেস" পাঠাচ্ছেন, যদি আমাদের পছন্দ হয়, তাহ'লে দিদির ও আমার তৈয়ার ক'রে দিবেন।"

প্রফুল্লচন্দ্র পালঙ্কের এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, "এই—আর কিছু নয়?"

"আর সেই সব সাবেক উপদেশ ; ছোট ঠাকুরপো'কে যেমন টাকা পাঠাতেন, এ মাসেও বড়ঠাকুর তেমনি টাকা পাঠিয়েছেন, আমরা যে কথা লিখেছিলেম, তার কোনও উত্তর নাই—এই দেখ না।" ইহা বলিয়া বসন্তকুমারী সেই পত্রখানি প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রদান করিল।

পত্রপাঠান্তে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রফুল্লচন্দ্র বলিল, "তাই ত, —মেজ কাকা বাবু একবার ছেলেগুলোর অবস্থা ভাবলেন না, লেখা পড়া না শিখলে এর পরে কি হবে বল ত মেজ কাকী-মা? আর এই যে গহনা পাঠান হয়—ওতেই ত ছোট কাকার স্পর্দ্ধা বাড়ে।"

বসন্ত। মিথ্যে নয়—তাঁদের কি একটুও বুদ্ধি নাই,—কি জানি মা, তাঁরা কি ক'রেই রোজগার করেন। তুমি লেখ ত বাবা! আর একখানা চিঠি, এইবার সব স্পষ্ট ক'রে খুলে লেখো, আমি অন্যায় দেখতে পারি না। উনি নেবেন মাসের মাস টাকা, আর আমার ছেলেরা হবে মুখ্যু।

"আচ্ছা, আজ আমি আর এক খানা চিঠি লিখ্‌ব, তার উত্তর না আসে আমি নিজেই একটা ব্যবস্থা কর্‌ব।" এই বলিয়া প্রফুল্লচন্দ্র প্রস্থানোদ্যত হইতেছে, এমন সময়ে তথায় হেমন্তকুমারী আসিয়া উপস্থিত হইল।

হেমন্তকুমারী আজ কাল প্রফুল্লচন্দ্রের ঘন ঘন মেজ কাকীর নিকটে যাতায়াত লক্ষ্য করিতেছিল, উপস্থিত তাহাকে তথায় দেখিয়া কহিল, "এখন—এখানে কি মনে ক'রে প্রফুল্ল?"

কথাটা শুনিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল, কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া কহিল, "একটা বিশেষ দরকার ছিল,—তাই জানতে এসেছি।"

হেমন্ত। খাওয়া দাওয়া হয় নি? যাও, ঠাকুর মা খেতে ডাকছিলেন।

"এখন—এখানে কি মনে ক'রে প্রফুল্ল?"

[বৌ-মা—৩৮পৃঃ

"এই যাই।" বলিয়া প্রফুল্লচন্দ্র তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অতঃপর হেমন্তকুমারী বসন্তের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিল, "কি কথা হচ্ছিল, মেজ-বৌ?"

বসন্তকুমারী বড় বৌকে একটু ভয় ও ভক্তি করিত, সে ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি তাকাইয়া বলিল, "না—না—এমন কিছু কথা নয়—তবে প্রফুল্ল বল্‌ছিল যে, নেক্‌লেস দু'জনের তৈয়ার ক'রে পাঠান হয়েছে, তোমার আমার ত কিছুই পাঠান নাই।"

হেমন্ত। তা—তাঁরা যেমন ভাল বুঝেছেন, সেই রকম ক'রেছেন, তার উপর ওর কথা কহা কেন?

বসন্ত। ও বলে—নতুন বোয়ের গহনা তৈয়ার হচ্ছে আমাদের টাকা থেকে, এতে ছোট ঠাকুরপো'কে আস্‌কারা দেওয়া হয়।

হেমন্ত। তুমি কি বল্‌লে?

বসন্ত। আমি আর কি বল্‌ব—চুপ ক'রে শুনুনু—যা বল্‌লে। তা দিদি ওর কথাটা মিছে নয়—ও ছেলে মানুষ বটে, কিন্তু যা বল্‌ছে সেটা মিথ্যে নয়।"

হেমন্ত। কোন্‌টা?

বসন্ত। এই আমাদের টাকা নষ্ট ক'রে নতুন বৌয়ের গহনা হচ্ছে, ছোট ঠাকুরপো'কে মাসে মাসে টাকা খরচ কর্‌তে দেওয়া হয়।

হেমন্ত। এ সব কথা কি প্রফুল্ল তোমায় বল্‌ছিল?

বসন্ত। না—না—ও বলবে কেন? আমার ত চোক্ আছে, আমি দেখ্‌তে পাই ত সব।

হেমন্তকুমারী এতক্ষণে বুঝিল যে, আজকাল মেজ বৌয়ের সহিত প্রফুল্লচন্দ্র এ সকল বিষয় লইয়া বেশ একটা আলোচনা করিতেছে, সে যে তাহার এই সকল কথায় কাণ দেয় নাই—সেইজন্য তাহাকে আর কিছু না বলিয়া সে

মেজ কাকীকে এ সকল বিষয় বলিয়াছে, এবং মেজ বৌও তাহার মতে মত দিয়াছে। এই সকল ভাবিয়া সে বসন্তকুমারীকে বলিল, "মেজ বৌ! প্রফুল্ল ছেলে মানুষ ; সে বোঝে না, কিসে কি হয়। তুমি আমায় আজ যে কথা বল্‌লে, এ কথা আর যেন কেউ শোনে না, বিশেষতঃ মা,— তিনি এ সব কথা শুন্‌লে কত দুঃখ কর্‌বেন, তাঁর চোখে জল পড়্‌বে, তাতে আমাদের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হবে না।"

মেজ বৌ চুপ করিয়া রহিল।

হেমন্তকুমারী বলিতে লাগিল, "আর তুমি যে নতুন বৌয়ের গহনার কথা বল্‌লে, তাতে তার উপর আমাদের হিংসা, দ্বেষ, রাগ করা যায় কি? আহা, তাকে গহনা তৈয়ার ক'রে দেওয়া যায়, স সব সে একদিনের জন্য পরে না, তাকে দেখ্‌লে আমার বড় দুঃখ হয়। এতদিন সে এখানে আছে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে একদিনও মন খুলে আলাপ হয় না।"

বসন্তকুমারী কহিল, "তা আর আমরা কি কর্‌ব বল দিদি! তার স্বামী মদ ভাঙ খেয়ে প'ড়ে থাকৃবে—ঘরে আস্‌বে না, সে ওর কপাল।"

হেমন্ত। তা ঠিক, যার কপাল মন্দ, তার উপর আমরা মন্দ ব্যবহার কর্‌লে সে দাঁড়ায় কোথা ব'ল? সেই জন্য অনেক বুঝে সুজে তাঁরা আমাদের চেয়েও নতুন বৌকে যত্ন কর্‌তে মাকে ব'লে দিয়েছেন, আর ছোট ঠাকুরপো'র যাতে মনে কষ্ট হয়, এরূপ কাজ কর্‌তে আমাদের নিষেধ ক'রেছেন।

বসন্ত। কিন্তু দিদি, ঠাকুরপো'র মাতলামি দিন দিন বেড়ে উঠ্‌ছে তা দেখেছ।

হেমন্ত। আমি ত তা দেখ্‌তে পাই না।

বসন্ত। না—এই সেদিন মদ্‌ খেয়ে প্রফুল্লের সঙ্গে কি ঝগড়টাই করেছিল? আহা বাছার তাতে বড় দুঃখ হয়েছে।

হেমন্ত। সে দোষ প্রফুল্লের—সে ওদিকে না গেলেই ত হ’ত।

বসন্তকুমারী এবার হাত মুখ নাড়িয়া বলিল, “দিদি যে কি বল, তার ঠিক নাই, ও মাতলামি করবে আর সে দাঁড়িয়ে দেখবে? প্রফুল্ল ত আর ছেলে মানুষটী নয়; রক্ত মাংসের দেহে মানুষের ও সব সহ্য হয় না।”

হেমন্তকুমারী গম্ভীর ভাবে বলিল, “মেজ বৌ, শোন, তুমি আমার ছোট বোনের মত, একটী কথা বলি মনে রেখো যে, ওঁদের ভাই—ভাই-ই থাকবে, স্নেহের টান—মমতার বন্ধন—সহজে শিথিল হবার নয়। কথাটা থেকে যাবে, তোমার আমার; আমরা মাঝের লোক—এইটী সর্ব্বদা মনে ক’রো।”

তাহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে তথায় সরযূবালা আসিয়া কহিল, “দিদি তোমাদের মা খেতে ডাকছেন।”

“চল যাই।” বলিয়া হেমন্তকুমারী উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মেজ বৌ উঠিবার উপক্রম করিলে, তাহার পার্শ্বে শায়িতা কন্যাটী কাঁদিয়া উঠিল।

সরযূবালা তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে লইল। হেমন্তকুমারী বলিল—“তোমার খাওয়া হয়েছে?”

সরযূ একটু হাস্য করিয়া বলিল, “না—আমি একে নিয়ে থাকি—তোমরা খাওগে, আমি পরে খাব এখন।”

হেমন্তকুমারী বলিল, “বৌ-মা কোথায়?”

সরযূ বলিল, “সে খাচ্ছে—মা তোমাদের ডাকছেন।”

হেমন্ত ও বসন্তকুমারী উঠিয়া গেল, সরযূ কন্যাটীকে বক্ষে লইয়া তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পত্রাবলী

আহারাদি সমাপন করিয়া, প্রফুল্লচন্দ্র আপন শয়ন কক্ষে আসিয়া এক খানি ইজি চেয়ারে বসিয়া, কতকগুলি পত্র অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে লাগিল, তখন গৃহ মধ্যে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল। এক একখানি করিয়া পত্রগুলি পাঠান্তে, মস্যাধার লেখনী ও কাগজ আনিয়া, সে একখানি পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। অনেক চিন্তা ও গবেষণার পর, লেখা সমাপ্ত করিয়া পত্রখানি পড়িতে লাগিল, তাহার ভাবার্থ এই,—

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ স্বামী—

শ্রীচরণ কমলেষু—

সবিনয় নিবেদন,

ইতিপূর্ব্বে আপনাকে আমি কয়েক খানি পত্র দিয়াছিলাম, আজ পর্য্যন্ত সে সকল পত্রের কোনও উত্তর পাই নাই। আপনার প্রেরিত "নেক্‌লেস" ও একখানি পত্র পাইয়াছি, নেক্‌লেস বৌ-মায়ের বেশ পছন্দ হইয়াছে; নতুন বৌয়ের তেমন হয় নাই, তাহাকে যাহাই দেওয়া যায়, বড় একটা পছন্দ হয় না, আর সে সকল গহনা সে আদৌ পরে না। আমাদের শত অনুরোধেও না, তাহার ভাব বোঝা দায়। যাক্, আমি যে ছোট ঠাকুরপো'র কথা আপনাকে কয়েক খানি পত্রে জানাইয়াছিলাম, আপনি সে সম্বন্ধে কি বিবেচনা করিতেছেন? যেরূপ ঘটনা ঘটন সংসারে হইতেছে, আপনি সুদূর বিদেশে থাকিলেও সে সকল আপনাকে

জানান আবশ্যক বলিয়াই আমি জানাইতেছি, শীঘ্র ইহার প্রতিকার না করিলে, ভবিষ্যতে আমাদের মহা অনিষ্ট হইবে। ছেলেদের—বিশেষতঃ আমার ছেলে দু'টীর লেখাপড়া আদৌ হইতেছে না। ছোট ঠাকুরপো মগুপানেই আজ কাল সদাসর্ব্বদা বিভোর থাকে, রাত্রে ঘরে থাকে না। সংসার খরচের টাকা অনেক রকমে অপব্যয় করিতেছে। শাশুড়ী এ সকল দেখিয়াও দেখিতেছেন না। আপনি বিদেশে, এ সব কিছুই জানেন না বলিয়াই আপনাকে জানাইতেছি। প্রফুল্ল এ সকল বিষয় ছোট ঠাকুরপো'কে একদিন বলাতে, সে মহা বিভ্রাট ঘটাইয়াছিল। প্রফুল্ল শান্ত, ধীর তাই তাহার অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু এই রূপ করিলে প্রফুল্ল কয়দিন নীরবে থাকিবে? তাই আপনাকে আমি সকল কথা জানাইতেছি, এ সম্বন্ধে আপনি বিবেচনা করিবেন।

ছোট ঠাকুরপো'র খরচ বন্ধ করিয়া দিলে, তাহার মগুপান কম হইবে, সংসার খরচ প্রফুল্লের নিকটে থাকিলে অনেক অপব্যয়ও কম হইতে পারে। আমরা সকলে ভাল আছি, আমাদের প্রণাম জানিবেন। অধিক আর কি লিখিব, সত্বর এই পত্রের উত্তর দিবেন, অপেক্ষায় রহিলাম।

আপনার সেবিকা
বসন্ত—

প্রফুল্লচন্দ্র পত্রখানি পাঠ করিয়া ভাবিতে লাগিল, "এবার দেখি, এ পত্রের উত্তর আসে কি না, না আসে—মেজ কাকী-মাকে বুঝাইয়া মাষ্টার আমিই নিযুক্ত করিব, তারপর ধীরে ধীরে ছোট কাকার হস্তে খরচপত্র না রাখিয়া, আমিই সে ভার গ্রহণ করিব। আমার সহিত সেদিন সে যেরূপ আচরণ করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ দিব। এ্যাটর্ণির চাল

কিরূপ একদিন তখন সে বুঝিবে,—সে দিন এ্যাটর্ণি বলিয়া আমায় বড় উপেক্ষা করিয়াছিল।”

এই সময়ে তথায় চারুবালা আসিয়া উপস্থিত হইল।

দেখিয়া প্রফুল্লচন্দ্র শশব্যস্তে পত্রগুলি আপন হস্তগত করিয়া লইল, এবং স্মিতহাস্যে কহিল, “কি, এতক্ষণে তোমার খাওয়া হ’ল ?”

চারুবালা তাহার সেই চেয়ারের তলে বসিয়া বলিল, “না—খাওয়া হয়েছে অনেকক্ষণ, একটু গল্প শুন্‌ছিলুম।”

প্রফুল্ল। কোথায় ?

চারু। এই ছোট খুড়্‌শীসের কাছে।

প্রফুল্ল। সে আবার গল্প জানে না কি ?

চারু। খুব—সে আমায় বড় ভালবাসে।

প্রফুল্ল। আমার চেয়ে ?

এবার চারুবালা এক গাল হাসিয়া তাহার ক্রোড়ে মুখ লুকাইল।

প্রফুল্লচন্দ্র তাহাকে বাহু যুগলে বেষ্টন করিতে যাইবে, এমন সময়ে তাহার লিখিত সেই পত্র খানি ভূপতিত হইল।

চারুবালা তাহা উঠাইয়া লইল। প্রফুল্লচন্দ্র ক্ষিপ্রতা সহকারে তাহার হস্ত হইতে তাহা কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিলে, সেখানি দ্বিখণ্ডিত হইল।

একখণ্ড রহিল চারুবালার হস্তে, অপর খণ্ড প্রফুল্লের, যে খণ্ড চারুবালার কাছে ছিল, প্রফুল্ল তাহা লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, চারুবালা কহিল, “এ যে বাঙ্গালা লেখা, দাঁড়াও প’ড়ে দেখি।” এই বলিয়া তাহা পাঠোদ্যতা হইলে, প্রফুল্লচন্দ্র তাহা সজোরে ছিনাইয়া লইল, ইহাতেও চারুবালার হস্তে এক টুক্‌রা রহিয়া গেল! তাহাতে লেখা ছিল, “আপনার সেবিকা—বস”—এইটুকু পড়িয়া চারুবালা তাহা ফেলিয়া দিল।

প্রফুল্লচন্দ্র সাগ্রহে তাহা তুলিয়া লইল।

চারুবালা এবার মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল,—"ওটা কি চিঠি—দেখি?"

প্রফুল্ল। না—এ দেখাবার নয়।

চারু। কেন?

প্রফুল্ল। গোপনীয়—তোমায় দেখাবার নয়।

চারু। কি এমন তোমার গোপনীয় পত্র—যেটা তুমি আমায় দেখাতে ভয় পাও, তা হ'লে ওটা তোমার পাপের কাণ্ড?

প্রফুল্ল। কিসে জান্‌লে এটা পাপের কাণ্ড?

চারু। তুমি আমার কাছে ওটা প্রকাশ কর্‌লে না ব'লে। আমায় মা একদিন বলেছিলেন যে, স্ত্রীর—স্বামীর কাছে কিছুই গোপনীয় রাখিবার নাই, স্বামীরও—স্ত্রীর কাছে তদ্রুপ, যাহা কিছু গোপন করা যায়, সেটা পাপের কাজ।

কথাটা শুনিয়া প্রফুল্লের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কিয়ৎক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে চারুবালার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

চারুবালা সহাস্যে কহিল, "দেখ্‌ছ কি?"

প্রফুল্ল। দেখ্‌ছি—তৈয়ারি হ'য়েছ বেশ!

চারু। কেনই বা হ'ব না, মা আমায় কত ভালবাসেন, তাঁর ছেলে তুমি, অল্প বয়সে এ্যাটর্ণি হ'য়ে লোকের কাছে সুখ্যাতি পেয়েছ, আমিও ত তাঁরই ছেলের বৌ, আমিই বা ভালরূপে তৈয়ার না হ'ব কেন?

প্রফুল্ল। তা বেশ, এখন শোওগে—রাত হয়েছে।

চারু। তুমি শোবে না? তোমারও ত রাত হয়েছে।

প্রফুল্ল। আমার একটু দেরি আছে, হাতের কাজগুলো সব ঠিক কর্‌তে হবে—অফিসের অনেক কাজ।

শুনিয়া চারুবালা তাহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বলিল, "ও বুঝি অফিসের কাজ?—কৈ দেখি?"

প্রফুল্লচন্দ্র সে পত্রখানি পিছনে রাখিয়া চারুবালাকে দুই হস্তে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "যাও—এ সব তোমার দেখ্বার নয়—একটু গোপনীয় বিষয় বল্ছি।"

চারুবালা মুখভার করিয়া বলিল, "আমার দেখ্তে বড় ইচ্ছা হচ্ছে।"

প্রফুল্ল। সে ইচ্ছা ত্যাগ কর।

চারু। কেন? এমন কি অফিসের গোপনীয় কাজ যে, আমায় দেখাতে তুমি ভয় পাও?

প্রফুল্ল। আছে কিছু—আমার উপদেশে তুমি এটা দেখ্বার বাসনা ত্যাগ কর।

"তথাস্তু", বলিয়া গম্ভীর মুখে চারুবালা তথা হইতে চলিয়া গিয়া শয্যায় শয়ন করিল, প্রফুল্লচন্দ্র হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

অতঃপর কিছুক্ষণ একখানি পুস্তক পাঠে কালাতিপাত করিয়া, প্রফুল্লচন্দ্র যখন দেখিল যে, চারুবালার আর কোনও সাড়া শব্দ নাই, সে নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছে, তখন সে একখানি পত্র তাহার পিতৃসমীপে লিখিতে মনস্থ করিল, তাহার সম্মুখেই মস্যাধার ও লেখনী ছিল, তাহা আরও একটু টানিয়া লইয়া দু' এক ছত্র লিখিল, তারপর তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল, হৃদয়ের স্পন্দন বাড়িয়া উঠিল, লেখনী রাখিতে গিয়া, মস্যাধার পড়িয়া গেল, যেটুকু লিখিয়াছিল, তাহা মসালিপ্ত হওয়ায় বিকৃত হইয়া পড়িল।

তড়িতপদে উঠিয়া ব্লটিং সংযোগে কালিটা ছাপিয়া লইল, আর একখানি কাগজ লইয়া অধিকতর আগ্রহ ভরে আবার পত্র লিখিতে বসিল, তাহার ভাবার্থ এই,—

শ্রদ্ধাস্পদ পিতাঠাকুর মহোদয়

শ্রীচরণ কমলেষু—

শত কোটি প্রণাম জানিবেন,

পরে আপনাকে ইতিপূর্ব্বে কয়েকখানি পত্র দিয়াছিলাম, এ যাবত তাহার কোনও উত্তর পাই নাই, বোধ হয় আপনি সময়াভাবে তাহা পাঠ করেন নাই, কিন্তু আপনার এ সংসারের সমস্ত জানা আবশ্যক, সেই জন্য আবার এ খানিও লিখিলাম।

এখানে ছোট কাকার উপদ্রব দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে, সর্ব্বদাই সুরাপানে উন্মত্ত, সংসার খরচ কিসে অল্প ব্যয়ে সুশৃঙ্খলে সমাধা হয়, সে বিষয়ে একেবারে উদাসীন। ছেলেদের পড়া শুনাও তেমন হয় না।

ঠাকুর মাতা ছোট কাকাকে অতিরিক্ত স্নেহ করেন, তাঁহার সমস্ত কার্য্যে প্রশ্রয় দেন, সেইজন্যই ছোট কাকা এতটা বাড়িতেছে।

আমি তাহার কুকার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিলে, ঠাকুর মা আমারই দোষ দেন—ছোট কাকাও বিরক্ত হয়। আমার মা'কে এ সকল কথা বলিলে, তিনি কিছুই কাণে তোলেন না, ঠাকুর মাকে তাঁহার বড় ভয়।

মেজ কাকী-মা এ সকল লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহার ছেলেদের লেখা পড়া হইতেছে না বলিয়া তিনি আপনাকে জানাইতে বলিয়াছেন। মেজ কাকা বাবুকেও বোধ হয় তিনি লিখিয়াছেন। এক্ষণে আপনি একটা ইহার প্রতিকার করিবেন।

আমরা সকলে ভাল আছি, আপনি কেমন আছেন, জানাইয়া সুখী করিবেন।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী আপনার

প্রফুল্ল।

পুঃ—ছোট কাকা মদ খাইয়া সমস্ত দিন বৈঠকখানায় পড়িয়া থাকে, রাত্রেও ঘরে আসে না। আহারাদি করিয়া বৈঠকখানায় চলিয়া যায়।

প্রফুল্ল।

পত্র লিখিয়া প্রফুল্ল যথাবিধি খামে বন্ধ করিয়া সেগুলি আপনার দেরাজে তুলিয়া রাখিল, তারপর শয্যায় শয়ন করিয়া চারুবালাকে ডাকিল, তখন তাহার কোনও শব্দ পাওয়া গেল না; সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

ভবতারণ ভট্টাচার্য্য

উষার প্রাক্‌কাল, তখনও সুধাংশুর ক্ষীণোজ্জ্বল আভা ধরাবক্ষে প্রতিভাত হইতেছে, বিহঙ্গমকুল স্ব স্ব নীড়ত্যাগ করিবার জন্য সমুচ্চ বৃক্ষ রাজি শীর্ষে বসিয়া এদিক ওদিক দৃষ্টি চালনা করিতেছে; মলয় পবন, কুসুমের সুবাস লইয়া দিগ্‌দিগন্তে মৃদুমন্দ গতিতে ছুটাছুটি করিতেছে। সরোবরে কমলিনী সতী, নিশির শিশির সিক্ত-ভয়-বিমুক্ত চিত্তে, সহাস্য আননে তপনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। একের অবসান, অপরের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া, জীবজন্তুগণ পূর্ণোদ্যমে আপনাপন কর্ম্মক্ষেত্রাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে ধরিত্রী বক্ষে অন্ধকার ঘুচিয়া আলোকের উদয় হইল। নিশার নয়নমণি অন্তর্হিত হইয়া, দিনমণি লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া পূর্ব্বাকাশে দেখা দিলেন।

সেই সময়ে বরাহনগরে এক গ্রাম্য পথ দিয়া একটী স্থূলকায় লম্বোদর প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, দুর্গানাম জপ করিতে করিতে যাইতেছিল। তাহার পরিধানে একখানি সাদাধুতি, গাত্রে নামাবলী, পায়ে এক জোড়া কটকী চটী, কপালে চন্দন, নাসিকায় তিলক, এক হস্তে হরিনামের ঝুলি, অপর হস্তে একটী ছাতা, স্কন্ধে গামছা ও মস্তকে সমুন্নত শিখাগুচ্ছ বায়ু ভরে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছিল।

তাহাকে দেখিয়া একটী যুবক উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "ভট্‌চার্য খুড়ো— ও ভট্‌চার্য খুড়ো।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পিছন ফিরিয়া যুবককে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে বিকম্পিত স্বরে কহিল, "দুর্গা, দুর্গা, কে রে? সকাল বেলা আমার পেছু ডাক্‌লি?"

যুবক সহাস্যে কহিল, "আজ্ঞে, আমি রাধারমণ, প্রণাম হই।" এই বলিয়া সে করজোড়ে তাহাকে দূর হইতে অভিবাদন করিল। তাহা দেখিয়া ভবতারণ কহিল, "বেটা, হতচ্ছাড়া, বেল্লিক নচ্ছার, শুধু একটা প্রণাম কর্‌বার জন্য আমায় পেছু ডাক্‌লি? আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য, আমার পায়ের ধূলা নেওয়া হ'ল না? বেটারা সব গোল্লায় যা—গোল্লায় যা।"

রাধারমণ সহাস্যে বলিল, "পায়ে কি তোমার ধূলো আছে খুড়ো, তা নো'ব; যে জুতোর বাহার দিয়েছ, তাতে কি আর ধূলা পায়ে থাকে।"

ভবতারণ কহিল, "তবেরে বেল্লিক—হারামজাদা—নচ্ছার, আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য, আমার সঙ্গে তামাসা? বেটারা সব নোবুনের দলের লোক কি না—বড় বাড়টাই বেড়েছ, উৎসন্ন যা—উৎসন্ন যা!"

রাধারমণ কহিল, "সে কি খুড়ো—আমি তোমায় কর্‌লেম প্রণাম—তুমি আমার কল্যাণ কামনা না ক'রে উৎসন্ন যাবার কামনা কর্‌ছ?"

ভবতারণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিল, "দুর্গা, দুর্গা—তোদের আর কি বল্‌ব? নোবুনের দলে ঢুকে তোরা একেবারে অধঃপাতে গিয়েছিস্? হারামজাদা পাষণ্ড বেটারা, বামুনের নাম ডুবোতে বসেছিস্? দূর হ নচ্ছার, আমার সাম্‌নে হ'তে দূর হ।" এই বলিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইলেন।

রাধারমণ তাহার পথরোধ করিয়া বলিল, "খুড়ো! আমরা না হয় একটু মদ্ খাই, তাতে আর এমন কি দোষ হয়েছে? মদ খেয়ে আমাদের দলের লোককে কখনও কোথাও মাত্‌লামি কর্‌তে দেখেছ কি?"

এই কথা শুনিয়া ভবতারণ আরক্তিম নয়নে কহিল, "বেল্লিক, পাষণ্ড নরাধম, সকাল বেলা আমার সঙ্গে তর্ক ? বেটাকে ভস্ম ক'রে ফেল্‌ব। জানিস্, আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য, আমার সঙ্গে তর্ক ? দুর্গা, দুর্গা, তোদের মুখ দেখ্‌তে আছে ? তোরা বামুনের-ছেলে হ'য়ে ইতর, ভদ্র, শূদ্র, ব্রাহ্মণ, ভেদাভেদ না ক'রে যার তার ঘরের মড়া ফেলিস্, এমন কি গ্রামে গ্রামে ঘুরে মুসলমানদের পর্য্যন্ত রোগীর সেবা করিস্, তোদের উৎসন্ন যাবার আবার বাকী কি ? তোদের একদিন আমি সগর বংশের মত ধ্বংস ক'রে ফেল্‌ব ; জানিস্, আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য ?"

রাধারমণ সহাস্যে বলিল, "না খুড়ো, অমন কাজটী ক'রো না, জগতে এসে কিছু ধ্বংস কর্‌তে চেষ্টা ক'রো না, পালন কর্‌তে না পার—অন্ততঃ সাধ্য মত চেষ্টা কর।"

ভবতারণ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, হরিনামের ঝুলি দোলাইয়া, মস্তকের শিখা দেখাইয়া কহিল, "ধিক্ নচ্ছার, পাষণ্ড আমায় উপদেশ দিচ্ছিস ? দেখেছিস্—আমার এই শিখা দেখেছিস্ ? আমায় আর বিরক্ত করিস্ না, আমি রাগলে আর রক্ষা থাকবে না, সব ভস্ম ক'রে ফেল্‌ব। জানিস্ আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য ? দুর্গা—দুর্গা।

রাধা। জানি খুড়ো, জানি তোমায় ! দেখ, আমাদের সঙ্গে লেগো না। তোমার মুখে ঐ দুর্গা নাম, হাতে জপের মালা, অঙ্গে তিলকের ছাপ—এ সবের ভিতর অনেক ভেল্কী খেলে, তা আমরা জানি। আর জানি ব'লেই, তুমি আমাদের সঙ্গে উঠে প'ড়ে লেগেছ। তা আমরাও নবীন মাষ্টারের দল, তোমার ভট্‌চার্যগিরির একবার দৌড়টা দেখে নেবো।"

ভবতারণ তর্জ্জনি হেলাইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "কি, এত বড় স্পর্দ্ধা। আমায় দেখে নিবি বলিস্ ? আচ্ছা দেখা যাক্, নোব্‌নের দলের ধ্বংস

না ক'রে আমি ছাড়্‌ছি না। দুর্গা—দুর্গা—দেশে এ হ'ল কি? পাষণ্ড—নচ্ছার বেটারা বড় বাড় বেড়েছে।" এই বলিয়া সে তথা হইতে দ্রুত পদে চলিয়া গেল।

রাধারমণ উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "ও—খুড়ো—যাও কেন? একবার একটু পায়ের ধূলা দিয়ে যাও না? অন্ততঃ না হয় ভস্ম ক'রেই যাও।"

ভবতারণ একবার আরক্তিম নয়নে দূর হইতে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "পাষণ্ড বেল্লিক—দাঁড়া—তোদের টের পাওয়াচ্ছি।"

এই সময় তথায় সীতানাথ নামে আর একটী যুবক আসিয়া কহিল, "কিহে ব্যাপারখানা কি? সকাল বেলাই যে বকাবকি আরম্ভ ক'রেছ—কার সঙ্গে?"

রাধারমণ বলিল, "আরে ঐ যে, ভবতারণ ভট্‌চার্যি, ভক্তবিটল বেটা, কখনও টোলের ভট্‌চার্যি করে, কখনও কথকতা করে; আবার কখনও বড় লোকের মোসাহেবী ক'রে গৃহস্থ ঘরের বৌ-ঝীয়ের মাথা খাবার চেষ্টা করে। আমরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরি, কে কেমন লোক তা আমাদের জান্‌তে বাকী নাই। আমাদের জন্য ওর দুরভি-সন্ধি সিদ্ধ হয় না, তাই আমাদের দলের উপর ও বেটা হাড়ে হাড়ে চটা।"

সীতানাথ বলিল, "আরে ওর কথা ছেড়ে দাও,—ও বেটা কথকতা ক'রে যত রাজ্যের মেয়েমানুষ যোটায়, আর ফুসলে ফাস্‌লে তাদের মাথা খায়, ওর আবার এক আড্ডা আছে।"

রাধারমণ বলিল, "সে সব আমরা জানি, তাইতেই ত ও বেটা মাষ্টারের উপর খড়্গহস্ত। মাষ্টার দেশের ও দশের মুখ চেয়ে অসামান্য ত্যাগ স্বীকার ক'রে যে "সৎকার-সমিতির" প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন, ও বেটা তার মূলোচ্ছেদ কর্‌তে প্রয়াসী।"

সীতানাথ বলিল, "আমরা ধর্ম্মের নামে, দেশের নামে, ভগবানের পবিত্র নামে শপথ ক'রে, যে মহৎকার্য্যে ব্রতী হয়েছি, তার সুনাম ও প্রতিষ্ঠা রক্ষাকল্পে আমরা লোক নিন্দা, গঞ্জনা ও নির্য্যাতনে কখনও বিচলিত হ'ব না।"

রাধারমণ বলিল, "নিশ্চয়ই, আমরা মাষ্টার নবীনচন্দ্রের দলভুক্ত, মাষ্টারের যাহাতে মুখোজ্জ্বল হয়, সে বিষয়ে সতত তৎপর থাকব ; এস— তাঁকে এ সব কথা একবার বলা যাক্।"

সীতানাথ বলিল, "চল যাই—ভবতারণ বড় সোজা লোক নয়।"

দশম পরিচ্ছেদ

অলঙ্কার বিন্যাস

কীর্ত্তিচন্দ্র "নেকলেস" তৈয়ারী করিয়া, তাঁহার মধ্যম সহোদর জ্যোতিশ-চন্দ্রকে দেখিবার জন্য প্রেরণ করেন, তিনি তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নবীনচন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন। এই নেক্‌লেস পাইয়া চারুবালা অতীব আনন্দ লাভ করিয়াছিল, হেমন্তকুমারীর মনে হিংসা দ্বেষ ছিল না, সে সানন্দে সরযূ ও চারুবালাকে তাহা অর্পণ করিয়াছিল; বসন্তকুমারী ইহাতে মনে মনে অসুখী হইয়াছিল। যে নবীনচন্দ্রের বিপক্ষে তাহাদের মধ্যে এত ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল, এ সময়ে তাঁহার স্ত্রীকে এই নূতন অলঙ্কার প্রদান করায়, তাহার হৃদয়ে অসন্তোষের উদ্রেক হইয়াছিল, কিন্তু তাহা শাশুড়ী ও নূতন বৌয়ের সমীপে প্রকাশ না করিয়া, আপন মনে আপনি গুমরিয়া মরিতেছিল।

রমণীকুল নূতন অলঙ্কার পাইলে যেরূপ সন্তোষ লাভ করেন, এমন আর কিছুতেই নয়। স্বামীর দুঃখ দৈন্যের সংসারে তাঁহারা শত শত নির্য্যাতন হাসি মুখে সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু স্বামীর একটু সচ্ছল অবস্থা ও অর্থ সমাগম হইতে দেখিলে, তাঁহারা যেমন নিত্য নূতন অলঙ্কার পাইবার স্পৃহা করেন, এমনটী আর কিছুতে নহে। এই অলঙ্কার বিন্যাসের জন্য, কত সুখ শান্তিপূর্ণ সংসারে অশান্তির অনল কণার সৃষ্টি হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহা ভস্ম স্তূপে পরিণত হইয়াছে, কত দম্পতির মধ্যে মনোমালিন্যের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছে, কত একান্নভুক্ত পরিবারে বিচ্ছেদের সংঘটন হইয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। সুবিজ্ঞ কীর্ত্তিচন্দ্র

এ-সকল বুঝিতেন ; সেইজন্য তিনি, তাঁহার অধীনস্থ একান্নভুক্ত পরিবারকে, অলঙ্কারাদি প্রদানের সময় সমান ভাবে বণ্টন করিয়া দিতেন।

আজ অপরাহ্ন কালে একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া সরযূ চারুবালার কেশ বিন্যাস করিয়া দিয়া, তাহাকে সর্ব্বালঙ্কারে সুশোভিতা করিয়াছে, গলায় একগাছি পুষ্পহার ছিল, তাহার উপর নূতন নেকলেস পরাইয়া দিয়া কহিল, "বাঃ! বেশ মানিয়েছে।"

সরযূ চারুবালার অপেক্ষা এক বৎসরের বড়, চারুবালার বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্বে, নবীনচন্দ্রের সহিত সরযূর বিবাহ হইয়াছিল ; স্বামীর সংসারে আসিয়া সরযূ সকলের প্রীতি ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, কেবল পারে নাই তাহার স্বামী, নবীনচন্দ্রের।

নবীনচন্দ্র ছয় মাস পূর্ব্বে প্রথম পত্নী হারাইয়া, সহোদরদিগের ও জননীর ঐকান্তিকতায় এই বিবাহ করেন, প্রথম পত্নীর অপার্থিব রূপরাশি, সুগভীর প্রেম ও প্রীতি, তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় অধিষ্ঠিত ছিল, সে সময়ে বালিকা সরযূকে পাইয়া, নবীনচন্দ্র তেমন আনন্দ লাভ করেন নাই। তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জননীর ও অগ্রজদিগের পরামর্শে নূতন পত্নীকে লইয়া পূর্ব্ব স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মানুষ ভাবে এক, বিধাতা কোন্ অজানিত ঘটনা সূত্রে তাহার ইপ্সিত সাধ অন্য ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। কীর্ত্তিচন্দ্র এই বালিকা বৌ-মার সাহচর্য্যে নবীনচন্দ্রকে যতই সুখী করিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন, নবীনচন্দ্র তাঁহার বাল্য স্বভাব জনিত চাপল্য ও অনাসক্তির আচরণে, ততই অসুখী হইয়া পড়িতেছিলেন। প্রথম প্রথম নবীনচন্দ্র দ্বিতীয়া পত্নীকে লইয়া, সংসারে আবার শান্তিলাভ ও সুখের প্রতিষ্ঠা করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, কিন্তু সরযূর অদৃষ্ট গুণে তাহা হয় নাই, তিনি ক্রমে ক্রমে যেমনটী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ অবগত আছেন।

চারুবালা বিবাহের পর হইতেই শ্বশুরালয়ে আসিয়া সরযূকে সমবয়সী পাইয়া, সদা সর্ব্বদা একত্রে থাকিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। কীর্ত্তি ও জ্যোতিশ্চন্দ্রের কন্যাগণ তখন বিবাহিতা ছিল, তাহারা অল্পদিন পিত্রালয়ে থাকিয়া শ্বশুরালয়ে যাইত। সরযূ ও চারুবালার তাহা হইত না। প্রথম প্রথম চারুবালা ও সরযূ একত্রে পিত্রালয়ে যাইত, যখন আসিত তখন উভয়ে একদিনেই আসিত, তারপর সরযূর যখন জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল, তখন বুঝিল যে সে স্বামীর হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই; স্বামী তাহাকে ভালবাসে না, তাহার জন্য স্বামীর মন কাঁদে না। তখন হইতে সে আর পিত্রালয়ে যাইত না, বেশ বিন্যাসও করিত না, অলঙ্কারাদি খুলিয়া স্বামীর ধ্যানে, স্বামীর চিত্তাকর্ষণে শ্বশুরালয়েই অবস্থান করিত। তাহার স্বামী, নবীনচন্দ্রও ক্রমে ক্রমে সংসারের উপর বিতশ্রদ্ধ হইয়া উদাসীন হইয়া পড়িতেছিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র বৌ-মা ও নবীনচন্দ্রের কোষ্ঠী লইয়া, এক জ্যোতিষের নিকট গমন করিয়া, তাহাদের কোষ্ঠী পরীক্ষা করাইয়াছিলেন। জ্যোতিষী কোষ্ঠী বিচার করিয়া, বৌ-মাকে একটী মন্ত্রপূত সিদ্ধ কবজ দিয়াছিলেন, এবং সেই কবজখানি বৌ-মার বাম হস্তে ধারণ ও যতদূর সম্ভব, তাহাকে নবীনচন্দ্রের আশে পাশে অবস্থিতি করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

জ্যোতিষী আরও বলিয়াছিলেন, "বৌ-মা ও নবীনচন্দ্রের মধ্যে উপস্থিত আপনারা মিলনের প্রয়াস পাইবেন না, নবীনচন্দ্রের জীবনে সন্ন্যাস যোগ পরিলক্ষিত হইতেছে, সেইজন্যই তাঁহার সংসারে এই অনাসক্ত ভাবের সূচনা দেখা দিয়াছে, আমার এই কবজ বৌ-মার অঙ্গে রাখিলে, নবীনচন্দ্র সংসারে আকৃষ্ট থাকিবেন; তাঁহার অধঃপতন না হইয়া, কবজ প্রভাবে দিন দিন উন্নতি হইবে, বৌ-মাও স্বামীপরায়ণা

হইয়া স্বামীর মনাকর্ষণে সমর্থা হইবে। এই কবজের মন্ত্রশক্তি-গুণের পরিচয় সাত বৎসর পরে সকলে জানিতে পারিবেন। এই সাত বৎসর কাল নবীনচন্দ্র যতই সংসারে অনাকৃষ্ট ও উদাসীন ভাব দেখান না কেন, বৌ-মাকে যতই ঘৃণা ও নির্য্যাতন করুন না কেন, আপনারা কেহ তাহাতে অনাস্থা ও বিরক্ত হইবেন না।”

জ্যোতিষীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র সেই কবজখানি সুবর্ণ মণ্ডিত করিয়া, বৌ মার বাম হস্তে ধারণ করাইবার জন্য, স্বয়ং জননীকে প্রদান করিয়াছিলেন, এবং জ্যোতিষীর কোষ্ঠী-বিচার-কথা কাহাকেও প্রকাশ করেন নাই।

সে আজ পাঁচ বৎরের কথা, ইহার মধ্যে নবীনচন্দ্রের অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বৌ-মা ও হৃদয়ে কত প্রকার ঘাত প্রতিঘাত সহিয়াছে, এক্ষণে সে স্বামীর সোহাগ, যত্ন, ভালবাসা হারাইয়া দিনান্তে একবার তাঁহার দর্শন পাইয়াও সুখী।

সরযূবালা গাত্রের অলঙ্কারাদি খুলিয়া রাখিয়াছিল, সে একখানি ভাল কাপড়ও পরিধান করিত না, কেশ বিন্যাস অঙ্গরাগে তাহার স্পৃহা ছিল না। আজ সে চারুবালাকে সর্ব্বালঙ্কারে সুশোভিতা করিয়া, সেই নেকলেস পরাইয়া যখন বলিল, “বাঃ—বেশ মানিয়েছে,” তখন চারুবালা বলিল, “ছোট খুড়শেস্! আজ তোমাকেও তোমার গহনাগুলি পরিয়ে দি এস।”

সরযূ একটু হাসিয়া বলিল, “আমার গহনা পোরে কি হবে? রমণীর শোভা সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধক অলঙ্কার পরিধান করা, স্বামীর মনাকর্ষণ ও তৃপ্তি সাধনের জন্য, আমি যখন স্বামী সম্মিলন সুখে বঞ্চিতা, তখন আমার এই নিরাভরণা অবস্থায় থাকাই ভাল।”

চারুবালা কহিল, “তা হবে না, সে নেকলেসটা তুমি একদিনও পর নাই—আজ পর্‌তেই হবে।”

সরযূবালা গম্ভীর ভাবে কহিল, "না বাছা! ও সব বায়না ধ'রো না, তা হ'লে আমার বড় দুঃখ হবে।"

এই সময়ে তথায় খুকীকে কোলে করিয়া বসন্তকুমারী আসিয়া কহিল, "কিসে দুঃখ হবে গো নতুন বৌ?"

সরযূ চুপ করিয়া রহিল।

চারুবালা কহিল, "ছোট খুড়্‌শেস্‌ আমাকে গহনা পোরিয়ে দিলে, আমি আজ ওর নূতন নেকলেসটি পর্‌তে বলেছি তাই।"

বসন্তকুমারী একটু মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "ইস্‌, গহনা পর্‌লে আবার দুঃখ হয়? তা ওর ভাসুরদের যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, ওকে গহনা দেয় অপমান হবার জন্য।"

চারুবালা বসন্তকুমারীর বাক্যে একটু দুঃখিত হইল, সে বলিল, "না— খুড়্‌শেস্‌! ও সে উদ্দেশ্যে গহনা খোলে নি, ও বলে যে, যে সোয়ামীর আদর যত্নে বঞ্চিত, তার বেশবিন্যাস অলঙ্কার পর্‌বার সাধ কিসের জন্য? ছোট খুড়শেস্‌ মনের কষ্টে গহনা গাঁটি পরে না।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া ক্রোড়স্থ খুকীকে দোলাইয়া বসন্তকুমারী কহিল, "ও তা নয় গো, তা নয়। নতুন বৌয়ের এ সব গহনা পছন্দ হয় নি, ছোট বোয়ের ভারি ভারি গহনা, শাশুড়ী সিন্দুকে তুলে রেখেছে, ওর তাই নেবার ইচ্ছা। আমরা ত আর খুকী নই, ও সব বুঝি। শাশুড়ী সে সব প্রেমচাঁদের বোয়ের জন্য তুলে রেখেছে, তা আর পাবে না,—এটা ঠিক মনে রেখো।"

সরযূ বসন্তকুমারীর কথায় মর্ম্মবেদনা অনুভব করিয়া বলিল, "মেজ দি! এ কথা শুনে আমার বড় দুঃখ হ'ল। ঈশ্বর সাক্ষী, ধর্ম্ম সাক্ষী, তুমি আমার বড় জা—আমি তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, এমন ঘৃণিত, নীচ স্পৃহা আমি কখনও হৃদয়ে ঠাঁই দি না; ভগবান্‌ করুন, প্রেমচাঁদ আমার মানুষ হোক্‌,

সে বংশের মুখোজ্জ্বল করুক, তাকে আমি ছ'মাস থেকে মানুষ কর্‌ছি, সে আমায় তার মা ব'লেই জানে, আমি তার হিংসা করব? মাতৃহারা শিশু যখন খেলা ধূলার পর, মা—মা ব'লে আমার কাছে আসে, তখন আমি তাকে কোলে নিয়ে কত সুখী হই, আর সে আমার কাছে থাকে ব'লে দিনান্তে একবার তাঁর দেখা পাই। সে আমার কাছে কাছে না থাক্‌লে বোধ হয়, আমি তাঁকে একবার চোখের দেখাও দেখ্‌তে পেতাম না।"

ইহা শুনিয়া বসন্তকুমারী তাহার পা ছাড়াইয়া লইয়া, দু' এক পদ পিছু হটিয়া বলিল, "যে বিটকেল—তার সবেতেই বিটলেমী। ওলো সতীন কাঁটা লো! সতীন কাঁটা। যা রয় সয়—সেইটে করাই ভাল। আমার কথা শোন, তোমার ভাল হবে; দিন কতক বাপের বাড়ী যাও।

সর। না দিদি, এ সময়ে আমি বাপের বাড়ী যাব না, সে বৎসর ঐ রকম ভেবে সেখানে একবার গিয়েছিলেম, তাতে কুফলই লাভ হয়েছে, সে সব ত তোমরা জান।

"যেমন দেবা তেমনি দেবীও জুটেছে, কৈ সে ছোট বৌকে নিয়ে ত কোন জ্বালা পোয়াতে হয়নি। মরুক্‌গে—ও সব কথায় আমাদের দরকার নেই, এখনই আবার শাশুড়ী শুন্‌লে, আমায় দশ কথা শুনিয়ে দেবে। ওদের কথায় থাকাও দোষ, এস গো বৌ-মা, একটা কথা আছে।" এই বলিয়া চারুবালার হস্ত ধারণ করিয়া, বসন্তকুমারী তাহাকে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

সরযূবালা কহিল, "তুমি ব'স না মেজদিদি! তোমার চুল বেঁধে দি।"

"কেন, আমার কি হাত নাই?" বলিয়া বসন্তকুমারী মুখ ঘুরাইয়া, চারুবালাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

সরযূ অবাক্ হইয়া স্থির নেত্রে তাহাদের প্রতি চাহিয়া রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কীর্ত্তিচন্দ্রের উত্তর

জ্যোতিশ্চন্দ্র পত্নীর নিকট হইতে উপর্য্যুপরি কয়েকখানি পত্র পাইয়াছিলেন; শেষ পত্রে তিনি একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কীর্ত্তিচন্দ্রকে সাতিশয় ভক্তি ও মান্য করিতেন, তাঁহার অমতে কোনও কাজ করিতেন না, এইজন্য তিনি বসন্তকুমারীর লিখিত পত্রাবলীর উপর আপন মন্তব্য সহ এক সুদীর্ঘ পত্র, (তখন পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত) কীর্ত্তিচন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন।

কীর্ত্তিচন্দ্র প্রফুল্লের পত্র তৎপূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, এক্ষণে মধ্যম সহোদরের পত্র, ও মধ্যম বধূ মাতার পত্রগুলি পড়িয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু নবীনচন্দ্রের বিপক্ষে কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না। তিনি তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, যাহাতে তাঁহার উন্নতি হয়, যাহাতে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সংসারের কর্ম্মে লিপ্ত থাকে, সেই জন্য সততই প্রয়াস পাইতেন। নবীনচন্দ্রও অগ্রজদিগকে যথোচিত ভয়, ভক্তি ও মান্য করিতেন। কীর্ত্তিচন্দ্রের ঐকান্তিকতায় ও আগ্রহে তিনি সংসারের সমস্ত কর্ম্ম সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করিতেছিলেন, কর্ত্তব্য কর্ম্মে তাঁহার অবহেলা ছিল না, তথাচ গ্রহবৈগুণ্যে তাঁহার বিপক্ষে এই সকল পত্রাবলী প্রেরিত হইয়াছিল। কীর্ত্তিচন্দ্র সারাদিবস ডেপুটীর উচ্চ চিন্তাশীল কার্য্য, মনঃপ্রাণ সংযোগে সম্পন্ন করিয়া, আপন বাংলোর (Bungalow) একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া, আজ সেই সকল পত্রগুলি আবার পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি একজন কর্ম্মঠ মেধাবী উদ্যোগী পুরুষ, সংসার ক্ষেত্রে

বিচরণ করিয়া আপন অভিজ্ঞতায়, অনেক কূট তর্কের সহজেই মীমাংসা করিয়াছেন। অপর কেহ হইলে বোধ হয়, নবীনচন্দ্রের উপর আরোপিত দোষাবলীর জন্য, তাঁহাকে সংসারের কর্ত্তৃত্ব পদ হইতে অপসারিত করিয়া, প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় শিক্ষিত উপার্জ্জনশীল পুত্রের হস্তে সংসারের কর্ত্তৃত্ব ভারার্পণ করিতেন। জ্যোতিশ্চন্দ্রও ইহার জন্য পত্রে একটু আভাস দিয়াছিলেন।

কীর্ত্তিচন্দ্র আপন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে মানব-হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেন, নবীনচন্দ্রকে তিনি অনেক সুশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার ফলে, তিনি যেমন তাঁহাকে বুঝিয়াছিলেন, অপরে তাহা পারে নাই।

কীর্ত্তিচন্দ্র ভাবিলেন, "মেজবধূ মাতার পত্রের ভাব ভাষা ও লিখন প্রণালী, নারী স্বভাব সুলভ চপলতা জনিত নহে, তাহার মধ্যে কোন এক শক্তিশালী ব্যক্তির ইঙ্গিত ও আভাস আছে, সেই ব্যক্তিই মেজবধূ মাতাকে স্নেহশীল নবীনচন্দ্রের বিরুদ্ধে এই পত্র লিখিবার জন্য উত্তেজিতা করিয়াছে। কে এ ব্যক্তি?" তারপর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় প্রফুল্লচন্দ্রের পত্র পড়িলেন, পড়িয়া বড়ই বিরক্তি বোধ করিলেন। ভাবিলেন, "প্রফুল্ল! প্রফুল্ল কি আমার সুপ্রতিষ্ঠিত সুখময় সংসারে অশান্তি-বীজ বপন করিবার উদ্যোগ করিতেছ? হৃদয়—দৃঢ় হও। একদিকে পুত্র, অপর দিকে ভ্রাতৃস্নেহ। ভগবান, এ স্নেহের বন্ধনে অবদ্ধ করিয়া আমায় কোন্ কঠিন পরীক্ষায় ফেলিতেছেন প্রভু! ভ্রাতৃস্নেহ জগতে দুর্ল্লভ, মুখ রক্ষা কর দেব! আমি যেন পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া, ভ্রাতৃস্নেহ জলাঞ্জলি দিয়া, আমার একান্নভুক্ত সংসার না ছারখার করি।"

তারপর তিনি আবার জ্যোতিশ্চন্দ্রের মন্তব্য পাঠ করিলেন, পাঠে বুঝিলেন তাঁহার হৃদয়ে একটু চাঞ্চল্যভাবের উদয় হইয়াছে, তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য তাঁহাকে একখানি পত্র দিলেন, তাহার ভাবার্থ এই,—

শ্রীমান্ জ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু—

ভাই জ্যোতিশ! তোমার পত্রসহ মেজ বধূ মাতার কয়েকখানি পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি মেজ বধূ মাতার হস্ত লিখিত পত্র গুলি আমার সমীপে প্রেরণ করিয়া খুব ভালই করিয়াছ, ইহাতে তোমার সরল অন্তঃকরণের বিশেষ পারচয় পাইয়া, আমি যার পর নাই সুখী হইলাম।

তোমার পত্র পাইয়া বুঝিলাম, তুমি নবীনচন্দ্রের প্রতি কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছ। তোমার এ ভাব হৃদয় হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিবে, সে সুশিক্ষিত, ছেলেদের লেখা পড়া শিখাইতে কখনও অবহেলা করিতে পারে না, বিশেষতঃ আমার কাছে শপথ করিয়া, সে এ ভার গ্রহণ করিয়াছে। মেজ বধূ মাতা কাহারও প্ররোচনায় এ সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। আমি তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তুমি পূর্ব্বাপর আমাকে সকল বিষয় জানাইয়া যেরূপ কার্য্য করিয়া থাক, এখনও তাহাই করিবে।

মেজ বধূমাতাকে একখানি পত্র দিয়া বুঝাইবে যেন, সে নবীনচন্দ্রের প্রতি কোনও প্রকার উপেক্ষা ও অসূয়া ভাব প্রদর্শন না করে।

আর এক কথা, তোমার ছুটীর সময় উপস্থিত হইলে আমায় পত্র দিবে, তুমি ও আমি একত্রে এবার বাড়ী যাইব। এখন তথায় তোমার যাইবার আবশ্যক নাই। যাহা ভাল বুঝি, তাহা আমি এই স্থলে বসিয়াই করিব। তুমি আমার শুভাশীষ ও সম্প্রীতি জানিবে।

তোমার শুভার্থী

কীর্ত্তিচন্দ্র।

দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের সমীপে, তাহার ভাবার্থ এই,—

শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু—

প্রাণাধিক প্রিয় প্রফুল্ল! তোমার সমস্ত পত্র পাইয়াছি, শেষের লিখিত পত্র খানি পাইয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলাম। তুমি সুশিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষার কি এই পরিণাম? তুমি তোমার ছোট কাকা বাবুর বিরুদ্ধে পত্র লিখিতে তাঁহার উপর এতই রুষ্ট হইয়াছ, যে পত্রেও তাহার প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়াছ। "ছে" স্থলে "ছেন" প্রভৃতি সম্মানসূচক শব্দ লেখা তোমার উচিত ছিল। ভবিষ্যতে এরূপ যেন আর না হয়। আর তুমি তোমার ঠাকুর মায়ের বিপক্ষে দু'একটী কথা লিখিয়াছ, এ সম্বন্ধে আমার উত্তর এই যে, আমার মাতার এক বিন্দু চক্ষের জলে, তোমার এরূপ শত শত পত্র ভাসিয়া যাইবে; তাঁহার বিপক্ষে তোমার কোনও পত্র আমি পাইতে ইচ্ছা করি না, তুমি সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিবে।

অন্যান্য বিষয় যাহা লিখিয়াছ, সে সম্বন্ধে আমি যথাবিধি উপায় স্থির করিব। সকল কার্য্যে তুমি তোমার ছোট কাকাবাবুর পরামর্শ লইবে।

তোমার এখনও দেখিবার, বুঝিবার ও শিখিবার অনেক বাকী, কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে, বিনয় ও নম্রভাবে তোমার ছোট কাকাবাবুর সহিত সৎযুক্তি করিবে। কোনও কার্য্যে সহসা হটকারিতার ভাব দেখাইও না; আমি ভাল আছি, তোমাদের পত্র মধ্যে মধ্যে দিয়া সুখী করিবে।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

কীর্ত্তিচন্দ্র।

তৃতীয় পত্র লিখিলেন নবীনচন্দ্রেকে, তাহার ভাবার্থ এই,—

শ্রীমান্ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু—

ভাই নবীন, কয়েক দিবস হইল, তোমার একখানি পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম, আগামী ১০ই তারিখে স্বর্গীয় পিতৃদেবের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন, যথাবিহিত তাহা সুসম্পন্ন করিবে। তোমার স্বাস্থ্য ও শরীরের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবে, অনিয়মিত পানাহারে যাহাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, এমন কার্য্য কদাপি করিও না। কার্য্য বন্ধনে পড়িয়া আমরা সুদূর মফঃস্বলে অবস্থিত, তোমার উপর আমাদের সংসারের ভারার্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত আছি। তুমি শিক্ষিত ও মেধাবী, ছেলেদের লেখা পড়ার ভার তোমার উপরে; যাহাতে তাহারা পাঠাভ্যাসে অমনোযেগী না হয়, সে বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। সকল সময়ে, সর্ব্বাবস্থায় মাতাঠাকুরাণীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্য করিবে, যাহাতে তাঁহার মনে দুঃখ হয়, এমন কার্য্য কদাপি করিও না। তিনি আমাদের সাক্ষাৎ দেবী স্বরূপিণী, তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদের মঙ্গল, মর্ম্মবেদনায় অশেষ দুঃখ; জ্যোতিশের পত্র পাইয়াছি, আমরা সকলে ভাল আছি। মাতৃ পদে আমার অসংখ্য প্রণতি ও অন্যান্য সকলকে সম্প্রীতি ও আশীর্ব্বাদ জানাইবে। অধিক লেখা বাহুল্য। ইতি—

তোমার হিতৈষী

কীর্ত্তিচন্দ্র।

পত্রগুলি লিখিয়া আর একবার পাঠান্তে সেগুলি খামে বন্ধ করিয়া, যথাযথ ঠিকানা লিখিয়া, একটি চাপরাসী ডাকিয়া, ডাকে দিতে বলিলেন।

তারপর ব্রাহ্মণ ঠাকুর আহারের উদ্যোগ করিলে, তিনি আহারে মনোনিবেশ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভবতারণের ভণ্ডামী

ভবতারণ এক ভবঘুরে যাজক-ব্রাহ্মণ, সে অর্থ উপার্জ্জনে নিত্য নানারূপ পন্থা অবলম্বন করিত। নবীনচন্দ্রদিগের কুলপুরোহিত শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, একবার পীড়িত হওয়ায়, তিনি এই ভবতারণকে নবীনচন্দ্রের পিতৃদেবের বাৎসরিক পিতৃকৃত্য সমাধানের জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ভবতারণ বাহিরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তিলক কাটিয়া, মুখে দুর্গা নাম জপ করিয়া ধার্ম্মিক বলিয়া লোককে যত জানাইত, তাহার অন্তরে ততটা বিদ্যা বুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি ছিল না।

মানুষ লোকের বাহিরের চটক দেখিয়াই ভুলিয়া যায়, অন্তরের ভাব পরীক্ষা না করিলে কাহাকেও বুঝা যায় না; নবীনচন্দ্র তাঁহার পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে এই ভবতারণের বিদ্যার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি যে সকল সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিবার জন্য, নবীনচন্দ্রকে বলিতেছিলেন, তাহা প্রায় অধিকাংশই ভুলপূর্ণ, মন্ত্র উচ্চারণকালে নবীনচন্দ্র সে সকল সংশোধন করিয়া, তাহার ভুল দেখাইয়া, আপনি শুদ্ধ শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

ইহাতেই নবীনচন্দ্রের উপর ভবতারণের বিষম ক্রোধের উৎপত্তি হইয়াছিল, এবং তিনি যে ব্রাহ্মণকে যথোচিত সম্মান করেন না, শাস্ত্র মানেন না, দেব দ্বিজে অশ্রদ্ধাবান্ ও নাস্তিক ভাবাপন্ন, ইহাই লোক সমাজে বলিয়া বেড়াইতেন। নবীনচন্দ্রও তাহার বিদ্যার দৌড় বুঝিয়া

তাহাকে, কাহারও পৌরহিত্য কার্য্যে ব্রতী শুনিলে বাধা দিতেন, ফলে তাহার এ উপায়ের পথ বন্ধ হইয়াছিল।

ইহার পর ভবতারণ আপনার বাটীর কিছু দূরে, এক চণ্ডীমণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া, সিংহবাহিনী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাহার পর, লোক পরম্পরায় প্রচার করিল, যে তাহার নিষ্ঠা ও ভক্তি প্রভাবে, দেবী প্রসন্না হইয়া গভীর যামিনীতে তাহার সহিত বাক্যালাপ করেন; ইহাতে সে অনেক জটীল রোগের ঔষধ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই ঘোষণা বাক্যে, নানা ব্যাধিগ্রস্ত নরনারী কাতারে কাতারে তাহার চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, সেও তিলকের মাত্রা বাড়াইয়া দু' পয়সা বেশ উপায় করিয়া লইল। বলা বাহুল্য, এ সকল স্থলে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সমাগমই অধিক হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর মেয়েরা দেব দ্বিজে যেমন ভক্তিমতী, পুরুষ ততটা নহে। বঙ্গ-রমণীকুল, বার, ব্রত, তীর্থ, ধর্ম্ম, যত করিয়া থাকেন, পুরুষ তত নহে, এইজন্য দেব-দেবী মন্দিরে, তীর্থ স্থলে নারী-সমাগমই অধিক হয়।

এই নারীবৃন্দ ধর্ম্ম কর্ম্মে যেমন মাতোয়ারা, অধর্ম্মেও তেমনি আত্মহারা হইয়া থাকেন। যেখানে নারী ও বারির অবস্থিতি, সেখানে তৃষ্ণা ও চাতুরির উদয়। তৃষিতচিত্তে বারি পানের জন্য যেমন জীবকুল দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া ছুটিয়া যায়, নারীর চাতুরীতেও তেমনি পুরুষকুল দৌড়া-দৌড়ি করে।

জীবকে রক্ষা ও নষ্ট করিতে সক্ষম যেমন বারি, মানুষকে উন্নত ও অধঃপাতিত করিতে তেমনি এই নারী।

ভবতারণ চণ্ডীমণ্ডপে সেই অসংখ্য নারীর সমাগম দেখিয়া ভণ্ডামীর মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল, মুখে সর্ব্বদাই উচ্চৈঃস্বরে দুর্গা দুর্গা বলিতে লাগিল;

তাহার পর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কথকতা আরম্ভ করিল। অনেক নারী, তাহার বাহ্যিক ভণ্ডামীতে ভুলিয়া, আপনাপন আত্মীয়গণ সহ তাহার কথকতা শুনিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল।

ভবতারণ আয় বৃদ্ধি দেখিয়া, এক বয়োবৃদ্ধা নারী সংগ্রহ করিয়া, সমাগতা নারী যাত্রীকে মায়ের প্রসাদী ফুল ও বিল্বপত্র বিতরণের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল। তাহার স্বভাব চরিত্র তেমন ভাল ছিল না, অন্য কোনও ব্রাহ্মণ হইলে বোধ হয়, তাহাকে মায়ের ত্রিসীমানায় আসিতে দিত না। কিন্তু ভবতারণ তাহাকে বড়ই নিষ্ঠাবতী বলিয়া সাদরে এই কার্য্যে নিয়োজিতা করিয়াছিল, সেও তাহার মন বুঝিয়া, বাহিরে নিষ্ঠার ভাণ দেখাইয়া চলিত। ফল কথা ভবতারণ তাহাকে একজন দূতীরূপে এই স্থলে রাখিয়াছিল। সময়াসময়ে সে কোন কোনও স্ত্রীলোকের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিত।

আজও সন্ধ্যার পর তথায় অনেক নারীর সমাগম হইয়াছে, ভবতারণ সিংহবাহিনী দেবার আরাত সমাধা করিয়া, একখানি কাশিরাম দাসের মহভারত লইয়া, দ্রৌপদার পঞ্চ স্বামালাভের কথা পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার গলার আওয়াজ বড় মিষ্ট ছিল, সে নানা ভাঙ্গমায় কথা কহিত; প্রথমে একটু গানের সুরে আসর জম্‌কাইয়া লইল, তার পর সরল কাবতা পাঠ কারয়া, তাহার ব্যাখ্যা কারল। এইরূপে প্রায় নয়টা বাজিয়া গেল, ইহার মধ্যে অনেক স্ত্রালোক সে স্থান পারত্যাগ কারয়াছিল, রাত্রি অধিক হওয়ায়, পাঠ শেষ হইলে অনেকেই উঠিয়া যাইতে লাগিল। যাহারা উঠিয়া যাইতেছিল, তাহাদিগের সঙ্গে এক প্রৌঢ়া বিধবা ছিল, ভবতারণ তাহার দূতীকে একটু ইঙ্গিত কারল, সেও ইসারায় সায় দিল। তারপর দূতী সেই বিধবাকে ডাকিয়া কাছে বসাইল, অন্যান্য যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও চলিয়া গেল।

বিধবা একাকীনী পড়িলে কহিল, "আমায় কি বল্‌ছেন, সকলেই চ'লে গিয়েছে, আমিও যাই।"

দূতী বলিল, "আজ তোমার সঙ্গী আসে নি?"

বিধবা কহিল, "না—তার শাশুড়ীর বড় অসুখ!"

দূতী হাসিয়া কহিল, "তাই ত তোমায় ডাক্‌লেম। বাবা-ঠাকুর যে ওষুধ দিয়েছিলেন, তাতে সে অসুখ কমে নি?"

বিধবা বলিল, "বিশেষ কিছু নয়।"

ভবতারণ বার কতক দুর্গা দুর্গা বলিয়া, তাহার সমীপস্থ হইয়া বলিল, "তার ভক্তি নেই, তা মুক্তি হবে কেমন ক'রে? তার শাশুড়ীর যে অসুখ বাড়্‌বে, তা ত আমি জানি।"

বিধবা মস্তকের অবগুণ্ঠন আর একটু টানিয়া বলিল, "কেমন ক'রে জান্‌লেন?"

ভবতারণ সহাস্যে বলিল, "সেটা মা'র অনুগ্রহে। যাক্, তাকে আর একদিন এখানে এনো, আমি তার স্বহস্তে ওষুধ দোব।"

বিধবা। সে আস্‌তে বড় একটা চায় না, একদিন অনেক ক'রে ব'লে তবে এনেছিলেম। এখন তার শাশুড়ীর অসুখ, সে ত আসবেই না।

ভবতারণ। বটে, তা সে এখন না আসুক, দু'দিন পরে তাকে আসতেই হবে। যাক্, আজকে পাঠ কিরূপ শুন্‌লে?

বিধবা। আমার বড় ভাল লাগে নি, এক স্ত্রীলোকের পঞ্চ স্বামী, তবু সে সতী?

দূতী এবার এক গাল হাসিল, বিধবার হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া বলিল, "ও সব দেবতার লীলে গো দেবতার লীলে।"

বিধবাও একটু হাসিল।

ভবতারণ তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "আজ এক দ্রৌপদীর কথা শুন্‌লে, ক্রমে অহল্যা, তারা, কুন্তী, মন্দোদরীর বিষয় ব্যাখ্যা কর্‌ব, তুমি না বুঝতে পার একটু অপেক্ষা ক'রো, আমি স্বতন্ত্র ভাবে তোমায় বেশ বুঝিয়ে দোব ; জেনো—প্রণয়ে পাপ নাই।"

বিধবা জাতীতে সদ্গোপ, তাহার সন্তানাদি হইবার পূর্ব্বেই তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল, বয়স পঞ্চবিংশতিবর্ষ হইবে, তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনে বেশ আগ্রহ ছিল ; ধর্ম্মের নামে, জগজ্জননী সিংহবাহিনীর পূজা ও মহাভারতের ব্যাখ্যা শুনিতে, ভবতারণের চণ্ডীমণ্ডপে যাতায়াত করিত। সিধা ও মিষ্টান্ন দিয়া ভবতারণকে আভূমি প্রণত হইয়া ভক্তি দেখাইত, তাহাতেই ভবতারণের সপ্রেম সকরুণ দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছিল।

বিধবা ভবতারণের মুখে এই প্রণয়ে পাপ নাই, ও দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর কথা শুনিয়া একটু বিচলিত হইয়া উঠিল, সে ভবতারণের বক্তৃতা শুনিয়া অবগুণ্ঠনের অন্তরালে একটু মুচকি হাসিল। সে হাসি দেখিয়া ভবতারণের বুকে সাহস হইল, একবার উচ্চৈঃস্বরে দুর্গা দুর্গা বলিয়া তাহার অধিকতর সমীপস্থ হইল।

এই সময়ে সীতানাথের সহিত রাধারমণ তথায় আসিয়া বলিল, "জয় মা জগজ্জননী।"

শুনিয়া ভবতারণ রাগে জ্বলিয়া উঠিল, বিধবার নিকট হইতে একটু দূরে গিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল।

রাধারমণ বলিল, "প্রাতঃপ্রণাম খুড়ো !"

সীতানাথও বলিল, "প্রাতঃপ্রণাম।"

বিধবা তাহাদের আগমনে স্বগৃহে প্রস্থান করিল, ভবতারণ তাহাকে যাইতে দেখিয়াও আর কিছু বলিল না। তাহার নিযুক্তা দূতীও চুপ করিয়া রহিল।

ভবতারণ বলিল, "কি বাবা, সেদিন সকাল বেলা পথে জ্বালিয়ে কি সাধ মেটেনি ? আজ আবার রাত্রে চণ্ডীমণ্ডপ পর্য্যন্ত ঠেল মেরেছ ?"

রাধারমণ সহাস্যে বলিল, "আজ তোমার কথক ঠাকুরের বেশ দেখ্‌তে এসেছিলেম খুড়ো, তা এর মধ্যে সভা ভঙ্গ হ'য়ে গিয়েছে ?"

ভব। তা নয় ত কি এখনও পর্য্যন্ত বকা যায় ?

রাধা। আজ বড় বেশী কেউ শোনবার লোক ছিল না বুঝি ?

ভবতারণ বলিল, "কি ? আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য—আমার কথকতা শুন্‌তে লোক আস্‌বে না ? তা—তোমাদের মত দুষ্‌মন চেহারার সমাগম এখানে ঘন ঘন কেন বাবা ? পাঁচটা ভদ্রঘরের মেয়ে ছেলে এখানে আসে, তোমাদের উঁকি ঝুঁকিতে সেটা আমার বন্ধ হ'বে দেখ্‌ছি। তোমার মাষ্টার ত আমার পুরোহিতগিরি এক রকম ঘুচিয়েছে।"

রাধারমণ সহাস্যে বলিল, "কিসে ?"

ভবতারণ ভ্রুকুটি করিয়া কহিল,—"কিসে জানেন না আর কি, ন্যাকা ?"

যুবকদ্বয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শুনিয়া দূতী কহিল, "নাও বাবু—এখানে এত হাসি ভাল লাগে না।"

ভবতারণ সক্রোধে কহিল, "মিথ্যা নয়! মায়ের কাছে হাসি ? বেটারা বেল্লিক—পাষণ্ড আর কি।"

রাধারমণ কহিল, "খুড়ো! তুমি নাকি স্ত্রী বশীকরণের একটা ঔষধ আবিষ্কার ক'রেছ ?"

এবার ভবতারণের ক্রোধ সপ্তমে উঠিল, সে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, "কি আমায় তামাসা ? জানিস্‌—আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য ?"

রাধারমণ সহাস্যে বলিল, "রাগ কর কেন খুড়ো ? তোমায় আমরা আবার জানি না—তুমি হ'লে নামজাদা ভবঘুরে ভট্টাচার্য্য।"

অধিকতর ক্রোধে বলিল, "তবে রে হতচ্ছাড়া বেল্লিক পাষণ্ড; দূর হ'য়ে যা এখান থেকে, এখানে সব ভদ্রলোকের মেয়ে ছেলে আসে, তোদের এখানে আসা কেন? বেটাদের উৎসন্ন দিচ্ছি দাঁড়া, আমার পিছনে লাগার টেরটা পাওয়াচ্ছি। অকাল কুষ্মাণ্ড বেটারা—দূর হ'।"

ইহা শুনিয়া সীতানাথ কহিল, "এস হে, ভট্টাচার্য্য খুড়ো চটেছে, এখনি পৈতে ছিঁড়ে ফেল্‌বে।"

ভবতারণ গম্ভীর স্বরে বলিল, "দুর্গা—দুর্গা।"

রাধারমণ বলিল, "ঐ শোন হে আওয়াজ তুল্‌ছে।"

"চল্লুম খুড়ো! মাকে আমাদের প্রণাম।" এই বলিয়া রাধারমণ ও সীতানাথ চলিয়া গেল।

অতঃপর ভবতারণ এদিক ওদিক চাহিয়া দূতীকে কহিল "গেল—গেল—বেটারা গেল কি?"

দূতী কহিল, "হ্যা—গিয়েছে; ওরা এ সময় এসে আমাদের কাজটায় বড় ব্যাঘাত দিয়ে গেল।"

ভবতারণ কহিল, "তাই ত—তাই ত, বেটারা ম'লে বাঁচা যায়, সে মেয়েমানুষটা ওরা আস্‌তেই পালিয়ে গেল।"

দূতী একটু হাসিয়া বলিল, "সে আর যাবে কোথায়? যখন মুচকি হেসে আমার কাছে ব'সে গিয়েছে, তখন আর ভাবনা কি?"

ভবতারণ সাগ্রহে বলিল, "দেখ, দেখ, ওটার উপর জমীদার বীরেন্দ্র বাবুর দৃষ্টি প'ড়েছে, মায়ের ইচ্ছায় একটা সংঘটন হ'লে অনেক টাকা পাওয়া যাবে; তুমিও কিছু পাও, আমারও কিছু হয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পত্র প্রাপ্তি

যথাসময়ে কীর্ত্তিচন্দ্রের পত্র প্রফুল্ল, জ্যোতিশ ও নবীনচন্দ্রের হস্তে পৌঁছিল, সে পত্র পাইয়া কেহই পরিতৃপ্তি লাভ করিল না, কিন্তু কীর্ত্তিচন্দ্র বড়ই গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার বিপক্ষে উত্তর লিখিবার সামর্থ্য কাহারও ছিল না, আজও হইল না। জ্যোতিশচন্দ্র অনেক উপদেশ দিয়া পত্নীকে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

কীর্ত্তিচন্দ্রের পত্র পাইয়া নবীন আজ বৈঠকখানায় বসিয়া ভাবিতে-ছিলেন, "সহসা বড় দাদা আমায় এরূপ পত্র দিলেন কেন? তিনি কি সংসার পরিচালনায় আমার কোন ত্রুটি পাইয়াছেন, কেহ কি আমার বিপক্ষে তাঁহাকে কিছু লিখিয়াছে? তাই তিনি মিষ্ট ভাষায় আমায় উপদেশ ছলে এ পত্র পাঠাইয়াছেন? আমি ত সজ্ঞানে কোনও কার্য্যে ত্রুটি করি নাই, তবে মায়ের অনুরোধ মত অন্তঃপুরে শয়ন না করিয়া বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া থাকি। এ কথা বোধ হয় মা তাঁহাকে জানাইয়াছেন; তাই তিনি লিখিয়াছেন যে, মাতাঠাকুরাণীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাহার আজ্ঞা পালন করিবে। আমি ত মায়ের উপদেশে কখনও উপেক্ষা করি না, তাঁহাকে বুঝাইয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়াই আমি বৈঠকখানায় রাত্রি যাপন করি, ইহাতে দোষ কি? আমার এ স্ত্রী ত এক দিনও আমার সহিত কথা কহিয়া আমায় সেখানে থাকিতে বলে না। আমার প্রতিজ্ঞা, সে আমার উপদেশ লঙ্ঘন ক'রে

পিত্রালয়ে গিয়াছিল, সেই জন্য তাহার সহিত আমি বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছি, সে অগ্রে আমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা না চাহিলে, আমি তাহার সহিত কথা কহিব না। সে বহুদিনের কথা, এতদিনে সেও ত আমার সহিত বাক্যালাপ করে নাই। সে দোষ তাহার, আমার নহে। যাহা হউক, বড় দাদাকে একখানি পত্র দেওয়া আবশ্যক।" এই রূপ ভাবিয়া কীর্ত্তিচন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ একখানি পত্র লিখিলেন, তাহার ভাবার্থ এই,—

শ্রীল শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মদগ্রজ মহোদয়

শ্রীচরণাম্বুজেষু—

প্রণাম শতকোটী নিবেদন ইদং—

পরে বড় দাদা, আপনার প্রেরিত পত্র পাইয়াছি, আপনি আমার উপর সংসারের যে ভারার্পণ করিয়াছেন, তাহা সুসম্পাদনে আমি কায়মনঃ-প্রাণ চিত্ত সকলই দান করিয়াছি, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিব না। আপনারা এ স্থলে না থাকায় আমি সদাই সশঙ্কিত ভাবে থাকি, আপনারা এখানে থাকিলে, আমি এত দূর চিন্তাগ্রস্ত থাকিতাম না। মাতাঠাকুরাণীর উপদেশ ও আজ্ঞা পালনে আমি সদাই প্রস্তুত। ছেলেদের লেখা পড়ার ভার আমার উপর ন্যস্ত, তাহাদের প্রতি আমার সতর্ক দৃষ্টি আছে, ইহাই আমি আমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। মাতাঠাকুরাণী ও অন্যান্য সকলে ভাল আছেন। আপনাদের কুশল সতত প্রার্থনা করি। ইতি—

স্নেহাকাঙ্ক্ষী আপনার

নবীন।

পুঃ—পিতৃদেবের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ-কার্য্য-দিন পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছি, যথাসময়ে তাহা সুসম্পন্ন করিব।

নবীন।

পত্র লিখিয়া নবীনচন্দ্র, তাঁহাদের পুরাতন ভৃত্য বিশুরামকে ডাকিয়া, তাহা ডাকে দিতে বলিলেন।

বিশুরাম পত্র লইয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর তথায় গৌরহরি নামে একটী প্রবীণ ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া নবীনচন্দ্র বলিলেন, "এস হে গৌর, সংবাদ কি বল?"

গৌরহরি "স্বদেশ-সেবক" নামে একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদক, তিনি তাহার সম্পাদক হইলেও, প্রবন্ধ নির্ব্বাচন, রচনা ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রভৃতিতে নবীনচন্দ্রের যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিতেন। গৌরহরি বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারী। স্বভাব চরিত্র উত্তম, পর কুৎসা, পরনিন্দা ও ব্যক্তিগত দলাদলি ভাব এ সাপ্তাহিকে স্থান পাইত না। কিন্তু কাহারও কোন দোষ দেখিলে, তিনি "স্বদেশ-সেবকে" তাহা নির্ভীকভাবে আন্দোলন করিতে বিরত হইতেন না। এই জন্য "স্বদেশ-সেবক" সকলেরই প্রিয় ছিল। নবীনচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে এ সংবাদপত্রে আত্মপ্রকাশ করিতেন না, যাহা কিছু করিতেন গোপনভাবে; এই জন্য সকলেই বুঝিত, "স্বদেশ-সেবকের" সর্ব্বস্ব গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়।

এইজন্য জনসাধারণ্যে গৌরহরির সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বেশ বাড়িয়াছিল।

গৌরহরি মা লক্ষ্মীর বরপুত্র ছিলেন, তাঁহার পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল, প্রকৃত দেশসেবার জন্যই নবীনচন্দ্র তাঁহাকে "স্বদেশ-সেবক" প্রচারে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। সেই সংবাদপত্রের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠায় গৌর, নবীনের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন; উভয়েই এক মনঃপ্রাণে কর্ম্ম করিতেন।

নবীনচন্দ্রের কথা শুনিয়া গৌরহরি কহিলেন, "সংবাদ উত্তম, এ বৎসর আমরা হিসাব করিয়া দেখিলাম, "স্বদেশ-সেবক" পরিচালনায় আমাদের

সমস্ত খরচ বাদে পাঁচ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে। ইহা তোমারই রচনা চাতুর্য্য ও ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফল।"

নবীনচন্দ্র স্মিতহাস্যে কহিলেন, "বল কি, এ কথা সত্য না তামাসা ?"

"সত্য, আমাদের গ্রাহক সংখ্যা দশ সহস্রের অধিক, বিজ্ঞাপনের আয়ও যথেষ্ট। সুদূর মফঃস্বলে ইহার প্রচার সমধিক।" এই বলিয়া একখানি হিসাবের খাতা তিনি নবীনচন্দ্রকে প্রদান করিলেন।

সাগ্রহে খাতাখানি হস্তে লইয়া তাহা খুলিয়া নবীনচন্দ্র দেখিলেন যে, উহার এক স্থলে একখানি তাঁহারই নামে আড়াই হাজার টাকার অর্ডারি চেক রহিয়াছে। দেখিয়া নবীনচন্দ্র কহিলেন, "আমাকে এ চেক দিতেছ কেন ?"

গৌরহরি হাসিয়া কহিলেন, "লভ্যাংশ আমার একার উপভোগ্য হওয়া উচিত নহে, ন্যায়সঙ্গত ভাবে ইহার অর্দ্ধেক তোমারই প্রাপ্য।"

নবীন। আমার প্রাপ্য কিসে ?

গৌর। ঐকান্তিকভাবে "স্বদেশ-সেবকের" সেবার জন্য।

নবীন। তার প্রতিদান স্বরূপ ত' তুমি আমাদের মদ্যপান খরচের বিল মাসে মাসে পরিশোধ কর, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

গৌরহরি বলিলেন, "সে খরচ ত তোমার একেলার নহে, পাঁচ জনের। যাহারা পরোপকারের জন্য দেহ, মন, প্রাণ তোমার চরণে দান করিয়াছে, তাহাদের পরিশ্রম অপনোদনের জন্য আমরা এই মদ্য বিতরণ করি ; সে খরচ বাদ দিয়াও আমার যে উপায় হইয়াছে, তাহারই অর্দ্ধেক তোমায় দিলাম। ভাই ! ইহাতে তুমি বিস্মিত কেন ? তোমার সহায়তা ব্যতীত আমার এ আশাতীত লাভ ঘটিত না।"

ইহা শুনিয়া নবীনচন্দ্র কহিলেন, "বেশ, তোমার এ অর্থ আমার স্বদেশবাসী অনাথ বিপন্ন, রোগ শোকক্লিষ্ট নরনারীর সেবার জন্য সাদরে

গ্রহণ করিলাম। আমাদের "সৎকার-সমিতির" তহবিলে যে অর্থ সঞ্চিত আছে, তাহাতে তুমি এই অর্থ জমা করিয়া লইও।" এই বলিয়া চেক-খানি সহি করিয়া তিনি গৌরহরি বাবুকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

নবীনচন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া গৌরহরি কহিলেন, "এ সমস্ত অর্থই সমিতি-ভাণ্ডারে জমা দিবে? তুমি নিজের জন্য কিছুই রাখিবে না?"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "আমার আর নিজের কি ব্যয় আছে ভাই! আমি দাদাদের অন্নে লালিত পালিত, তাঁহারা আমার স্ত্রী-পুত্রের অভাব ও অভিযোগ পূরণে সদাই মুক্ত হস্ত। আমার নামে তোমরা পাঁচজনে সহায়তা করিয়া, "সৎকার-সমিতিতে" যাহা দান কর, সেই অর্থ আমি আমার মাতা, কন্যা, ভগ্নী স্বরূপিণী দুর্দ্দশা গ্রস্ত অবলাবৃন্দ ও দীন-দুঃখীর সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকি। তোমার স্বেচ্ছায় প্রদত্ত এ অর্থ, আমি ঐ "সমিতি-ভাণ্ডারে" দিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম।"

শুনিয়া গৌরহরি কহিলেন, "নবীন! তোমার মহানুভবতায় আমার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা অপনোদন হইল; আমার জমিদারীর যথেষ্ট আয় থাকিলেও, আমি তোমার ন্যায় "সৎকার-সমিতিতে" দানের কল্পনাও করিতে পারি নাই। তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, আমি স্বদেশ-সেবকের লভ্যাংশ "সৎকার-সমিতিতে" দানের ব্যবস্থা করিব।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, আমি "স্বদেশ-সেবকের" জন্য হৃদয়ের সমস্ত শক্তি সমর্পণ করিলাম।"

গৌরহরি কহিলেন, "আমি তোমার সৎকার-সমিতির অস্তিত্ব সংরক্ষণে ও উন্নতির জন্য এ জীবন পণ করিলাম।"

তাঁহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে রাধারমণ, সীতানাথ প্রভৃতি কয়েকটি যুবক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

দেখিয়া নবীনচন্দ্র বলিলেন, "ওহে, আজ আমাদের সমিতিতে আরও আড়াই হাজার টাকা মজুত রাখা হইল।"

সীতানাথ বলিল, "কিরূপে এ টাকা পাওয়া গেল ?"

গৌরহরি বাবু তাহাদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন।

রাধারমণ বলিল, "ধন্য মাষ্টার মহাশয়, আপনার সংস্রবে থাকিয়া আমরাও ধন্য হইলাম।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "তোমরা আমার পরম সুহৃদ, তোমাদের সহায়তায় আমি আমার সদেচ্ছা সাধনে সক্ষম। রহিম সেখের ছেলের কি সংবাদ ?"

সীতানাথ বলিল, "সে অনেকটা সুস্থ আছে, আজ আর জ্বর আসেনি, তাহাকে আপনার প্রদত্ত টাকা পাঁচটা দেওয়ায় সে পরম কৃতার্থ বোধ ক'রেছে।"

নবীন। রহমৎউল্লা ?

রাধা। তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন,—বাঁচিবার আশা কম, তাহার এক আত্মীয়কে চারিটা টাকা দিয়াছি, সে রহমৎউল্লার সেবা শুশ্রূষা করছে, দু'একজন লোকও সে সংগ্রহ করেছে। আহা তার স্ত্রী, পুত্র কন্যা কেহ নাই, বড় কষ্ট, আমাদের একজন সদাই সেখানে আছে।

নবীন। বেশ, রাধাশ্যামের মা কেমন আছে ?

সীতা। তাঁরও অবস্থা ভাল নহে, আজ সকালে জ্বর খুব বেশী ছিল, বয়স হয়েছে, তাতে সে পুত্রশোকে কাতর, শুয়ে শুয়ে কেবল কৃষ্ণ দাসের মায়ের কি হবে তাই ভাব্‌ছিল।

এই সময়ে এক সুন্দরী বিধবা যুবতী, একটী শিশু ক্রোড়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বিধবার পরিধানে একখানি মলিন বসন, নিরালঙ্কারা—অবগুণ্ঠনবতী ; তথাপি তাহার রূপের জ্যোতিঃতে সেই স্থান আলোকিত হইয়া উঠিল।

নবীনচন্দ্র তাহাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া কহিল, "কি মা, সহসা তুমি এখানে এসেছ কেন ?"

শিশুর নাম কৃষ্ণদাস, সে আধ আধ স্বরে কহিল, "ঠাকুল মা'র বড় অছুখ কলেছে, আর কেউ এ'লে আপনি যদি না যান, সেই জন্য ঠাকুল-মা আমার সঙ্গে মাকে পাঠিয়ে দিলেন।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "তুমি আর কাহারও সঙ্গে আসিলেই যথেষ্ট হইত, মায়ের এখানে আসিবার আবশ্যক ছিল না। যাহাহোক্, আমি একজন ডাক্তার লইয়া যাইতেছি ; তোমরা আমাদের গাড়ী করিয়া বাড়ী যাও।"

অবগুণ্ঠনবতী বিধবা বলিল, "আমাদের জন্য গাড়ীর দরকার নাই, এ অনাথাকে যে আপনি মা বলিয়াছেন, ইহাতে আমি কৃতার্থ বোধ করি।"

কৃষ্ণদাস বলিল, "সে দিন ত মায়ের তঙ্গে আমি চ'লে চ'লে ঠাকুল-বাড়ী ওষুধ আন্‌তে গিয়েতিনু।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "ভবতারণ ভট্টাচার্য্যের চণ্ডীমণ্ডপে ?"

বিধবা বলিল, "আমাদের বাড়ীর পাশের একটি গিন্নী ব'লেছিলেন, তাঁর কাছে সমস্ত রোগের ওষুধ থাকে,—তাই তাঁর সঙ্গে সেখানে এক দিন গিয়েছিলেম।"

"ভাল করনি মা! তুমি আমার প্রিয়তম সুহৃদ রাধাশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পত্নী, সে আমার বড় সাধের "সৎকার-সমিতি" স্থাপনে বিশেষ সাহায্য ক'রেছিল, তার অকাল মৃত্যুতে আমি মর্ম্মাহত ; মৃত্যুকালে সে তোমার ভার আমার উপরে ন্যস্ত ক'রেছিল, তাই আমি তোমায় মাতৃ সম্বোধন করেছি! আমার দলস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই তোমায় মায়ের মত জ্ঞান করে, তোমার এতগুলি সন্তান বর্ত্তমানে, তুমি আমাদের অজ্ঞাতসারে আর কোথাও যাইও না। তোমার পথে বাহির হইবার আবশ্যক নাই, তোমা-দের অভাব ও অভিযোগ আমাদিগকে অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্যক্ত করিও, আমরা

তাহা দূরীকরণে পশ্চাদপদ নহি।” এই বলিয়া নবীনচন্দ্র সহিসকে ডাকিলেন।

গৌরহরি বাবু বলিলেন, “আমার গাড়ী প্রস্তুত আছে, উহাতেই ইনি বাড়ী যাইতে পারেন।”

গৌরহরি ও নবীনচন্দ্র তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া সেই গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন, তারপর তাঁহারা ডাক্তারের বাড়ী প্রস্থান করিলেন, যুবকগণ যে যাহার কার্য্যে প্রস্থান করিল। ক্ষণকাল পরে তথায় বীরেন্দ্রনাথের সহিত ভবতারণ আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সে স্থলে কাহাকেও উপস্থিত না দেখিয়া বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “কই ঠাকুর, এখানে ত সে আসে নাই।”

ভবতারণ বলিল, “এইখানেই সে এসেছে, আমি না দেখে কি আপনাকে সংবাদ দিয়েছিলেম, তার সমস্ত খবর আমি পেয়েছি, একটি দিন মাত্র সে আমার চণ্ডীমণ্ডপে গিয়েছিল, তার নাম হচ্ছে ভবানী। একটি ছেলে সঙ্গে নিয়ে সে এখানেই এসেছিল। তবে নবীন মাষ্টার তাকে কোন্ পথ দিয়ে কোথায় নিয়ে গেল, তা ঠিক বুঝতে পারলেম না। আচ্ছা এখন ফিরে আসুন, আমিও ভবতারণ ভট্টাচার্য্য, নবীনকে দেখে নেবো, সে কেমন ক’রে আমাদের হাত থেকে এ মেয়েমানুষকে কেড়ে নেয়?”

বীরে। আহা, একবার সে রূপসীকে চোখে দেখ্‌তে পেলেও হ’ত।

“আমি যখন এ কাজে হাত দিয়েছি, তখন ও আপনারই হয়েছে জান্‌বেন।” এই বলিয়া ভবতারণ, জমীদার বীরেন্দ্রনাথকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, বিশুরাম আসিয়া কহিল, “আপনাদের এখানে কি দরকার?”

ভবতারণ বলিল, “এটর্ণি বাবুর সঙ্গে একটা মামলার কথা ছিল।”

শুনিয়া বিশুরাম কহিল, “তিনি এখন বাড়ী নাই।”

“আচ্ছা, অন্য সময়ে দেখা করব,” বলিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

উত্তরে অতৃপ্তি

কীর্ত্তিচন্দ্রের পত্র যথা সময়ে প্রফুল্ল ও জ্যোতিশ্চন্দ্রের হস্তেও পৌছিল, সে পত্র পাইয়া কেহই পরিতৃপ্ত হয় নাই,

কীর্ত্তিচন্দ্র খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার বিপক্ষে উত্তর লিখিবার সামর্থ্য কাহারও ছিল না। জ্যোতিশ্চন্দ্র অনেক উপদেশ দিয়া পত্নীকে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন, বসন্তকুমারী তাহার ভাবার্থ ভালরূপ গ্রহণ করিতে না পারিয়া, স্বামীর উপর বড়ই বিরক্ত হইল। সে বুঝিল, তাহার ছেলে দুইটির ভালরূপ পড়া শুনা হইতেছে না জানিয়াও, তাহার স্বামী নবীনচন্দ্রের বিপক্ষে কোনও কথার উল্লেখ করিলেন না, তাহার হস্ত হইতে খরচের ভার কাড়িয়া লইয়া প্রফুল্লের হস্তে অর্পণ করিলেন না, তাহার ভাসুরও এ সম্বন্ধে কিছু প্রতিকার করিলেন না। এইজন্য সে মনে মনে বড়ই অশান্তি বোধ করিতে লাগিল; আজ সন্ধ্যার পর অশান্তচিত্তে আপন প্রকোষ্ঠে বসিয়া, সেই কন্যাটিকে দুগ্ধ পান করাইতেছে, কন্যাটী আব্দার করিয়া স্তন্য পানের চেষ্টা করিতেছে, দুগ্ধ পান করিবার তাহার ইচ্ছা নাই, কিন্তু স্তন্যপানের জন্য সে বিব্রত। বসন্তকুমারী আপন বক্ষঃস্থল অঞ্চল দ্বারা সুদৃঢ় ভাবে আবৃত করিয়া, কন্যাকে চাপিয়া ধরিয়া এক চপেটাঘাত করিল, কন্যাটী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। নারীবৃন্দ কাহারও প্রতি রাগ করিলে, তাঁহারা তাঁহাদের সে রাগটা এইরূপেই শিশু সন্তানদিগের পিঠের উপর চপেটাঘাত করিয়া প্রায়ই সান্ত্বনা বোধ

করিয়া থাকেন, এটা তাঁহাদের চিরন্তন অভ্যাস। এ ক্ষেত্রে বসন্তকুমারী তাহাই করিয়াছিল। সে কান্না শুনিয়া সরযূবালা দ্রুতপদে আসিয়া বসন্তকুমারীর ক্রোড় হইতে খুকীকে লইয়া আপন বক্ষে ধারণ করিল।

প্রেমচাঁদ সরযূবালার সহিত পিছু পিছু আসিতেছিল, তাহার গলায় কীর্ত্তিচন্দ্রের প্রদত্ত নেকলেস ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র অফিস হইতে আসিয়া মুখ হাত ধুইয়া আপনার ঘরে যাইতেছিল, সে প্রেমচাঁদের গলায় সেই নেকলেস দেখিয়া, তাহাকে আপনার ঘরে লইয়া গেল। তথায় চারুবালা প্রফুল্লের জলযোগের ব্যবস্থা করিতেছিল, প্রেমচাঁদ তাহার কাছে গিয়া সেইগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এমন সময়ে তাহার পশ্চাদ হইতে প্রফুল্লচন্দ্র এক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা প্রেমচাঁদের নেকলেসটি কাটিয়া দেওয়ায়, তাহা তাহার স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইল।

ইহা দেখিয়া প্রেমচাঁদ কাঁদিয়া কহিল, "একি দেখ না, বৌদিদি! বড় দাদা আমার নতুন হার ছিঁড়ে দিলে।"

চারুবালা সাগ্রহে প্রেমচাঁদের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া সেই নেকলেসটী উঠাইয়া লইয়া বলিল, "এ কি হ'ল তোমার?"

প্রফুল্লচন্দ্র একটু হাসিয়া কহিল, "সে কি রে, ওটা ছিঁড়ে ফেল্লি তুই? তোর মা বুঝি ছিঁড়ে ফেল্‌তে ব'লেছিল?"

প্রেমচাঁদ কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "মা বল্‌বে কেন? এটা ত তুমি ছিঁড়ে দিলে।"

প্রফুল্লচন্দ্র রাগতস্বরে কহিল, "আমি ছিঁড়েছি? দ্যাখ, মিছে কথা বলিস্ না, এক চড় খাবি?"

"আমি মিছে কথা বলিনি, তুমিই ত ছিঁড়েছ, যাই আমি ঠাকুর-মাকে ব'লে দিগে।" এই বলিয়া প্রেমচাঁদ কাঁদিতে কাঁদিতে তথা হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

চারুবালা তাহাকে ধরিয়া বলিল, "না ভাই, তুমি কেঁদো না, এই আমারটা তুমি পর।"

ইহা শুনিয়া প্রফুল্ল ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "থাক্, থাক্ তোমার আর অত সোহাগে কাজ নাই, ওর মা নেক্‌লেসটা কেটে রেখেছিল, আমি একটু হাত দিতেই খুলে গিয়েছে; হতভাগা ছোঁড়া, আবার আমার নামে বদ্‌নাম দেয়।"

"আমি ঠাকুরমাকে ব'লে দোব," বলিয়া প্রেমচাঁদ তথা হইতে চলিয়া গেল।

চারুবালা একটু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া কহিল, "শুধু শুধু ও নেক্‌লেসটা কেটে ফেলে তোমার কি লাভ হ'ল? বড়শিস্ ও শাশুড়ী দেখে কত রাগ কর্‌বে।"

প্রফুল্ল গম্ভীরভাবে কহিল, "তুমি ব'লো ওটা কাটা ছিল, তাহ'লে ঠাকুর-মা বিশ্বাস কর্‌বে।"

চারু। তুমি ওটা কেটে দিলে কেন?

প্রফুল্ল। এর কারণ আছে, তুমি তা বোধ হয় বুঝবে না। শোন, বাবা তোমাকে ও নূতন কাকীকে একই রকম গহনা তৈয়ার ক'রে পাঠায়,—ছোটকাকা রোজগার না ক'রেই সমস্ত গহনার অধিকারী হয়। নূতন কাকীর, বাবার তৈয়ারী করা গহনা পছন্দ হয় না, তাই সে ওটা নিজে কেটেছে, এইটী তাঁকে বোঝাতে পার্‌লে, বাবা নূতন কাকীর উপর বিরক্ত হ'য়ে, আর তাকে বেশী গহনা দেবেন না, তুমিই ভাল ভাল গহনা পাবে, বুঝলে?

চারু। আমার অমন গহনা চাই না, একজনের মনে কষ্ট হবে, আর আমি নতুন গহনা পর্‌ব,—তাতে কখনও আমাদের ভাল হবে নাকি?

প্রফুল্ল। হবে, হবে। এখন আমি যা বলি শোন. ও নেক্লেস নূতন কাকী কেটেছে, এই কথাই তুমি বল্‌বে।

চারু। আমি কেন মিছা কথা কইব? তুমি কেটেছ, তোমার অন্যায়, তুমি নিজের দোষ স্বীকার কর গে।

প্রফুল্ল জলযোগ করিতে করিতে কহিল, "ওঃ, তুমি যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হ'য়ে পড়েছ দেখ্‌ছি! দেখ, আমি ওটা কেটেছি, এ কথা কিছুতেই যেন বলা না হয়।"

চারুবালা আবার কহিল, "আমি মিছে কথা বল্‌ব না, তুমি নিজের দোষ স্বীকার কর গে।"

প্রফুল্ল। তোমায় বল্‌তেই হবে।

চারু। আমি তা বল্‌ব না।

এবার প্রফুল্ল ক্রোধ বিকম্পিত স্বরে কহিল, "কি, আমার কথা শোনা হবে না?"

চারু। তোমার এ অন্যায় কথা।

প্রফুল্ল। তা হ'লেও তোমার শোনা চাই, আমি যা বলি তা কর্‌তেই হবে।

চারু। আমি ও কথা বল্‌লে, ছোট খুড়শেসের উপর দোষ পড়্‌বে; সে আমার উপর বিরক্ত হবে।

প্রফুল্ল। তা হয় ত ব'য়ে গেল, এ কথা তোমায় বল্‌তেই হবে।

চারুবালা সগর্ব্বে আবার বলিল, "আমি কিছুতেই তা বল্‌ব না।"

প্রফুল্লচন্দ্র পিতার পত্র পাইয়া একে একটু বিরক্ত ছিল, তাহার উপর চারুবালার এই অবাধ্যতায় বিশেষ রাগিয়া উঠিয়া তাহাকে সজোরে ধাক্কা দিয়া কহিল, "তবে এখান থেকে দূর হও।"

চারুবালা সহসা সেই ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া, ভূপতিতা

হইল, তাহাতে তাহার মস্তকের একস্থান কাটিয়া গেল। চারুবালা আহত স্থল বস্ত্রদ্বারা চাপিয়া ধরিল, কিন্তু অধিক মাত্রায় শোণিত নির্গত হওয়ায় তাহার পরিধেয় বসন মুহূর্ত্তেই রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। চারুবালা আর তথায় অবস্থিতি না করিয়া, ধীরে ধীরে সে স্থল হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রফুল্লচন্দ্র তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, তথা হইতে একেবারে বসন্তকুমারীর প্রকোষ্ঠে গিয়া উপনীত হইল।

তখন বসন্তকুমারীর ঘরে সরযূবালা বসিয়া খুকীকে দুগ্ধ পান করাইতেছিল, সে প্রফুল্লচন্দ্রের আগমন দেখিয়া তথা হইতে বাহিরে আসিল। প্রফুল্ল তাহার অপেক্ষা বয়সে বড় ছিল, সুরমাসুন্দরী প্রফুল্লকে লজ্জা করিবার জন্য সরযূকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সরযূ চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বসন্তকুমারী বলিল, "আবার খুকীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন? ওকে এখানে দিয়ে যাও।"

সরযূ তাহাকে দরজার কাছে বসাইয়া দিয়া গেল।

বসন্তকুমারী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিল, "আ মরণ আর কি, মেয়েটাকে ঘরে দিয়ে যেতে ওর গতর যেন ক্ষয়ে যেতো।"

প্রফুল্ল বলিল, "থাক্ এখন ওসব কথা, শোন মেজ কাকীমা। আজকে আমি নূতন কাকীর সে নেক্‌লেসটা কেটে দিয়েছি, ঠাকুর-মা যদি কিছু ব'লে, তা হ'লে তুমি আমার পক্ষে দু'টো কথা ক'য়ো। সে দেখেছে যে, আমি নেক্‌লেসটা কেটেছি; তাকে বলেছিলাম যে ওটা কাটা ছিল বল্‌তে, তা' সে বল্‌বে না বল্‌লে, তাই রাগে আমি তাকে একটা ধাক্কা দিয়েছি, সে প'ড়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়েছে।"

শুনিয়া বসন্তকুমারী বলিল, "ওমা, এ কি সর্ব্বনাশ! তাকে খুব লেগেছে বোধ হয়।"

তাহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে হেমন্তকুমারী তথায় আসিয়া কহিল, "প্রফুল্ল! বৌ-মা প'ড়ে গিয়ে মাথা ফেটে গিয়েছে, একবার এদিকে এস ত বাবা।"

প্রফুল্ল যেন কিছুই জানে না, এইরূপ ভাণ করিয়া কহিল, "বেশী রক্ত পড়্ছে নাকি?"

হেমন্তকুমারী কহিল, "হাঁ, রক্তে গোটা কাপড় খানা ভিজে গিয়েছে।"

প্রফুল্ল। তা আর আমি এখন কি কর্‌ব, একটু জল পটী দাওগে, সেরে যাবে।

হেমন্ত। নতুন বৌ তা দিয়েছে।

প্রফুল্লচন্দ্র ভাবিয়াছিল চারুবালা হেমন্তকুমারীকে তাহার ধাক্কা দেওয়ার কথা বলিয়াছে, তাহাই বুঝি সে এখানে তাহাকে তিরস্কার করিবার জন্য আসিয়াছে, এক্ষণে হেমন্তকুমারীর মুখে সে সকল কথা না শুনিয়া বলিল, "তা ওদের যে ছুটাছুটী, বলি নূতন কাকীর কাছে থেকো না, তা আমার কথা শোনে কে? ওরাই বুঝি ঠেলাঠেলি ক'রে প'ড়ে গিয়েছে।"

ইহা শুনিয়া বসন্তকুমারী প্রফুল্লের মুখের প্রতি একবার চাহিল, প্রফুল্ল চক্ষের ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে চুপ করিতে বলিল।

হেমন্তকুমারী বলিল, "নতুন বৌয়ের কাছে থাকলে আর ও গেরো ঘটে না, নতুনবৌ ত মেজ বৌয়ের ঘরে ছিল।"

বসন্তকুমারী গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আমার কাছে যেমন আসা, তেম্‌নি যাওয়া, বুঝি বা বৌ-মা প'ড়ে গেলে পর, সে চুপি চুপি আমার ঘরে ঢুকেছিল?"

হেমন্ত। তা কেন? সে ত তোমার মেয়ের কান্না শুনে আমার ঘর থেকে ছুটে এ'ল। তা কি ছাই বৌ-মা বলে যে কি ক'রে প'ড়েছে।

এই সময়ে স্থরমাসুন্দরী প্রফুল্লের ঘরে গিয়া, তাহাকে তথায় না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "প্রফুল্ল, বলি ও—প্রফুল্ল ?"

সে ডাক শুনিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের প্রাণ চমকিয়া উঠিল, সে তাহার ঠাকুর মায়ের উপর কথঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, প্রেমচাঁদ যে নেক্‌লেস কাটার কথা, তাঁহাকে বলিয়াছে, সেই জন্যই তিনি তাহাকে ডাকিতেছেন, ইহা অনুভব করিয়া, প্রফুল্ল গম্ভীর মুখে তথায় বসিয়া রহিল, ঠাকুর মায়ের ডাকের কোনও উত্তর দিল না।

হেমন্তকুমারী বলিল, "ঠাকুর-মা ডাক্‌ছে শুন্‌তে পাচ্ছ না প্রফুল্ল ?"

প্রফুল্ল অবজ্ঞা ভাবে বলিল, "ডাকুক গে।"

হেমন্ত। সে কি ? উনি ডাক্‌ছেন, উত্তর দাও।

প্রফুল্ল তথাপি নীরব রহিল।

তাহা দেখিয়া হেমন্তকুমারী বলিলেন, "প্রফুল্ল এখানে আছে মা।"

স্থরমাসুন্দরী বলিলেন, "ডেকে দাও ত বড় বৌ-মা !"

হেমন্ত। যাও না প্রফুল্ল !

প্রফুল্ল। ওর দরকার হয় ত এখানে আসবে, আমার বড় মাথা ধরেছে।

প্রফুল্ল শিক্ষিত উপার্জ্জনশীল সন্তান, তাহার সমস্ত আবদার হেমন্তকুমারী নীরবে সহ্য করিয়া থাকে, আহারের সময় সমস্ত খাইবার সামগ্রী গরম না হইলে তাহার খাওয়া হয় না, দুগ্ধের পাত্রে একটু সর কম থাকিলে, সে তাহা টানিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহার জননী সে সকলে তত ভ্রুক্ষেপ করে না ; কিন্তু আজ তাহার ঠাকুর মায়ের প্রতি এই উপেক্ষার ভাব দেখিয়া হেমন্তকুমারী একটু বিচলিত হইয়া পড়িল। প্রফুল্লের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "এস বাবা, ঠাকুরমা'র কথার উত্তর না দিলে তিনি যে দুঃখ কর্‌বেন।"

এই সময়ে সুরমাসুন্দরী তথায় আসিয়া বলিলেন, "বলি তুই কি হ'লি রে প্রফুল্ল?"

প্রফুল্ল গম্ভীর মুখে কহিল, "কেন, হয়েছে কি? দেখ—তুমি বাবু আমার সঙ্গে অত তুই মুই ক'রে কথা ক'য়ো না।"

সুরমাসুন্দরী সগর্ব্বে বলিলেন, "ওঃ, কি আমার রোজগারে নাতি। বলি ছাখ, তোর বাপকে এখনও আমি তুই মুই ক'রে কথা কইলে, সে মুখ নীচু ক'রে থাকে জানিস্? তুই ত কাল্কের ছেলে, এখনও গায়ে আঁতুর ঘরের গন্ধ যায় নি।"

প্রফুল্লও মেজাজ সপ্তমে চড়াইয়া কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, না গিয়েছে নেই, এখন কি বল্‌বে বল।"

সুরমা। বলি, এদিকে ত বেশ ভারিক্কে হ'য়ে দাড়াচ্ছ, তবে বুদ্ধিতে এত হাল্কা কেন?

বসন্তকুমারী ইহা শুনিয়া বলিল, "ওর্ আবার বুদ্ধি হাল্কা বুঝি? তা হ'লে কি এই বয়সে এত গুলো পাশ কর্‌তে পারে।"

সুরমা। তবে পেঁচোয়া বুদ্ধি।

প্রফুল্লচন্দ্রের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, সুরমাসুন্দরী তাহাকে সেই নেক্‌লেস কাটার কথা বলিতেই আসিয়াছেন, সে কিছু না বলিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল।

সুরমাসুন্দরী বলিলেন, "বলি প্রফুল্ল, তুই প্রেমচাঁদের গলার নেক্‌লেসটা কেটে দিয়েছিস্ কেন?"

প্রফুল্ল এই কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, এক্ষণে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আমি কেটেছি কি রকম?"

সুরমা। তাই ত বল্‌লে।

প্রফুল্ল। কে বল্‌লে? বল ত একবার শুনি?

সুরমা। আর শোনা শুনিতে কাজ কি, তুই নিজেই নিজের বুকে হাত দিয়ে বল্‌না।

প্রফুল্ল। তোমরা দেখ্‌ছি আমায় আর এ বাড়ীতে টিক্‌তে দেবে না।

হেমন্তকুমারী বলিল, "সে কি, নতুন নেক্‌লেস আবার কাট্‌বে কে?"

সুরমা। ওই প্রফুল্লই কেটেছে।

প্রফুল্ল যথেষ্ট তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "দেখ, ঠাকুর-মা! ভাল হবে না বল্‌ছি, মুখ সাম্‌লে কথা কও।"

সুরমাসুন্দরী এবার উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "তোর স্পর্দ্ধা ত কম নয় প্রফুল্ল! তুই আমায় মুখ সাম্‌লে কথা কইতে বলিস, পাজি ছুঁচো, জানিস্‌ তুই কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস্‌?"

প্রফুল্ল এবার একটু নম্রস্বরে বলিল, "আমি কেটেছি, কেউ দেখেছে কি?"

সুরমাসুন্দরী বলিলেন, "তুই কেটেছিস্‌, প্রেমচাঁদ মিছা কথা বল্‌বার ছেলে নয়, সেখানে নাতবৌও ছিল, তোকে বোধ হয় এ সম্বন্ধে সে কিছু কড়া কথা ব'লেছিল, তাই রাগে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিস, তাতেই রক্তারক্তি হয়ে গিয়েছে।"

প্রফুল্ল। তোমার বোধ হয় ধ'রে কাজ কর্‌লে ত আর সংসার চলে না।

সুরমা। নাতবৌ এ সব স্বচক্ষে দেখেছে, দেখে তোকে কিছু ব'লেছিল, সেই জন্যই তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিস্‌, আমি এ বেশ বুঝতে পেরেছি।

বসন্তকুমারী গম্ভীর ভাবে কহিল, "আচ্ছা, বৌ-মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখই না।"

সুরমা। সে ভাল মানুষের মেয়ে, কি ব'লে ওমন গুণধর সোয়ামীর

নামে দোষ দেবে—তাই চুপ ক'রে আছে। আর প্রফুল্ল যে দোষী, তা আমি ওকে ডাকৃতে উত্তর না দেওয়ায় বুঝ্‌তে পেরেছি। ছি ছি, লেখা পড়া, আইন আদালত ক'রে তোর এমন মতিচ্ছন্ন হয়েছে? তুই দেখ্‌ছি বাপ মায়ের নাম ডুবোবি।

প্রফুল্ল। দেখ ঠাকুর-মা! মিছে মিছে আমায় রাগিও না বল্‌ছি।

সুরমা। তুই সে নেকলেস কাট্‌লি কেন রে হতভাগা?

প্রফুল্ল। আমি না, নূতন কাকীর সেটা পছন্দ না হওয়ায়, সে বোধ হয় কেটে রেখেছিল, আমি একটু হাত দিতেই খ'সে পড়েছে।

. সুরমা। নতুন কাকীর ওমন হীনবুদ্ধি নয়, সে ত গয়না ছোঁয়ই না, ও তোরই কাজ। কেটেছিস কেন জানিস্? এতে নতুন বৌয়ের উপর সকলে রাগ করবে, তাকে আর গয়না দেবে না। এই তোর মৎলব, আমি কিছু বুঝি না বটে?

প্রফুল্ল মনে মনে ঠাকুরমায়ের বিবেচনার তারিফ করিল, কিন্তু আত্ম দোষ স্বীকার না করিয়া, তাঁহাকে দুই কথা বেশ শুনাইয়া দিল।

সুরমাসুন্দরীও ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তিনি প্রফুল্লকে যথেষ্ট ভৎসনা করিলেন। ক্রমে ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিলে হেমন্তকুমারী প্রফুল্লকে নিন্দা ও সুরমাসুন্দরীকে অনুনয় বিনয় সহকারে সান্ত্বনা করিয়া, অন্যত্র লইয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিল।

যাইবার সময় সুরমাসুন্দরী বলিয়া গেলেন, "না বড়-বৌ! প্রফুল্লের বড় বাড় বেড়েছে,—এতটা ত ভাল নয়। দেখ্‌ছি, ও হতেই আমার সাজান সংসার ভেঙ্গে যাবে।"

"ক্ষমা ঘেন্না কর মা। আমি ওকে ভাল ক'রে বোঝাব এখন।" এই বলিয়া হেমন্তকুমারী শাশুড়ীর হাত ধরিয়া অন্য প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল।

এইবার প্রফুল্ল নানারূপ আস্ফালন করিয়া বসন্তকুমারীকে বলিল,

"দেখ্‌লে মেজ কাকী-মা! ঠাকুর-মা আমাকে একেবারে যাচ্ছেতাই শুনিয়ে দিলে।"

বসন্তকুমারী তাহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিল, "তা ত দিলে।"

প্রফুল্ল। আর মা'ও ঠাকুরমা'র সাহায্য কর্‌লে।

বসন্ত। তাও ত দেখা গেল।

প্রফুল্ল তখন বসন্তকুমারীর বিশেষ তোষামোদ করিয়া বলিল, "দেখ মেজ কাকী-মা! কিসে ভাল মন্দ হয়, মা সেটা ভাব্‌বে না, তুমিই যা একটু বোঝ দেখ্‌ছি; নৈলে মাও যেমন, আর তিনিও তেমনি।"

বসন্তকুমারী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "কিন্তু যাই বল, শাশুড়ী তোমার মৎলবটা ঠিক ধ'রেছে। হাজার হোক্‌, পাকা গিন্নী, ওনাকে কিছু বল্‌তে আমার মন সরে না।"

প্রফুল্ল। তা তোমার মনকে বাঁধতে হবে; তোমায় ত আইনের কথা সবই বলেছি, এখন আমাদের বুঝে না চল্‌লে,—পরে একেবারে পথে বস্‌তে হ'বে বুঝ্‌লে কাকী-মা!

এই সময়ে নরেন্দ্র ও হরেন্দ্র পাঠ সমাপ্তে, পুস্তক লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাদিগকে দেখিয়া বসন্তকুমারী বলিল, "কি রে, আজ এরই মধ্যে যে চ'লে এলি? পড়া হ'ল না?

নরেন্দ্র বলিল, "সন্ধ্যার আগে কাকা বাবু আমাদের পড়া ব'লে দিয়ে কি একটা কাজে গেলেন, মেজদাদা আমাদের এতক্ষণ পড়াচ্ছিল, আমাদেব এখন সব পড়া হয়েছে।"

প্রফু। ছাই হয়েছে, বলি তোরা সব পড়্‌বি? না বাপ জ্যেঠার টাকাগুলো নষ্ট ক'রে কেবল স্কুলের মাহিনা দিয়ে আস্‌বি?

নরে। সে কি বড় দাদা, আমরা পড়ি না বুঝি? কাকা বাবুর কাছে ফাঁকি দেওয়া যায়? তুমি শোন নি, মেজ দাদা এবার স্কুলে Test examination এ first (প্রথম) হয়েছে?

বসন্তকুমারী বলিল, "এখন তোদের কথা বল্ না, সে ত ফাষ্ট মাষ্ট যা হোক্ হয়, তোরা কি হয়েছিস্?"

"আমরাও এই নূতন ক্লাস প্রমোসন পেয়েছি, এবার প্রাইজ পা'ব। আমাদের পড়ার মানে ও নোট যা কাকা বাবু লিখিয়ে দেন, তা দেখে স্কুলে মাষ্টার মশাই কপি ক'রে নেন্। স্কুলে সকলেই ছোট কাকা বাবুর প্রশংসা করেন, আমাদের exercise এর নম্বর সব ছেলের চেয়ে বেশী, দেখ্‌বে?" এই বলিয়া নরেন্দ্র একখানা খাতা প্রফুল্লকে দেখাইতে গেল।

প্রফুল্ল তাহা না দেখিয়া খাতাখানি ছুড়িয়া দিয়া কহিল, "যা যা— ফক্কুরী কর্‌তে হবে না, আমি সব বুঝি রে সব বুঝি। যা—এখন তোদের খাওয়া হয়েছে?"

নরেন্দ্র অবাক হইয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি খাতাখানি তুলিয়া লইল।

প্রফু। এখন তোরা খেয়েছিস্ কি?

হরে। না।

প্রফুল্ল। তবে খেতে যা।

বসন্তকুমারী বলিল, "তা যাও, এখন খেয়ে এস।"

জননীর উপদেশ পাইয়া নরেন্দ্র ও হরেন্দ্র আহারের জন্য প্রস্থান করিল। প্রফুল্ল বলিল, "কিছু বুঝ্‌ছ কাকী মা?"

বস। না—ঠাকুরপোই বা গেল কোথায়?

প্রফুল্ল। কোথায় আবার? মদের আড্ডায় গিয়েছে। বোধ হয় আমি খিট্ খিট্ করি ব'লে, বৈঠকখানা থেকে আর কোথাও আড্ডা বসিয়েছে। সেখানে মদ খেয়ে প'ড়ে আছে; এখন শোন, মেজ কাকা বাবুকে ও

বাবাকে চিঠি লিখে ত কোন ফল হ'ল না। এখন আমাদের একটা ব্যবস্থা কর্‌তে হবে; লিখলে যখন তাঁদের বিরক্তি বোধ হয়, তখন তাঁদের আর কিছুই জানিয়ে কাজ নাই, আমরাই একটা উপায় করি।

বস। কি কর্‌বে মনে ক'রেছ।

প্রফু। একটা ভাল মাষ্টার রাখা যাক, ছেলেগুলো যে নম্বর পাবার কথা বল্‌ছে, সে তোমায় ত আগেই ব'লে রেখেছি, ছোট কাকার ভয়ে সেটা ওরা পেয়ে থাকে। একটা মাষ্টার রাখলে, সে ছোট কাকার কত ভুল ধ'রে দেবে, ছেলেগুলোও কিছু শিখ্‌বে।

বস। সেটা কি ভাল হ'বে?

প্রফু। খুব ভাল হ'বে; ছোট কাকা হয় ত সংসার খরচ বাড়্‌বে ব'লে, তার মাহিনা দিতে আপত্তি কর্‌বে, তুমি খুব জেদ ক'রো। একান্ত সে না দেয়, আমি নিজের কাছ থেকে দেবো। না হয় আমার কিছু খরচ হবে, তা ব'লে ভাইগুলো যে মূর্খ হ'য়ে থাক্‌বে এ আমার সহ্য হয় না।

বসন্তকুমারী প্রফুল্লচন্দ্রকে আপনার পরম হিতৈষী ভাবিয়া, তাহার মতে মত দিয়া, একটি মাষ্টার নিযুক্ত করাই স্থির ভাবিয়া বলিল, "যা— ভাল হয় ক'র বাবা, তুমি আইন আদালত কর্‌ছ, এ সব বিষয় তোমার চেয়ে আমি আর কি বুঝ্‌ব বল?"

"কালই এর একটা ব্যবস্থা কর্‌ব, সুরেশকে ছোট কাকা পড়াক্‌,— নরেন্দ্র ও হরেন্দ্রকে পড়াবার জন্য আমি একটা ভাল মাষ্টার কালই রাখ্‌ব।" এই বলিয়া প্রফুল্লচন্দ্র আপন প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বীরেন্দ্রনাথ

নবীনচন্দ্র সেই বিধবাকে তাহার পুত্রসহ গৌরহরি বাবুর গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়ায়, ভবতারণ ও বীরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। ভবতারণ ভাবিয়াছিল যে, ভবানী নবীনচন্দ্রের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে, ঔষধ প্রদানের প্রলোভনে তাহাকে চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া গিয়া নির্জ্জনে বীরেন্দ্রনাথের মনোভাব বুঝাইয়া, তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিবে। এক্ষণে অনুসন্ধানে সে বুঝিল যে, নবীনচন্দ্র ভবানীর শাশুড়ীর চিকিৎসার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া, সেই পল্লীর সুপ্রসিদ্ধ দেবেন ডাক্তারকে তাহার চিকিৎসার্থ লইয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত ভবতারণ ও বীরেন্দ্রনাথ নবীনের উপর বিশেষ বিরক্ত হইল।

ভবতারণ, নবীনের কার্য্যাবলীর গুণে পদে পদে নিজের স্বার্থে ব্যাঘাত প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাকে পরম শত্রু জ্ঞান করিয়া, তাঁহার অস্তিত্ব এ ধরা বক্ষ হইতে বিলুপ্ত কবিতে স্থির সংকল্প করিল। কিন্তু নবীনচন্দ্রের বিপক্ষতাচরণ করা বড় সহজ নহে, এই জন্য শক্তি সঞ্চয়ের নিমিত্ত সে আজ বীরেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় বসিয়া, তাঁহার সহিত নবীনচন্দ্রের বিপক্ষে নানারূপ পরামর্শ করিতেছিল। ভবতারণ বলিল, "সব শুনেছেন ত! আপনার জন্য আমি এত কষ্ট স্বীকার ক'রে যেটা যোগাড় করলেম, সেটাকে নবীন মাষ্টার নিজে উপভোগ করতে চায়।"

বীরেন্দ্রনাথ ভ্রুকুটিকুটীলনেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "তুমি ক্ষেপেছ নাকি ভট্‌চাজ ঠাকুর? নবীন মাষ্টার যখন আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে শত্রুতা সাধন কর্‌ছে, তখন তাকে একবার দেখে নোব। তুমি ভয় পেও না, ও ভবানীকে আমি চাই, তুমি যত টাকা চাও আমি দিতে প্রস্তুত, এতে লাঠালাঠী হয়, তাও কর্‌তে স্বীকার আছি।"

ভবতারণ বলিল, "আচ্ছা, আপনি প্রবল প্রতাপশালী জমীদার, আপনার প্রজাদের মধ্যে অনেকেই লাঠী খেলায় অদ্বিতীয়. তাদের সব হস্তগত ক'রে রাখ্‌তে হ'বে। যদি তেমনতর বোঝা যায়, তা' হ'লে লাঠ্যৌষধির গুণে নবীন মাষ্টারকে জব্দ ক'রে দেওয়া যাবে।"

বীরে। নিশ্চয়ই; নবীন আমার বাল্যবন্ধু, সে সৎকার-সমিতির উন্নতিকামী। সেজন্য তাহাকে দু' এক হাজার টাকা দিয়ে, আমি ভবানী সম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় তাকে সমস্ত খুলে বল্‌ব, তাতে সে রাজি না হয়, তা হ'লে এ কার্য্য সাধনের জন্য আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ কর্‌ব।

ভবতারণ সহাস্যে কহিল, "হাঁ, আপনার এ যুক্তি মন্দ নয়, আর দেখুন, প্রফুল্লচন্দ্র বাবু আপনার জমিদারী সংক্রান্ত অনেক লেখাপড়ার কার্য্য ক'রে থাকেন, তিনি নবীনের উপর সন্তুষ্ট নহেন। এ সম্বন্ধে একবার তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখুন, কোনও গতিকে যদি নবীনকে আইনের কোন চক্রান্তে ফেলা যায়; নবীনটা ভবানীর বাড়ীতে যাতায়াত ক'রে থাকে, ভবানীও নবীনের বাড়ী যায়।"

বীরেন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়া কহিলেন, "বেশ পরামর্শ, প্রফুল্ল বাবু নবীনের বিপক্ষে আমায় সময়ে সময়ে দু' এক কথা বলে, সে আইন কানুন জানে। তাকে একবার এ সব কথা খুলে বলা যাবে; আর ডাক্তার সাহেবও আমার পরিচিত, হাতে রেস্তও আছে, তাঁকেও আমাদের দলে নিতে হ'বে।"

ভব। তবে চলুন, একবার ডাক্তার সাহেবের কাছে যাওয়া যাক্; তিনি ত ভবানীর বাড়ী আজ গিয়েছিলেন? আপনি তাঁর সঙ্গে আজ সন্ধ্যার পর, একবার সেখানে গিয়ে ভবানীকে দেখে আসুন না কেন?

বীরেন্দ্র। ডাক্তার সাহেব কি আমার সঙ্গে যাবেন?

ভব। নবীনের সঙ্গে যেতে পারেন, আর আপনার সঙ্গে যাবেন না কেন? আপনিও নবীনের ন্যায় পরোপকারের ভাণ ক'রে সেখানে যাবেন, না হয় ডাক্তারের ফি-টা দিবেন।

শুনিয়া বীরেন্দ্রনাথ সহাস্যে বলিলেন, "বেশ, বেশ, তোমার মাথা আছে বটে, সেইটাই করা যাবে।"

ভবতারণ কহিল, "হু, আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য; নবীনের উচ্ছেদের জন্য দিন রাতই মাথা ঘামাই, আপনার সহায়তায় এবার আমার সে বাসনা সিদ্ধ হ'বে।"

"দেখা যাক্, কতদূর কি হয় একবার ডাক্তার সাহেবের কাছে গিয়ে," এই বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"আজ্ঞা হাঁ, আসুন!" বলিয়া ভবতারণ অগ্রসর হইল।

বীরেন্দ্রনাথ তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পিতৃপার্শ্বে প্রেমচাঁদ

চারুবালা পড়িয়া যাইবার পর হইতে মস্তকে বিষম বেদনা অনুভব করিয়াছিল, সরযূর সেবায় রক্তস্রাব বন্ধ হইলে, গভীর রাত্রি হইতেই তাহার জ্বর বোধ হইল ; প্রফুল্ল তাহা দেখিয়া একটু চিন্তিত হইয়াছিল। নবীন চন্দ্র সে রাত্রে ভবানীর শাশুড়ীর চিকিৎসার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া, তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য এক দাসী ঠিক করিয়া দিয়া, আপন বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন ; তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে, ছেলেরা পড়া বন্ধ করিয়া যে যাহার গৃহে শয়ন করিয়াছিল। সুরমাসুন্দরী তাঁহার কক্ষে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, সরযূবালা প্রেমচাঁদের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিল। সে প্রত্যহই প্রেমচাঁদকে বৈকালে ঘুম পাড়াইত, সন্ধ্যার পর জাগিয়া, আহারাদি করিয়া সরযূর সহিত গল্পগুজব করিত, তারপর নবীনচন্দ্র আহার করিয়া গেলে সে শয়ন করিত। সরযূবালা নবীনের সহিত কথা কহিত না, নবীনও সরযূকে কিছু বলিত না, উভয়ের যাহা কিছু প্রয়োজন হইত, সেটা প্রেমচাঁদ মধ্যস্থ হইয়া ঠিক করিয়া দিত।

নবীনচন্দ্র আপনার কক্ষের দ্বার সমীপে আসিয়া বলিল, "মা!"

সে মাতৃ সম্বোধন কি মধুর, কি ভক্তিপূর্ণ। সুরমাসুন্দরীর একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, তিনি নবীনের ডাক শুনিতে পাইলেন না ; সাগ্রহে প্রেমচাঁদ আসিয়া নবীনকে জড়াইয়া গৃহ মধ্যে লইয়া গেল।

গৃহে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল, নবীনচন্দ্র তথায় গিয়া একবার শয্যার শায়িতা জননী, ও একবার অবগুণ্ঠনবতী পত্নীর প্রতি চাহিয়া দেখিল।

সে চাহনী দেখিয়া সরযূবালা নবীনের আহারের আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়া, প্রেমচাঁদের হস্তে একখানি গামছা দিল।

প্রেমচাঁদ তাহা নবীনচন্দ্রের কাছে রাখিয়া বলিল, "এই নিন বাবা, মা গামছা দিলে।"

নবীনচন্দ্র গামছা লইয়া বাহিরে মুখ হাত ধুইতে গেলেন, প্রেমচাঁদও তাহার সঙ্গে গেল, সরযূ আহারের কাছে প্রদীপ আগাইয়া দিয়া তথায় বসিয়া রহিল।

নবীনচন্দ্র ক্ষণকাল পরে গৃহে আসিয়া আহারের স্থানে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "মা, ঘুমুচ্ছ নাকি? মা!"

সরযূ একটু দূরে গিয়া বসিল, প্রফুল্লের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া, সুরমাসুন্দরীর মনটা খারাপ হইয়াছিল, তিনি শয়নাবস্থায় থাকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "নবীন! এত রাত হ'ল যে?"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "আজ এক অনাথার শাশুড়ীর চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেম। আহা, তার কেউ নাই, একটি মাত্র দু' বছরের ছেলে ও শাশুড়ীর সঙ্গে সে অনাথা সংসারে দুঃখ কষ্টে দিনাতিপাত কর্‌ছিল, তাও তার সইল না। ভগবান্ বোধ হয় তার শাশুড়ীকে টেনে নেন্, তার অবস্থা বড়ই সঙ্কটজনক, তাই সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে একটু রাত হ'য়ে গিয়েছে।"

সুরমা। তা খাও এখন।

নবীনচন্দ্র প্রেমচাঁদের সহিত কথা কহিতে কহিতে আহার করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় প্রেমচাঁদ বলিয়া ফেলিল, "বাবা, আজ বৌদিদি প'ড়ে গিয়ে মাথা ফেটে গিয়েছে।"

নবীন। কি ক'রে পড়্‌ল রে?

প্রেম। বড় দাদা ফেলে দিয়েছে।

ইহা শুনিয়া সরযূবালা তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিল, দেখিয়া প্রেমচাঁদ অমনি থামিয়া গেল, আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

নবীন। বড় দাদা ফেলে দিয়েছে কি ক'রে রে ?

প্রেমচাঁদ সরযূর মুখের দিকে চাহিল, সে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া তাহাকে সে সকল কথা বলিতে নিষেধ করিল। শুনিয়া প্রেমচাঁদ আর নবীনচন্দ্রের কথার কোন উত্তর দিল না।

নবীনচন্দ্র আহার সমাপন হইলে আচমন করিয়া আসিলেন, সরযূ প্রেমচাঁদের হস্তে পানের ডিবা দিল, সে তাহা লইয়া নবীনচন্দ্রকে বলিল, "এই নিন্ বাবা, মা পান দিলে।"

এবার নবীন তাহাকে কোলে লইয়া বলিল, "কে তোর বৌদিদিকে ফেলে দিয়েছে বল্।"

প্রেমচাঁদ একবার সরযূর দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠাকুর-মা সব জানে, জিজ্ঞাসা করুন না আপনি।"

নবীনচন্দ্র শায়িতা সুরমাসুন্দরীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, কাল বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন, সমস্ত আয়োজন ঠিক ক'রেছ, বামুন ঠাকুরকে সকালে আস্তে ব'লেছ ?"

এবার উঠিয়া বসিয়া সুরমাসুন্দরী বলিলেন, "হাঁ, তুমি সকালেই গঙ্গা স্নান ক'রে এসো, দেরি হবে না।"

নবীন। বৌ-মায়ের কি হয়েছে ?

সুরমা। তার মাথা ফেটে গিয়েছে।

নবীন। কি ক'রে ফাট্‌ল ?

সুরমাসুন্দরী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে আর তোমার শুনে কাজ নাই।"

নবীনচন্দ্র সাগ্রহে কহিলেন, "কেন মা ! সে কথা বল্‌তে তুমি এমন

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লে যে ? যাতে তোমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়েছে, তার ভিতরে অবশ্যই কোন মর্ম্মান্তিক যাতনা নিহিত আছে।”

সুরমাসুন্দরী, প্রেমচাঁদকে গৃহে লইয়া গিয়া নেক্‌লেস কাটা প্রভৃতি প্রফুল্ল সংক্রান্ত সমস্ত কথা, একে একে প্রকাশ করিলেন।”

শুনিয়া নবীনচন্দ্র বলিলেন, “মা সমস্যা ক্রমশঃই গুরুতর দাঁড়াইতেছে, আমি বেশ বুঝিতেছি, প্রফুল্ল কাহারও সহিত যুক্তি ক'রে, আমায় অপদস্থ কর্‌বার জন্য পদে পদে চেষ্টা কর্‌ছে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে এ্যাটর্ণি পদ লাভ ক'রে, সে যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করে, আমি তাহার সমস্ত কার্য্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য ক'রে থাকি। বড় দাদার উপদেশে আমি যে এ সংসারে কর্ত্তৃত্ব করি, ইহা প্রফুল্লের ইচ্ছা নহে। বড় দাদা তার কাছে সংসারের উন্নতির অনেক আশা করেন, সে তাঁহার উদারতা বুঝে না। আমাদের শান্তিময় সংসারে প্রাণে প্রাণে সে অশান্তির অনলকণা অতি প্রচ্ছন্নভাবে প্রজ্জলিত রেখেছে, সে অগ্নিকণার দিপ্তী আমি মাঝে মাঝে বেশ অনুভব করি। পুত্রাধিক স্নেহে সে সকল আমি উপেক্ষা ক'রে থাকি ; কিন্তু মা, সে যদি আমার মায়ের অসম্মান করে, আমার মাতৃস্থানীয়া নারী, যাকে আমি মা ব'লে ডাকি, তাদের অমর্য্যাদা করে, তা হ'লে আমি তাকে অবশ্যই শাস্তি দিব।”

সুরমা। একবার কীর্ত্তিকে এ সব কথা লিখ্‌লে হয় না ?

নবীন। না—মা ! তিনি সুদূর বিদেশে মাথা ঘামিয়ে অর্থ উপার্জ্জনে ব্যস্ত, বিশেষতঃ তাঁহার কার্য্য দায়িত্বপূর্ণ, তাঁকে এ সব ঘটনা জানিয়ে কাজ নাই, শুনে তিনি উতলা হবেন বৈ ত নয়।

সুরমা। তা সত্যি—কিন্তু প্রফুল্লকে শাসন কর্‌তে হ'বে।

নবীন। উপযুক্ত ছেলে, সেই জন্য আমি কিছু বলি না, দাদা এখানে থাক্‌লে; আমি বিশেষ ভাব্‌তেম না ; দেখা যাক্, বাড়্‌টা কতদূর যায়।

"এই দেখ না, নতুন নেক্‌লেসটা নষ্ট ক'রে দিয়েছে।" এই বলিয়া সুরমাসুন্দরী সেই কাটা নেকলেসটী নবীনচন্দ্রকে দেখাইলেন।

"দাও, আমি কাল ওটা ঠিক ক'রে আন্‌ব।" এই বলিয়া নবীনচন্দ্র তাহা লইয়া বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন।

সরযূ একদৃষ্টে তাহার গমন লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলিল, "স্বামী, দেবতা! কবে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হ'বে? সেই একটি দিনের অপরাধ তুমি কি এখনও বিস্মৃত হও নাই?"

সরযূ নবীনচন্দ্রকে প্রত্যহই কাছে পাইত, প্রত্যহই ভাবিত, আজ তাঁহার পায়ে ধরিয়া অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবে, কিন্তু সে নবীনচন্দ্রকে সম্মুখে দেখিলে, অন্তরে শতবার প্রণতি জানাইত, প্রকাশ্যে কিছুই বলিতে পারিত না, ইহা তাহার অদৃষ্টের বিড়ম্বনা নহে কি?

সে যে বিনানুমতিতে পিত্রালয়ে গিয়াছিল, সরযূ সেজন্য আত্মদোষ স্বীকার করিয়া পায়ে ধরিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা না করিলে, আর কথা কহিবেন না, এই স্থির সঙ্কল্পে নবীনচন্দ্রও অটল ছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ডাক্তার রে (Dr. Ray)

নবীনচন্দ্রের দ্বারা আহুত হইয়া ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়, ওরফে "রে" সাহেব, ভবানীর ভবনে গিয়া তাহার শাশুড়ীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক নবীনচন্দ্রের নিকট হইতে, তাঁহার নির্দ্ধারিত দর্শনী আটটি টাকা লইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। নবীনচন্দ্রকে তিনি রোগীর অবস্থা বড়ই সঙ্কট-জনক বুঝাইয়া তখন তথা হইতে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সেই অসহায় রমণীর অপরূপ প্রতিমূর্ত্তি ডাক্তারের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

এ জগতে রূপই যেমন নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, তেমনি আবার রূপই নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিপদ। দশজন প্রহরী বেষ্টিতা সুরম্য প্রাসাদবাসিনী সৌন্দর্য্যললামভূতা রমণী, যে রূপের প্রভাবে গৌরবময়ী, সহায় সম্পত্তিহীনা পর্ণকুটীরনিবাসিনী রূপসী, সেই রূপের জন্যই সদা সশঙ্কিতা। রূপে বশীভূত নহে কে? দুগ্ধপোষ্য বালক, যে চলিতে বলিতে পারে না, সেও কিশলয় শিরে প্রস্ফুটিত গোলাপ দেখিলে, তাহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করে; নিজের শক্তিও সামর্থ্য উপলব্ধি করিতে পারে না। দীপশিখার উজ্জ্বল লোহিতরূপে মজিয়া, পতঙ্গ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাতে ঝাপাইয়া পড়ে; রূপের প্রভাব দিগন্তবিস্তারিত।

রে সাহেব সুদূর যশোর জেলা হইতে অর্থোপার্জ্জনের আশায় আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া, একাগ্রতা গুণে এম, ডি, ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত হইয়া বরাহনগরে একটি ডিস্‌পেন্সারী খুলিলে, অল্পদিনের মধ্যেই পসার জমিয়া

গিয়াছিল। প্রথমে তিনি দুই টাকা দর্শনীতে রোগীর বাড়ী চিকিৎসায় যাইতেন, পসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দর্শনী চারি টাকা হইতে এখন আট টাকায় দাঁড়াইয়াছে। নবীনচন্দ্র এই ডাক্তারের পসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য, সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত রে সাহেব তাঁহার বাটীতে প্রথমের নির্দ্দিষ্ট দর্শনী, দুই টাকাতেই এখনও চিকিৎসা করিয়া থাকেন, অন্যত্রে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে যাইলেও এখন আট টাকারই ব্যবস্থা।

রে সাহেবের চিকিৎসা নৈপুণ্য অনন্যসাধারণ ছিল, তিনি বিনা কারণে রোগীর অভিভাবকের নিকটে একবারের স্থলে দুই তিনবার গিয়া, অযথা ভাবে "ফি" আদায়ের চেষ্টা করিতেন না। রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বুঝিলে, তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেন, তাঁহার ব্যবস্থাপত্র, তাঁহার অপেক্ষা উচ্চতম সাহেব ডাক্তারেও পোষকতা করিতেন এবং যে সকল রোগীর তিনি চিকিৎসা করিতেন, তাহারা প্রায়ই নিরাময় হইয়া উঠিত। এইজন্য রে সাহেবের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি জনসাধারণ্যে অত্যধিক মাত্রায় ছিল। কিন্তু এত গুণ থাকিলেও তাঁহার নৈতিক চরিত্র (Moral Character) খুব ভাল ছিল না; তবে একেবারে যে নিন্দনীয় তাহাও নহে। তিনি একখানি সুবৃৎ বাটী ভাড়া লইয়া তাহার নিম্নতলে ডাক্তারখানা খুলিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার স্ত্রী-পুত্র আত্মীয় স্বজন কেহই থাকিত না, তাহারা সকলেই যশোরে অবস্থিতি করিত। ডাক্তার সাহেব মাসে মাসে প্রচুর অর্থ তাহাদিগকে প্রেরণ করিতেন, বৎসরে তথায় দু'একবার যাইতেন এবং স্বদেশে অনেক ভূসম্পত্তি খরিদ করিয়া আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বরাহনগরে তিনি রাত্রিতে যখম অবস্থান করিতেন, তখন তাঁহার সমীপে অনেক প্রকার হাব ভাবশালিনী (Midwife) ধাত্রীর সমাগম হইত। তাহাদিগকে রে সাহেব সময়ে সময়ে স্ত্রী রোগীর (nurse) সেবায় নিযুক্ত

করিয়া কিছু কিছু পাওয়াইয়া দিতেন; কাহাকেও বা রাত্রিতে রাখিয়া আপনার সেবায় মনোনীত করিয়া সুখে যামিনী যাপন করিতেন। ডাক্তার ভবনে (Midwife) ধাত্রীর অবাধগতি। রে সাহেবও মাঝে মাঝে কোনও ধাত্রী লইয়া, তাঁহার নির্জ্জন গৃহে প্রণয়োপভোগ করিতেন। এই অবৈধ গুপ্ত প্রণয়ের ফলে, তাঁহার চরিত্র একটু কলুষিত হইয়াছিল, তাই তিনি নবীনচন্দ্রের সহিত ভবানীর গৃহে গিয়া, তাহাকে সহায় সম্পত্তি হীনা অপরূপ রূপসী দেখিয়া, আপন করায়ত্ত করিবার জন্য, মনে মনে উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন; কিন্তু তিনি নবীনচন্দ্রকে চিনিতেন, তাঁহার সহিত বিপক্ষতা করিয়া ,এ সুন্দরী বিধবাকে হস্তগত করা অনেক দুরূহ ব্যাপার, এইরূপ চিন্তা করিয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

আজ প্রভাতকালে তিনি আপনার ডাক্তারখানায় বসিয়া সমাগত রোগীর চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহার আশে পাশে, তাঁহার অপেক্ষা ছোট (Junior) ডাক্তার দুইজন বসিয়া, সমাগত রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রে সাহেবকে জানাইতেছেন, শুনিয়া রে সাহেব (prescription) ঔষধ-ব্যবস্থা করিয়া মুখে বলিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন তাহা লিখিয়া দিতেছেন। ক্রমে ক্রমে সমাগত রোগীর ভিড় কমিয়া গেল, রে সাহেব যাহার যাহার বাড়ী হইতে ডাক পাইয়াছিলেন, কম্পাউণ্ডার তাহার একটি ফর্দ্দ দিয়া গেল; ডাক্তার সাহেব তাহা পড়িতেছেন, এমন সময়ে নবীনচন্দ্রের বেহারা বিশুরাম, একখানি পত্র তাঁহাকে প্রদান করিল, পাঠান্তে ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "কা'র অসুখ ?"

বিশুরাম বলিল, "আজ্ঞে, বৌ-মায়ের।"

"যাও, আমি এগারটার মধ্যে যাব।" এই বলিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। সমাগত ডাক্তার দুই জনকে দুই এক স্থলে রোগী দেখিবার উপদেশ দেওয়ায় তাঁহারাও প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর রে সাহেব রোগী দেখিবার জন্য সহিসকে গাড়ী আনিতে উপদেশ দিয়া উঠিতেছেন, এমন সময়ে তথায় বীরেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বীরেন্দ্রনাথ সঙ্গতি সম্পন্ন জমীদার, তাঁহাকে সহসা তথায় দেখিয়া, রে সাহেব সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, তারপর বলিলেন, "(Well, what 's the news) কি সংবাদ ?"

বীরেন্দ্রনাথ সহাস্যে বলিলেন, "সংবাদ ভাল, আপনার সঙ্গে একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে।"

রে সাহেব তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "কি পরামর্শটা শুনি ?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি সে দিন নবীন বাবুর সঙ্গে একটি অনাথা বিধবার বাড়ী চিকিৎসা কর্‌তে গিয়েছিলেন ?"

রে-সা। হাঁ, গিয়েছিলুম বটে।

বীরেন্দ্র। সে বিধবাকে দেখেছিলেন ?

রে-সা। সম্পূর্ণ না হ'লেও একটু আড়াল থেকে দেখেছিলেম; (A beautiful lovely lady indeed !) বাস্তবিক সে অপরূপ সুন্দরী বটে।

বীরেন্দ্র। দেখুন, সে রূপসীকে আমি পাবার আয়োজন কর্‌ছিলেম, নবীনচন্দ্র তাকে আমার গ্রাস হ'তে বিচ্ছিন্ন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে, সে বেটা ভণ্ডামিগিরী ক'রে তাকে পাবার আশায়, কৌশলে সেখানে যাতায়াত করে, সে মেয়েটাও তাঁর সাম্‌নে বাহির হয়।

রে-সা। তা হয়,—আমি ইহা স্বচক্ষে দেখেছি, সে বৃদ্ধার অবস্থা ভাল নহে, আজ আছে কিনা ঠিক নাই।

বীরেন্দ্র। আজ রাত্রে আপনি ও আমি সেই রোগী দেখ্‌বার ছলে

সেখানে যাওয়া যাবে। তাকে আমার চাই, যত খরচ কর্‌তে হয়, তাতে আমি রাজি, আর যোগাড় হ'লে একটা নির্জ্জন বাগান বাড়ীতে তাকে রাখা যাবে।

রে-সা। তার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে খবর পেয়েছেন?

বীরেন্দ্র হাস্য করিয়া বলিলেন, "সে সব সন্ধান কি আর না রেখে আপনার কাছে এসেছি? আপনি ডাক্তার, সেখানে রোগী দেখ্‌বার জন্য একটু উদারতা দেখিয়ে ঘন ঘন যাতায়াত করুন, সেখানে কেউ থাকে না, আপনি ডাক্তার-মানুষ, আপনার সহায়তা পেলে, সে কৃতার্থ বোধ কর্‌বে। আর ভবতারণ ভট্টাচার্য্য নামে আমার এক অনুগত ব্রাহ্মণ তাকে নবীনের সংশ্রব ছাড়িয়ে আমাদের হাতে আনতে চেষ্টা কর্‌ছে।"

"আচ্ছা, সন্ধ্যার সময় দেখা যাবে, আমি আপনার বাড়ী য'ব,—এখন উঠি, নবীনবাবুর বাড়ীতে (call) ডাক আছে, তাঁ'র ভাইপো-বৌয়ের অসুখ ক'রেছে।" এই বলিয়া রে সাহেব উঠিবার উপক্রম করিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আর একটা কথা আপনাকে ব'লে দিচ্ছি,—প্রফুল্লের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের অন্তরে অন্তরে সদ্ভাব নাই, তাকেও একবার আমার সঙ্গে সন্ধ্যার পর দেখা কর্‌তে বল্‌বেন, সে ফন্দীবাজ আছে।"

"আচ্ছা, এখন আসি।" বলিয়া রে সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বীরেন্দ্রনাথ করমর্দ্দন ও বিদায়াভিনন্দন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা-সমস্যা

আজ নবীচন্দ্রের পিতৃদেবের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন। এই স্মরণীয় দিনে তিনি মদ্যপান করিতেন না, পিতার পুণ্যমূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া ভক্তিভরে পিতৃকৃত্য প্রতিবৎসরই সমাধা করিয়া থাকেন; সেই নিয়মে আজও তিনি যথারীতি গঙ্গাস্নান করিয়া আপনার কক্ষে আসিলে, হেমন্ত-কুমারী তাঁহাকে বলিল, "ঠাকুরপো! বৌ-মা কাল প'ড়ে গিয়ে, মাথায় আঘাত লেগেছিল, তার জন্য কাল রাত থেকেই খুব জ্বর হয়েছে।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "শুনেছি, ও জ্বর মাথা ফাটার জন্য, আমি ডাক্তারকে আসতে বলেছি, তিনি এখনি আস্‌বেন; আমি ও সম্বন্ধে সব ঠিক কর্‌ব, তোমরা ওদিকের কতদূর আয়োজন হ'ল দেখ।"

হেমন্তকুমারী বলিল, "সে সব মা ও নতুন বৌ ভোর বেলা থেকে ঠিক কর্‌ছে, তুমিও ব্রাহ্মণ ভোজনের আনা নেওয়া আগে হ'তেই ক'রে রেখেছ, বামুন ঠাকুর এলেই হয়।"

এমন সময়ে সুরমাসুন্দরী আসিয়া বলিলেন "নবীন, কাপড় ছেড়ে দালানে এস, বামুন ঠাকুর এসেছেন, আমি তাঁকে সকাল ক'রে আস্‌তে ব'লে দিয়েছিলেম।"

"চল যাচ্ছি, আমারও হয়েছে।" এই বলিয়া জননীর সহিত দু'এক পদ অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে সুরেশচন্দ্র আসিয়া বলিল, "ছোট কাকা বাবু! রে সাহেব এসেছেন।"

নবীনচন্দ্র সুরেশের সহিত গিয়া, ডাক্তার সাহেবকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রফুল্ল বসিয়াছিল, ডাক্তারের নাম শুনিয়া ছেলেরা সকলে ছুটিয়া আসিল, নবীনচন্দ্র ঘরের বাহির হইতে প্রেমচাঁদকে বলিলেন, "যা ত রে, তোর বৌ-দিদির যা যা কষ্ট হচ্ছে, জিজ্ঞাসা ক'রে ডাক্তার সাহেবকে সমস্ত বল্।"

প্রেমচাঁদ বৌদিদির কাছে ছুটিয়া গেল, ডাক্তার সাহেব প্রফুল্লের পার্শ্বে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। বাহির হইতে নবীনচন্দ্র প্রফুল্লকে দেখাইয়া বলিলেন, "ওর সঙ্গে আপনার তত আলাপ নাই বোধ হয়, এটী বড় দাদার বড় ছেলে।"

প্রফুল্লচন্দ্র সংসারের কোনও খোঁজ খবর রাখে না, বাহিরের লোকের সহিত বড় একটা মিশিত না, তাহার ডাক্তার সাহেবের সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল না। নবীনচন্দ্রের কথা শুনিয়া রে সাহেব বলিলেন, "ইনিই High Courtএর (হাইকোর্ট) Attorney (এ্যাটর্ণি) প্রফুল্ল বাবু?"

নবীন। আজ্ঞা হাঁ।

"আমি ওকে জানি, তবে আমার সহিত তেমন আলাপ ছিল না, আজ আলাপটা বিশেষ ভাবে হ'ল।" এই বলিয়া রে সাহেব প্রফুল্লের সহিত করমর্দ্দন করিলেন।

অতঃপর ডাক্তার সাহেব চারুবালার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ও মস্তকের আঘাত দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া উঠিলে, নবীনচন্দ্র তাঁহার দর্শনী (fee) দিয়া বলিলেন, "কি রকম দেখ্‌লেন?"

"ও কিছুই নয়—(Simple fever) সামান্য জ্বর। একটা (ointment) মলম ও একটা (fever mixture) ফিভার মিক্‌শ্চার দিয়েছি, ওতেই সেরে যাবে। আমার আর আস্‌বার আবশ্যক হবে না।" এই বলিয়া রে সাহেব গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

নবীনচন্দ্র তাঁহার সহিত নিম্নতল পর্য্যন্ত গিয়া, তথা হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক দালানে ব্রাহ্মণ ঠাকুরের কাছে গেলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রকে একা পাইয়া রে সাহেব বলিলেন, "আপনি একবার আজ সন্ধ্যার পর, জমীদার বীরেন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বেন, আমি এখানে আস্‌ব শুনে, আপনাকে তিনি এ কথা জানাতে ব'লেছেন।"

সাগ্রহে প্রফুল্লচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বলুন দেখি?" রে সাহেব ঈষৎহাস্য সহকারে বলিলেন, "বোধ হয় কোন (suit file) মোকর্দ্দমা রুজু কর্‌তে হবে।"

"(All right) আচ্ছা," বলিয়া রে সাহেবের সহিত করমর্দ্দন করিয়া প্রফুল্ল তাঁহাকে বিদায় দিলেন। অতঃপর সে অন্তঃপুরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "মা! আমার ভাত কোথায়? জান, আমার কোর্টে যাবার সময় হয়েছে, তবু এখনও কিছুই যোগাড় নাই।"

পাচিকা ঠাকুরাণী শশব্যস্তে আসিয়া ভাতের থালা নামাইয়া কহিল, "এই যে বাবা, আমি এনেছি, বৌ-মার অসুখ, আর ওরা সব আজ শ্রাদ্ধের কাজ কর্‌ছে, তুমি খাও আমি একে একে সব এনে দিচ্ছি।"

কীর্ত্তিচন্দ্র তাঁহার সংসারে ব্রাহ্মণপাচকের ব্যবস্থা না করিয়া, দূর সম্পর্কীয়া অনাথা আত্মীয় ব্রাহ্মণ বিধবাদিগকে রন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহারা রন্ধন-কার্য্য করিয়া দিলে সুরমাসুন্দরী স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করিয়া সকলকে খাওয়াইতেন।

আজ তিনি শ্রাদ্ধের জন্য নবীনচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত থাকায়, আহার স্থলে তাঁহাকে বা হেমন্তকুমারীকে না দেখিয়া, প্রফুল্ল বিরক্ত হইল, আহারে বসিয়া রন্ধনের নানাবিধ নিন্দা করিতে লাগিল; ডাল ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল, ব্যঞ্জনে লবণ কম হইয়াছে বলিয়া, তাহা পাতের চারিধারে ছড়াইয়া দিল। পাত্রাদি নিক্ষেপের শব্দ

শুনিয়া হেমন্তকুমারী তথায় আসিয়া প্রফুল্লের ব্যবহারে মর্ম্মাহতা হইল; কহিল, "কি হয়েছে বাবা? এত ছোড়াছুড়ি কেন?"

প্রফুল্ল তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ডাল ঠাণ্ডা, ভাত ঠাণ্ডা, এ সব কি আমি খাই?"

হেমন্তকুমারী কহিল, "না হয়, একদিন হয়েছে, তা ব'লে খাবার জিনিষ নিয়ে কি ওমন ছোড়াছুড়ি করে?"

প্রফুল্ল বলিল, "তা আমার যেটা রোচে না, তোমাদের সুবিধার জন্য আমায় তাই খেতে হবে নাকি? দেখ দেখি ভাতগুলো?"

হেমন্তকুমারী ভাতে হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, "এই ত বাছা! ভাত অমন গরম রয়েছে, এর চেয়ে গরম ভাত কি খাওয়া যায়?"

প্রফুল্ল বিরক্ত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি আর জ্বালিও না বল্‌ছি মা।"

হেমন্তকুমারী তাহার প্রতি তাকাইয়া বলিল, "প্রফুল্লের দেখ্‌ছি দিন দিন খুবই বাড়াবাড়ি হচ্ছে। তোমায় কিসে জ্বালাতন করা হ'ল? ছি, বাবা! খাবার সময় অমন করা কি ভাল?"

প্রফুল্ল মুখ ভঙ্গী করিয়া বলিল, "সে পরামর্শ তোমার সঙ্গে কর্‌বার দরকার নাই, এখন যা কর্‌ছিলে তাই করগে।"

ইহা শুনিয়া হেমন্তকুমারী আর কিছু না বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল, প্রফুল্লও আহার সমাপ্ত করিয়া উঠিয়া গেল।

পাচিকা ঠাকুরাণী ভাত লইয়া তথায় আসিয়া বলিল, "আর কিছু চাই না বাবা? এখনই খাওয়া হ'য়ে গেল?"

"হাঁ," বলিয়া প্রফুল্ল তথা হইতে আপন প্রকোষ্ঠে গিয়া ধড়া চূড়া পরিয়া বহির্গত হইল।

ফটকের কাছে জুড়ী ঘোড়ার গাড়ী প্রস্তুত ছিল, তাহাতে উঠিয়া

হাইকোর্ট অভিমুখে যাত্রা করিল। তারপর অন্যান্য ছেলেরা আহারাদি করিয়া আর একখানি গাড়ীতে স্কুলে যাত্রা করিল।

এদিকে নবীনচন্দ্র যথাবিধি পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া, দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, নিজে মধ্যাহ্ন ভোজন করিবার পর, বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। বিশুরাম তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। নবীনচন্দ্র তাকিয়া ঠেস দিয়া ধূমপান করিতেছেন, এমন সময়ে রাধারমণ আসিয়া কহিল, "মাষ্টার মশাই! রাধাশ্যামের মা মারা গিয়াছে, আমরা তাঁর অবস্থা ভাল নয় বুঝে তাঁর কাছেই ছিলাম।

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "কখন মারা গেল?"

রাধারমণ কহিল, "ঠিক বারটার সময়।"

নবীন। রে সাহেব আমাকে কাল রাত্রেই ব'লেছিলেন যে, আজ ওর দিন কাটে কি না সন্দেহ। যা হোক্, এস আমরা তার সৎকার ক'রে আসি। আহা, সে অনাথার আর কেউ নাই।

রাধা। আপনি আজ শ্রাদ্ধ-কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, পরিশ্রমও হয়েছে, আমাদের লোকজন সকলে হাজির, আপনি এখন বিশ্রাম করুন, আমরাই এ সৎকারটা সমাধা ক'রে আসি।

"আচ্ছা, এই দশটা টাকা নিয়ে যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে শ্মশানে দেখা কর্‌ব এখন।" এই বলিয়া নবীনচন্দ্র দেরাজ হইতে দশটি টাকা বাহির করিয়া রাধারমণকে দিলেন।

এই সময়ে কৃষ্ণদাসকে কোলে লইয়া এক বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল, "মাষ্টার বাবু! রাধুর মা ম'রে গিয়েছে, তার বৌ—বড় কাঁদ্‌ছে। এ সময়ে কি হবে তাই ভেবে অস্থির, আমি সেখানে যেতে, কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে দিয়ে আপনার কাছে খবর দিতে বল্‌লে। আপনি দীন দুঃখীর মা বা... ক'রে সে অনাথার এ সময়ে একটা উপায় করুন।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "চিন্তা নাই মা, রাধাশ্যাম আমার বন্ধু ছিল, তাহার জীবিতাবস্থায় আমরা যে সৎকার-সমিতি স্থাপন করেছিলেম, সেই সমিতিতে যে কোন দীন দুঃখী অনাথা, আতুর অসহায় নরনারী, যাদের সৎকার কর্‌বার সুবিধা ও সঙ্গতি নাই, যারা আমাদের প্রতিষ্ঠিত সৎকার-সমিতির সাহায্যপ্রার্থী, তাদের অভাব ও অভিযোগ আমরা স্বেচ্ছায় দূর ক'রে থাকি। তুমি কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে ক'রে বাড়ী যাও, আমাদের লোকজন গিয়ে এ সৎকার সম্পন্ন কর্‌বে, তাদের হাতে আমি সৎকারের খরচ দিয়েছি।"

"বেঁচে থাক বাবা," বলিয়া বৃদ্ধা কৃষ্ণদাসকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে কৃষ্ণদাস বলিল, "মা যে দেকেছে।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "মা! তুমি বলিও, তার কোনও চিন্তা নাই, আমি শ্মশানের ফের্‌তা, তার সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌ব। রাধারমণ! তুমি এদের সঙ্গে গিয়ে সমস্ত ঠিক কর?"

"এস মা!" বলিয়া রাধারমণ বৃদ্ধার সহিত কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

অতঃপর নবীনচন্দ্র ক্ষণকাল বিশ্রামের পর অন্তঃপুরে গিয়া জননীকে ডাকিলেন, সুরমাসুন্দরী তখন আহার করিতেছিলেন, হেমন্তকুমারী আসিয়া কহিল, "কেন গা ঠাকুর পো?"

নবীন। মা কোথায় বড় বৌ-দি?

হেমন্ত। এই খেতে ব'সেছেন।

নবীন। এত বেলা যে?

হেমন্ত। বামুন ভোজন হ'লে তিনি সব বাড়ী বাড়ী প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়ে, তবে খেতে বস্‌লেন।

নবীন। বৌ-মা আছে কেমন?

হেমন্ত। ভাল আছে, মাথার যন্ত্রণা অনেক কম।

"দেখ, বড় বৌ-দি! আমি এখন একটা সৎকার কর্‌তে যাচ্ছি, আমাদের দলের লোকজন সকলেই আছে, আমি কেবল তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌ব, যদি কোন কাজে দেরী হয়, তা হ'লে ছেলেদের পড়্‌তে ব'লো; আমি এসে তাদের যদি পড়া ব'লে দিতে হয় দোব।" এই বলিয়া নবীনচন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

হেমন্তকুমারী "আচ্ছা," বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। এই সময়ে বসন্তকুমারী আসিয়া কহিল, "ঠাকুরপো গেল কোথায়?"

হেমন্ত। একটা সৎকার কর্‌তে, এসে ছেলেদের পড়া নেবে।

বসন্তকুমারী মুখ ভঙ্গী করিয়া বলিল, "হাঁ, পড়া আর ব'লে দিতে হ'বে না,—খুব খানিক মদ গিলে আস্‌বে এখন।"

"দূর! এ শ্রাদ্ধের দিন ছোট ঠাকুরপো মদ ছোঁয় না, তুমি কি তা জান না। আর মদ খেলেও অন্য দিন সে ছেলেদের পড়া শুনাতে অবহেলা করে না।" এই বলিয়া হেমন্তকুমারী তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

বসন্তকুমারী মুখ হাত ঘুরাইয়া কহিল, "যা বল দিদি, আমার কিন্তু ঠাকুরপো'র ছেলে পড়ানোতে বিশ্বাস হয় না, অত মদে ভরপুর থাক্‌লে কখনও পড়ান যায়?"

হেমন্তকুমারী একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি না হয় তার পড়ান একবার এক্‌জিমিন (examine) ক'রে দেখ না।"

বসন্তকুমারী গম্ভীর মুখে কহিল, "তুমি ঠাট্টা রেখে দাও, ও যে ছেলেদের ভাল ক'রে পড়ায় না, তা আমি শুনেছি।"

হেমন্ত। কে বল্‌লে?

বসন্ত। যে লেখা পড়া জানে, সেই ব'লেছে।

হেমন্তকুমারী এই কথা শুনিয়া কহিল, "যে একথা বলেছে, সে মিথ্যা-বাদী, আমি ও সব কথা শুন্‌তে চাই না, ঠাকুরপো কখনও লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়ায় অবহেলা করে না, এ আমি খুব জানি।"

বসন্তকুমারী তাঁহাকে আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, কেবল "তা বেশ," বলিয়া আপনার প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল। হেমন্তকুমারী বৌ-মায়ের কাছে গিয়া বসিল।

যথাসময়ে ছেলেরা স্কুল হইতে আসিল, জলযোগের পর খেলা ধূলা করিয়া বৈঠকখানায় গিয়া তাহারা আপনাপন পাঠে মনোনিবেশ করিল। হেমন্তকুমারী পূর্ব্বেই তাহাদিগকে জানাইয়াছিল যে, নবীনচন্দ্র সৎকার-সাধনে শ্মশানে গিয়াছেন, তাহারা যেন নিজে নিজে পাঠাভ্যাস করে; সেই নিমিত্ত তাহারা যত্ন সহকারে পাঠে মন দিয়াছিল।

এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র জুড়ী ঘোড়ার গাড়ীতে আসিয়া, বৈঠকখানার দ্বারে উপস্থিত হইল, তাহার সঙ্গে একজন পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবক ছিল। প্রফুল্ল, তথায় নবীনচন্দ্র বা তাঁহার সঙ্গীদিগকে না দেখিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়া নরেন ও হরেন্দ্রকে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যুবককে বলিল, "দেখুন, এই ছেলে দু'টীকে আপনি পড়াবেন, বড়টী পড়ে 3rd classএ (থার্ড ক্লাসে), ছোটটী 5th classএ (ফিফ্‌থ ক্লাসে); এদের পড়াতে কোনও কষ্ট হবে না, ছেলেরা খুব shining (মেধাবী)।

যুবকটী বলিল, "বেশ, আমি চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব।"

প্রফুল্ল গম্ভীর ভাবে কহিল, "আজ থেকেই পড়াতে আরম্ভ করুন।"

ইহা শুনিয়া সুরেশচন্দ্র বলিল, "ইনি এদের পড়াবেন কেন দাদা? ছোট কাকাবাবু ত এখনই আস্‌বেন।"

প্রফুল্ল বলিল, "কাকী-মা, নরেন ও হরেনকে পড়াবার জন্য একটা মাষ্টার ঠিক কর্‌তে আমায় ব'লেছিল, তাই এঁকে আমি আজ এনেছি।

আপনি ওদের পড়াতে সুরু করুন মাষ্টার মশাই।" এই বলিয়া প্রফুল্ল অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। আগন্তুক যুবকটী ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কার কাছে লেখা পড়া কর্‌তে?"

নরেন্দ্র বলিল, "আমার কাকা বাবুর কাছে।"

যুবক। তিনি কি আর পড়াবেন না?

নরে। কেন পড়াবেন না? তিনি ত এখনও আমাদের পড়া ব'লে দেন। আপনি কি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—হেড মাষ্টারের নাম শুনেন নাই? তিনিই আমার ছোট কাকা—আমাদের পড়ান।

"তিনি ত এম, এ? এক সময়ে আমারও মাষ্টার ছিলেন, তাঁর কাছে আমি অনেক শিক্ষালাভ ক'রেছি, তিনি যাঁদের পড়ান, সে স্থলে আমি তোমাদের পড়াব? আমার বিদ্যা (F. A.) এফ এ, পর্য্যন্ত। প্রফুল্ল বাবু ত আগে এ সব কথা আমায় বলেন নাই। ছি ছি! মাষ্টাব মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'লে আমার মাথা কাটা যাবে; আমি চল্‌লেম।" এই বলিয়া আগন্তুক যুবক দ্রুত পদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

সুরেশচন্দ্র বলিল, "কাকা বাবুর নাম শুনেই উনি যে "প এ" আকার দিলেন, না জানি তাঁর পড়ান শুন্‌লে কি কর্‌তেন। তা নরেন! মেজ কাকী-মা বড় দাদাকে আবার মাষ্টার রাখবার কথা বল্‌লে কেন ভাই?"

নরেন্দ্র কহিল, "কি জানি মেজ দাদা, আমি গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।" এই বলিয়া সে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল, তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছিল, প্রফুল্লচন্দ্র জলযোগ করিয়া সদর্পে আপন প্রকোষ্ঠে বসিয়া একখানি সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছিল, বড় ও মেজ বৌ এবং সুরমাসুন্দরী দালানে বসিয়া নানারূপ কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে নরেন্দ্রনাথ তথায় গিয়া বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মা, তুমি বড় দাদাকে একজন মাষ্টার আন্‌তে ব'লেছিলে?"

বসন্তকুমারী সাগ্রহে কহিল, "কেন, হয়েছে কি ?"

নরে। বড় দাদা আজ একজন মাষ্টার এনেছিল আমাদের পাড়াবে ব'লে।

সুরমাসুন্দরী তথায় বসিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "কি হয়েছে রে নরু ?"

নরেন্দ্র কহিল, "আমাদের পড়াবে ব'লে বড় দাদা একজন নূতন মাষ্টার এনেছিল।"

সুরমাসুন্দরী বলিলেন, "তাকে কে আন্‌তে বল্‌লে ? কেন, তোদের কি পড়া হয় না ?"

নরেন্দ্র বলিল, "কেন হবে না ? ছোট কাকা বাবুর লেখা দেখে আমাদের ক্লাসের মাষ্টার, অন্য সব ছেলেদের সেই রকম লিখিয়ে দেন।"

সুর। তবে মেজ বৌ এ মাষ্টারের জন্য প্রফুল্লকে বুঝি ব'লেছিলে ?

বসন্তকুমারী চুপ করিয়া রহিল, কি যে বলিবে তাহা ঠিক করিতে পারিল না।

সুরমাসুন্দরী গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন, "প্রফুল্ল ! ওরে প্রফুল্ল !"

প্রফুল্ল ঘরের মধ্যে বসিয়া সকল কথা শুনিতেছিল, এখন ঠাকুর মায়ের আহ্বানে বিরক্ত হইয়া কহিল, "কেন ?"

সুরমাসুন্দরী বলিলেন, "এ দিকে আয়।"

প্রফুল্ল গম্ভীরভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বলিল, "তুমি বাবু আর তুই-তোকারি ক'রে কথা কয়ো না আমার সঙ্গে।"

সুর। ওঃ—কি আমার মদ্দ পুরুষ গো, বলি তুই কার পরামর্শে এ নূতন মাষ্টার এনেছিলি রে ?

বসন্তকুমারী প্রফুল্লের মুখের প্রতি চাহিলে, প্রফুল্ল একটু হাসিয়া বলিল, "কেন হয়েছে কি ?"

নরেন্দ্র বলিল, "সে মাষ্টার ছোট কাকার নাম শুনেই পালিয়েছেন।"

বসন্তকুমারী বলিল, "তা বেশ হয়েছে, তোরা আর এ কথা তোর ছোট কাকা বাবুকে বলিস্ না।"

সুরমাসুন্দরী বিরক্ত ভাবে কহিলেন, "এ সব কথা তাকে বলা চাই বই কি বৌ-মা! প্রফুল্ল কার পরামর্শে এ কাজ ক'রেছে তা আমি শুন্‌তে চাই। জানিস্ প্রফুল্ল—এ কাজ তোর কতদূর অন্যায়! এতে আমার নবীনকে অপমান করা হয়েছে; মেজ কি বড় বৌ-মা এ মাষ্টার আন্‌বার কথা প্রফুল্লকে ব'লেছিলে?"

হেমন্তকুমারী কাতরভাবে বলিল, "আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না মা।" মেজ-বৌ আমায় বল্‌ছিল যে, কে ওকে ব'লেছে ছেলেদের পড়া হয় না, ঠাকুরপো মদ খেয়ে চুর হ'য়ে থাকে।"

সুরমা। এ কথা কে ব'লেছে তোমায় মেজ-বৌ মা?

বসন্তকুমারী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আমি তোমায় ও কথা কখন ব'লেছি দিদি?"

প্রফুল্লচন্দ্র সদর্পে কহিল, "যদি ব'লেই থাকে, তাতে দোষটা হয়েছে কি?"

সুরমাসুন্দরী কহিলেন, "তবে তোরা দু'জনে পরামর্শ ক'রে এই কাজ করেছিস্। মেজ বৌ-মা, তুমি ছেলেমানুষ নও। জান, কীর্ত্তি আমার নবীনকেই ছেলেদের পড়াবার ভার দিয়েছে? নবীনও তাতে অবহেলা করে না, এ সব জেনে শুনে নতুন মাষ্টার আন্‌বার কথা তোমার প্রফুল্লকে বলা কতদূর অন্যায়?"

প্রফুল্ল। অন্যায় কিসে?

বসন্তকুমারী বলিল, "অন্যায় বৈ কি, এক শ' বার অন্যায়।"

কথায় কথায় প্রফুল্লের মেজাজ সপ্তমে চড়িল, সে বড় বৌ ও ঠাকুর-

মাকে কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিল; সুরমাসুন্দরীও প্রফুল্লকে তিরস্কার করিতে ছাড়িলেন না, ফলে তথায় এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। এই সময়ে ধীরে ধীরে নবীনচন্দ্র তথায় আসিয়া কহিলেন, "এ সব হচ্ছে কি মা?"

সুরমাসুন্দরী প্রফুল্লের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, তিনি নবীনচন্দ্রের কথার কোন উত্তর দিলেন না। প্রফুল্ল নবীনকে দেখিয়া গৃহ মধ্যে চলিয়া গেল।

হেমন্তকুমারী সহাস্যে কহিল, "আজ তুমি দুপুর বেলা শ্রাদ্ধ ক'রেছ, রাত্রে কাঙ্গালী বিদায় হচ্ছে,—তাই এত গণ্ডগোল।"

বসন্তকুমারীও প্রফুল্লের ন্যায় তথা হইতে পলাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া নবীনচন্দ্র কহিলেন, "যাচ্ছ কেন মেজ-বৌদি? একটু বস না, আমায় দেখে সকলে চ'লে যাও কেন? যদি তোমরা কেউ আমার উপর বিরক্ত হ'য়ে থাক, যদি কোনও কার্য্যে আমার দোষ থাকে, সেটা আমার সামনে স্পষ্ট ক'রে বল, আমি আমার দোষ সংশোধন কর্‌ব; তোমরা আমার গুরুজন, আমার অপরাধ তোমাদের কাছে সর্ব্বদা মার্জ্জনীয় নহে কি?"

বসন্তকুমারী নবীনচন্দ্রের উপর মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু আজ তাঁহার মুখে এ সকল কথা শুনিয়া সে বড়ই অপ্রতিভ হইল, তাহার কোনও কথা কহিবার শক্তি যেন কে অপহরণ করিয়া লইল।

নবীনচন্দ্র আবার বলিলেন, "চুপ ক'রে রৈলে যে মেজ-বৌদি! বল, তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছ?"

বসন্তকুমারী মুখাবনত করিয়া বলিল, "না—না ঠাকুরপো! আমি তোমার উপরে অসন্তুষ্ট হ'ব কেন? আর হ'লেই বা আমি তোমার কি অনিষ্ট কর্‌তে পারি বল?"

এই কথা শুনিয়া নবীনচন্দ্র বলিলেন, "কি অনিষ্ট কর্‌তে পার তা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছ? জান মেজ-বৌদিদি! বড় ও মেজ দাদা বিদেশে অবস্থিতি ক'রে, আমার উপরে এ সংসারের কর্তৃত্ব ভার দিয়েছেন? ঈশ্বর সাক্ষী, ধর্ম্ম সাক্ষী, সাক্ষাৎ ঈশ্বরীরূপিণী মা রয়েছেন, তাঁর পবিত্র চরণ সাক্ষী ক'রে আমি বল্‌ছি, আমি তাঁহাদের আজ্ঞা পালনে কখনও অবহেলা করি নাই। কখনও স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে এ সংসারের অবনতি কামনা করি নাই, তোমাদের মনস্তুষ্টি সাধনায় আমি কখনও কৃপণতা করি না। তবে কি অপরাধে তুমি এ সুখ শান্তিময় সংসারে অতৃপ্তির অনল-কণা হৃদয়ে ধারণ কর্‌ছ? এক দিন ঘটনা-বায়ু তাড়নায় এই ধূমায়িত বহ্নি যে ভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত হবে, তাতে আমরা সকলেই ভস্মীভূত হ'য়ে যেতে পারি তা জান?"

বসন্তকুমারী বলিল, "আমি তোমার কি ক'রেছি ঠাকুরপো! যে তুমি এত কথা শোনাচ্ছ?"

নবীনচন্দ্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কি ক'রেছ, তা কি তুমি এখনও বুঝ্‌তে পার নাই মেজ-বৌ? তুমি সামান্য স্ত্রীবুদ্ধি নিয়ে, তোমার সুকুমার মতি সন্তানদের শিক্ষা সমস্যায় হস্তক্ষেপ কর্‌তে চাও? আমি সুরেশের মুখে সমস্ত কথা শুনেছি, তোমার পরামর্শে আজ একজন মাষ্টার আনা হয়েছিল তা জান? কই, বড় বৌদিদি মাষ্টার রাখ্‌বার ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই।"

সুরমাসুন্দরী এতক্ষণ নীরব ছিলেন, এক্ষণে তিনি বলিলেন, "মেজ বৌ-মা! তুমি এ মাষ্টার আন্‌তে প্রফুল্লকে কি ব'লেছিলে?"

বসন্তকুমারী বড়ই মুস্কিলে পড়িল, একবার ভাবিল সে "না" বলিয়া সকল কথা উড়াইয়া দেয়, আবার ভাবিল যদি প্রফুল্ল সকল কথা স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাকে সকলের সমক্ষে মিথ্যাবাদিনী হইতে হইবে, এইজন্য সে নীরবে ছল ছল নেত্রে একদিকে চাহিয়া রহিল।

সুরমাসুন্দরী কহিলেন, "বল না, চুপ ক'রে আছ যে ?"

বসন্তকুমারীর এবার মুখ শুষ্ক হইল, সে কাতর স্বরে বলিল, "মা! আমার অপরাধ হয়েছে। আমি শুনেছিলেম যে ঠাকুরপো মদ খেয়ে বেড়ায়, ছেলেদের ভাল ক'রে পড়ায় না, তাই একজন মাষ্টার রাখ্‌বার কথা উঠেছিল।"

সুরমা। এ কথা কে ব'লেছিল ? তোমার বাবা, না তোমার ভাই ?

বসন্ত। না—মা, তাঁরা এ সকল কথা কিছু বলেন নি।

সুরমা। তবে ?

এই "তবে" শুনিয়া হেমন্তকুমারী বলিল, "যাক্ মা! আর ও সব কথায় কাজ নেই। মেজ বৌ,—তোমার অন্যায় হয়েছে, মায়ের কাছে তোমার ও সব কথা বলা উচিত ছিল ;—ঠাকুর-পো! কিছু মনে ক'রো না ভাই।"

বসন্তকুমারী মার্জ্জনা চাহিলে সুরমাসুন্দরী কহিলেন, "আমি বুঝেছি, এর ভিতরে প্রফুল্ল আছে, আর সেই জন্যেই সে গায়ের জ্বালায় আমায় এতটা অপমান কর্‌লে।"

এই কথা শুনিয়া নবীনচন্দ্র রাগান্বিত স্বরে কহিলেন, "কি বল্‌লে মা! প্রফুল্ল তোমার অপমান ক'রেছে ?"

নবীনের সে তেজোদ্দীপ্ত গম্ভীর স্বরে সে স্থল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, বসন্তকুমারীর হৃদয় কাঁপিল। প্রফুল্লচন্দ্র, যে নবীনের বিরুদ্ধে নানারূপ জল্পনা করিতে ভয় পায় নাই, কতবার তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কত কথা সাহসপূর্ব্বক বলিয়াছে, সেও আজ "তোমার অপমান ক'রেছে" এই কথা শুনিয়া একটু বিচলিত হইল।

সুরমাসুন্দরী বিরক্তভাবে বলিলেন, "ক'রেছেই ত, সে দু' পয়সা

রোজগার কর্‌তে শিখে যেন ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রে, তার স্পর্দ্ধা বড় বেড়েছে।"

হেমন্তকুমারী কাতর ভাবে বলিল, "যেতে দাও মা, সে ছেলে মানুষ, না বুঝে দু'টো কথা ব'লে ফেলেছে, তা আর গায়ে মেখো না। ঠাকুরপো, প্রফুল্লের যথেষ্ট অন্যায় হয়েছে, এবার তাকে আমার উপরোধে ক্ষমা কর।"

নরেন্দ্রনাথ সেই স্থলে বসিয়া এতক্ষণ সকল কথা শুনিতেছিল, সে নবীনের শান্ত শিষ্ট মূর্ত্তিই দেখিয়াছে, ক্রোধের বিভীষণ মূর্ত্তি বড় একটা দেখে নাই, আজ দেখিয়া একটা ভাবী বিপদের আশঙ্কায়, স্তম্ভিত ভাবে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

নবীনচন্দ্র হেমন্তকুমারীর কথা শুনিয়া একটু নম্রস্বরে বলিলেন, "বড় বৌদিদি! প্রফুল্লের আচরণ বড়ই নিন্দনীয়; সে সময়ে সময়ে আমায় অনেক অবমাননার কথা ব'লেছে, সন্তান জ্ঞানে বড় দাদার অনুপস্থিতিতে আমি তাহা অম্লান বদনে হাসিয়া সহ্য ক'রেছি। সেই জন্য তার স্পর্দ্ধা বেড়েছে, নচেৎ আমরা বর্ত্তমানে সে আমার মাকে অপমান কর্‌বার সাহস কর্‌তে পার্‌তো না? আমাকে সে যদি দু'টা অন্যায় কথা বলে, আমি তা সহ্য কর্‌তে পারি, কিন্তু মায়ের প্রতি তাহার অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন আমার অসহ্য, তাহাতে আমি তাকে কিছুতেই ক্ষমা কর্‌ব না। যদি বড় দাদা এ স্থলে উপস্থিত থাক্‌তেন, তা' হলে এখনি আমি তার কাণ ধ'রে টেনে এনে, যে মুখে সে আমার মাকে অবজ্ঞার কথা ব'লেছে, সেই মুখ পাদুকা প্রহারে সংযত ক'রে দিতাম।"

সুরমাসুন্দরী বলিলেন, "সেটা করাই উচিত; ছি ছি! লেখা পড়া শিখে, রোজগার ক'রে শেষে ওর এমন স্বভাব হ'ল?"

যে প্রফুল্ল, নবীনের সমক্ষে দাঁড়াইয়া, তাহার মদ্য পানের জন্য প্রতিবাদ করিতে সাহস করিয়া, কতবার তাঁহাকে কত কথা শুনাইয়াছিল, আজ

সেই প্রফুল্ল, নবীনের মুখ-নিঃসৃত পাদুকা প্রহারের কথা শুনিয়াও তাহার সম্মুখে বাহির হইল না ; গৃহে বসিয়া নীরবে সকল কথা শুনিতে লাগিল।

সুরমাসুন্দরী যে প্রফুল্লের কটুবাক্যে সাতিশয় মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া হেমন্তকুমারী বলিল, "মা! প্রফুল্লের দোষ মার্জ্জনা কর, আমি তাকে তোমার পায়ে ধরাচ্ছি," এই বলিয়া সে প্রফুল্লকে ডাকিল।

প্রফুল্ল কোনও উত্তর দিল না, সে বসন্তকুমারীর সহিত কত না পরামর্শ করিয়াছে, এক্ষণে তাহার সমক্ষে সে যে ঠাকুর মায়ের পায়ে ধরিবে, ইহা তাহার পক্ষে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল।

হেমন্তকুমারীর প্রতি প্রফুল্লের এই অবজ্ঞার ভাব দেখিয়া নবীনচন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "প্রফুল্ল!"

প্রফুল্ল তথাপি গৃহমধ্যে নীরবে বসিয়া রহিল।

নবীনচন্দ্র নরেন্দ্রকে বলিলেন, "যা ত রে, তোর বড় দাদাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে আয় ত।"

নরেন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, তাহার হাত ধরিয়া ডাকিয়া আনিল। প্রফুল্ল মুখাবনত করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া বলিল, "কেন?"

নবীনচন্দ্র কহিলেন, "তুমি আজ আমার মাকে অপমান ক'রেছ?"

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল, হাঁ, না, কিছুই কহিল না।

বসন্তকুমারী তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক একটু টানিয়া বলিল, "যাও—ঠাকুর মায়ের কাছে মাপ চাও।"

কি জানি, কি ভাবিয়া প্রফুল্ল সুরমাসুন্দরীর সমীপে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিল।

নবীনচন্দ্র তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সাবধান প্রফুল্ল!

আমার প্রতি তুমি অন্যায় ও অসূয়া ব্যবহার কর্‌লে, আমি তোমার সে ব্যবহারে মর্ম্মাহত হ'লেও ক্ষমা কর্‌তে পারি, কিন্তু আমি বর্ত্তমানে তুমি আর কখনও আমার মাকে দুর্ব্বাক্য বলিও না; অথবা যাঁহাদের আমি মাতৃ সম্বোধন ক'রে মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করি, তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ কর্‌বার স্পৃহা তুমি হৃদয় হ'তে মুছে ফেলিও। মা—ঈশ্বরীর প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপিণী, যে আমার মাকে অপমান কর্‌বে, তার উচ্ছেদ সাধনে আমার এ দুর্ব্বল হস্ত অযুথ করী-বলে প্রবল হ'য়ে উঠ্‌বে জেনো।"

ইহা শুনিয়া প্রফুল্ল অধোবদনে সে স্থল পরিত্যাগ করিয়া আপনার প্রকোষ্ঠ মধ্যে পুনঃ প্রবিষ্ট হইল।

তারপর নবীনচন্দ্র বসন্তকুমারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আর মেজ-বৌ-দিদি! তুমিও শোন, তুমি আমার যে মদ্য পানের জন্য, সামান্য মাতাল ভেবে, আমায় কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলনকারী মনে ক'রে, সুকুমার-মতি সন্তানদিগের শিক্ষা সমস্যায় হস্তক্ষেপ ক'রেছিলে, সেই স্মৃতি হৃদয়পটে জাগরিত রাখ্‌বার জন্য, আমি আজ হ'তে মদ্য পানাভ্যাস ত্যাগ কর্‌লেম। বড় ও মেজ দাদা, বড় আশা ক'রে যে কার্য্যে আমায় নিযুক্ত ক'রেছেন, সে কার্য্য সাধনে আমার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগে কখনও কৃপণতা কর্‌ব না। মা! আজ হ'তে তোমার নবীন পরিমিত মদ্য পানাভ্যাসও ত্যাগ কর্‌লে, আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি এ প্রতিজ্ঞা পালনে কৃতকার্য্য হই।" এই বলিয়া তিনি সুরমাসুন্দরীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

সরযুবালা অন্তরাল হইতে স্বামীর কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল, সে মনে মনে ভাবিল, "একদিন আমিও ঐরূপে স্বামীর চরণতলে পড়িয়া আমার বাল্য জীবনের কৃত অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিব।"

বসন্তকুমারী বিস্ময়াপ্লুত চিত্তে নবীনচন্দ্রের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বলিল, "ঠাকুরপো! আমায় ক্ষমা কর; আমি তোমায় চিন্‌তে পারি নাই।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

এ্যাটর্ণি-এ্যাট-ল (Attorney-at-law)

প্রফুল্লচন্দ্র সেদিন নবীনচন্দ্রের ব্যবহারে আপন অভিষ্ট সাধনে বিফল মনোরথ হইয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল যে, নূতন মাষ্টার নিযুক্ত হইয়াছে দেখিলে, নবীনচন্দ্র বিরক্ত হইয়া ছেলেদের পড়াইবেন না; আর না পড়াইলে, এই অবহেলার কথা বসন্তকুমারীকে দিয়া তাহার স্বামীকে জানাইবে, তিনি কীর্ত্তিচন্দ্রকে একথা জানাইলে অবশ্যই তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু নবীনচন্দ্র যাহা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে কীর্ত্তিচন্দ্রের প্রীতি ও স্নেহ যে তাঁহার উপর সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইবে, ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। বসন্তকুমারী তাহার পরামর্শ শুনিয়া যে কার্য্য করিয়াছিল, সে নিমিত্ত শাশুড়ী ও নবীনের সমীপে অমন সরলভাবে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলে, সে যে তাহার নিকটে নবীনের বিপক্ষে কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবে না, তাহা মনে মনে স্থির বুঝিয়াছিল। হেমন্তকুমারী যে প্রফুল্লকে জোর করিয়া ঠাকুর মায়ের কাছে তাহার ত্রুটি স্বীকার করাইয়াছিল, এজন্য সে জননীর উপরও বিরক্ত হইয়াছিল। চারুবালা এই সকল কথা লইয়া তাহার নিন্দা করিলে, সে তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া, আপনার গায়ের জ্বালা কথঞ্চিৎ উপশম করিয়া লইল। নবীনচন্দ্রের এমন উদার হৃদয় ও আচরণের জন্য, তাঁর সমীপে কৃতজ্ঞ না হইয়া, সে তাঁহাকে নানারূপ বিপদজালে জড়িত করিবার নিমিত্ত, একটা সাঙ্ঘাতিক মোকর্দ্দমায় ফেলিবার আয়োজন করিতে বসিল।

একার্য্যে তাহার সঙ্গী ও সহায় জুটিল ডাক্তার রে সাহেব, বীরেন্দ্রনাথ ও ভবতারণ ভট্টাচার্য্য।

বীরেন্দ্র ও রে সাহেব পরামর্শ করিয়া, যে দিন ভবানীর শাশুড়ী মারা গিয়াছিল, সেই রাত্রিকালে তাঁহারা উভয়ে রোগী দেখিবার ছলে ভবানীকে দেখিতে গিয়াছিল। তখন নবীনচন্দ্র তাহার শাশুড়ীর সৎকার-কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক, ভবানীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আপন বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাটীতে ভবানীর এক বৃদ্ধা আত্মীয়া ছিল, যাহার সহিত কৃষ্ণদাস নবীনচন্দ্রের বাটীতে গিয়াছিল, তাহাকে ভবানী অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, সে রাত্রে তথায় থাকিতে বলিয়াছিল।

রাত্রিকালে তাহাদের বাটীর দ্বারসমীপে গাড়ী উপস্থিতির শব্দ শুনিয়া, সে তথায় যাইলে, দ্বারে আঘাত করিবামাত্র দ্বার খুলিয়া দিল। রে সাহেব তখনও সাহেবী সজ্জায় ছিলেন, তিনি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, বীরেন্দ্রনাথও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। বৃদ্ধা রোগীর মৃত্যু সংবাদ দিয়া, তাঁহাদিগকে আর অগ্রসর হইতে দেয় নাই, ভবানীও গৃহ হইতে বাহির হয় নাই। ফলে তাঁহাদিগকে সে রাত্রেও বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। সেই প্রসঙ্গ লইয়া আজ সন্ধ্যার পর, বীরেন্দ্র-নাথ তাঁহার উদ্যান-বাটীস্থ সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসিয়া, রে সাহেবের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ ঢালা বিছানায় তাকিয়া ঠেস্ দিয়া, অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় গড়্‌গড়ায় ধূমপান করিতেছেন, রে সাহেব একখানি শোফায় বসিয়া আছেন। বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে দিন আমাদের পরিশ্রমই সার হ'ল, ছুঁড়ীটা একবার ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌ত, তা হ'লেও একবার দেখে প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ত।"

রে সাহেব মুখ হইতে একরাশ চুরুটের ধোঁয়া বাহির করিয়া বলিলেন, "(Beautiful indeed ! I have very seldom seen such a

lovely damsel) "সুন্দরী বটে, আমি কদাচিৎ ওরূপ সুন্দরী রমণী দেখিয়াছি।"

বীরেন্দ্রনাথ সহাস্যে কহিলেন, "(A thing of beauty is joy for ever) সুন্দর জিনিষ, চিরকাল আনন্দদায়ক। আমরা এমন সুন্দরীর সন্ধান পেয়ে তা'কে ছেড়ে দোব? ডাক্তার সাহেব! তা হ'তেই পারে না, (we must have her) আমরা তাকে অবশ্যই যোগাড় কর্‌ব। (win or fail—shall try a chance) জিতি কিম্বা হারি—এক চাল-চে'ষ্টে দেখা যাবে।"

রে সাহেব আর একবার চুরুট টানিয়া, ধুমোদ্গীরণ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু ব্যাপার বড় সোজা নয়! আপনি ত নবীনচন্দ্রকে জানেন, তিনি যে অপূর্ব্ব ত্যাগ স্বীকার ক'রে, "সৎকার-সমিতির" প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতে তাঁর যশঃসৌরভ দিগ্‌দিগন্তে বিঘোষিত। তিনি দীন, দুঃখী, হিন্দু মুসলমান, জাতি নির্ব্বিশেষে সকলকেই সমভাবে সাহায্য দান করেন, ইহাতে দেশের সকলেই তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করে। তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়া এ সুন্দরীকে সংগ্রহ করা অতীব কঠিন।"

বীরেন্দ্র। দিন না, বেটাকে একদিন আপনার ডাক্তারখানায় এনে খানিকটা মরফিয়া মদের সঙ্গে খাইয়ে, আপদ চুকে যাক্‌। আমাদের ভবতারণ ভট্টাচার্য্য তার উচ্ছেদের জন্য কায়মনে ত্রিসন্ধ্যায় স্বস্ত্যেন কর্‌ছে, আর এদিকে আমাদের (Attorneyও) এ্যাটর্ণিও রয়েছে তার ঘরের শত্রু, (at lawএ) আইনের ফ্যাসাদে ফেলে তাকে একবার জব্দ ক'রে দিচ্ছি দাঁড়ান না। তাঁর পরোপকার ব্রত ধারণ ঘুরে যাবে।

রে সাহেব। তার ভাইপো ত কাল দেখা দিয়েই চ'লে গেল।

বীরেন্দ্র। কাল তার কি একটা কাজ ছিল, আজ এমন সময়ে আস্‌বার কথা আছে।

রে সাহেব। সে কি আর তার খুড়োর বিপক্ষে কোনও মতলব আঁটবে।

ইহা শুনিয়া বীরেন্দ্রনাথ উচ্চহাস্যে কহিলেন, "আছে—আছে, এর মধ্যে রহস্য আছে। আপনি জানেন না, নবীনের উপর এই এ্যাটর্ণি পুঙ্গবের একটা ভারি রাগ আছে; নবীন বাবুই আমাকে ওর সঙ্গে (introduce) আলাপ পরিচয় করিয়ে দেয়, আমিও আমার বন্ধুবান্ধবকে ব'লে ওর অনেক মামলা জুটিয়ে দিয়েছি, এখন ও হাতে দু'পয়সা ক'রেছে ব'লে নবীনবাবুর ভারি হিংসা হয়েছে। ও (rising man) উন্নতিশীল যুবক, নবীনের মুরুব্বিয়ানা সইবে কেন? কাজেই উভয়ের মধ্যে বেশ মনোমালিন্য চল্‌ছে।"

রে সাহেব বলিলেন, "তা হ'লে প্রফুল্লবাবু এক চাল ছাড়্‌তে পারে?"

তাঁহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে তথায় প্রফুল্লচন্দ্র ধুতি, পাঞ্জাবী পম্পসু, চোখে চশমা পরিধান করিয়া, হাতে এক গাছি ছড়ি লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বীরেন্দ্রনাথ সাদর সম্ভাষণ সহকারে কহিলেন, "আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আসুন আসুন, এই আপনার কথা আমরা বল্‌ছিলাম।"

প্রফুল্ল তথায় রে সাহেবকে দেখিয়া স্মিত হাস্যে বলিলেন, "এই যে ডাক্তার সাহেব! কতক্ষণ?"

রে সাহেবও তাহাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "এই আস্‌ছি, তারপর,—আপনার বাড়ীর খবর বলুন!"

প্রফুল্ল বলিল, "ভাল, সে সামান্য একটু জ্বর হ'য়েছিল, আপনার এক ঔষধেই আরাম হয়েছে।"

ডাক্তার সাহেব মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "(That 's very good) খুব ভাল, বেশী ভুগ্‌তে হ'ল না, ইহা আপনার সৌভাগ্য।"

বীরেন্দ্রনাথ এইবার তাকিয়াটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া, তাহাতে ভর দিয়া, গা দুলাইতে দুলাইতে বলিলেন, "যাক্, এখন ও সব কথা ; প্রফুল্ল বাবু! আপনি একজন rising Atorney (উন্নতিশীল এ্যাটর্ণি), আমাদের একটু (law point) আইনের খেই ধরিয়ে দিতে হ'বে, যা ধ'রে অগ্রসর হ'লে আমরা সব দিক বজায় রাখ্‌তে পারি।"

প্রফুল্লচন্দ্র সহাস্যে বলিল, "কি সম্বন্ধে ? ব্যাপারখানা খুলে বলুন।"

বীরেন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র ও ভবানী সম্বন্ধে, তাঁহাদিগের চক্রান্ত সমস্ত বর্ণনা করিলেন।

শুনিয়া প্রফুল্লচন্দ্র চক্ষুর ইঙ্গিতে বীরেন্দ্রনাথকে তথায় রে সাহেবের অবস্থিতি জানাইল।

বীরেন্দ্রনাথ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "My Dear Attorney ! একটি কথা বলি শুনুন, নবীন বাবুর ভণ্ডামীর জন্য যেমন আমি ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, ভবতারণ ভট্টাচার্য্য বিরক্ত, সেইরূপ আমাদের এই সর্ব্বজন প্রিয় ডাক্তার সাহেবও বিরক্ত। নবীন বাবুর ভণ্ডামী দেখে, ডাক্তার সাহেবও তাঁহাকে দমন কর্‌বার জন্য আমাদের সহায়তা কর্‌বেন।"

রে সাহেব বীরেন্দ্রনাথের সুরে সুর মিলাইয়া বলিলেন, "বাস্তবিক প্রফুল্ল বাবু, আপনার ছোট কাকার বেয়াদপি অসহ্য, সে অনিন্দ্য সুন্দরী আমাদের প্রণয়-প্রার্থিনী, কেবল নবীন বাবুই এ কার্য্যে এক মস্ত অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াচ্ছেন।"

প্রফুল্ল। আপনিও তার রূপে মজেছেন নাকি ?

বীরেন্দ্র। রূপসীর স্বেচ্ছায় প্রদত্ত প্রেম উপেক্ষা ক'রে, কাপুরুষতার পরিচয় দিবার পাত্র ডাক্তার সাহেব নহেন। আমি অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত নহি, সে দীন হীনা পর্ণকুটীরবাসিনী ভবানীকে, আমি সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা ক'রে, অচিরেই প্রাসাদবাসীনী কর্‌ব।

প্রফুল্ল। সে ভবানী আপনার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী কি?

বীরেন্দ্র। নিশ্চয়ই—আজন্ম দুঃখ দারিদ্র্য প্রপীড়িতা রূপসী, আমার ন্যায় ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তির প্রণয়-প্রার্থিনী হ'বে, ইহা আর বিচিত্র কি? ভবতারণ ঠাকুর ব'লেছে যে, সে আমাকে চায়, কেবল নবীন বাবুর জন্য কিছু বল্‌তে পারে না; নবীন বাবু বোধ হয়, তা'র রূপে মুগ্ধ হ'য়ে প'ড়েছে।

রে সাহেব। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই।

প্রফুল্ল রে সাহেবের কথা শুনিয়া ভাবিল, যে এই ভবানীর প্রণয়াবদ্ধ হইয়া বোধ হয় নবীনচন্দ্র, তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পরিণীতা স্ত্রীর উপর বীতশ্রদ্ধ, তাহার পিতার স্বোপার্জ্জিত অর্থ, এই ভবানীর মনস্তুষ্টি সাধনে, নবীনচন্দ্র অপব্যয় করিতে অকুণ্ঠিত। এইবার প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার বীরেন্দ্রনাথ ও সর্ব্বজন পরিচিত ডাক্তার রে সাহেবের সহায়তায় নবীনের দর্পচূর্ণ করিবার সুসময় উপস্থিত, সে হেলায় এ সুযোগ ত্যাগ করে কেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া আজ সে ইহাদের সহিত মিলিয়া মনে মনে আইনের কূট জাল বিস্তারিত করিল।

তাহাকে চিন্তিত দেখিয়া বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি প্রফুল্ল বাবু! মাথাটা খেল্‌ছে না বুঝি? অত ভাব্‌ছেন কি?"

সহাস্যে প্রফুল্লচন্দ্র বলিল, "আপনারা একটা কাজ ক'রে দেখুন, এতে তিনি আপত্তি কর্‌তে পার্‌বেন না, যদি সহজে আপনাদের কাজ মিটে যায়, তা হ'লে আর বেশী ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না।"

সাগ্রহে বীরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "কি, কি কাজটা বলুন দেখি?"

প্রফুল্লচন্দ্র বলিল, "দেখুন, আপনি একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বলুন, যে তিনিও যেমন ভবানীর দুঃখে সহানুভূতি দেখাবার জন্য, তাহাকে সাহায্য কর্‌ছেন, আপনিও সেই ভাবে তাহাকে সাহায্য কর্‌বার প্রয়াসী।

দুঃখীকে সাহায্য কর্‌বার অধিকার সকলেরই সমান; তাঁর সঙ্গে দু'এক দিন যাতায়াত কর্‌লে, সেখানে প্রবেশের পথ সুগম হ'বে, তারপর সুযোগ বুঝে, তাকে অলঙ্কার ও অর্থ প্রদানে চিত্তাকর্ষণ কর্‌তে পার্‌লে, সে তাঁকে (নবীন বাবুকে) তথায় যেতে নিষেধ কর্‌বে।"

শুনিয়া রে সাহেব কহিলেন, "বেশ, বেশ, এ যুক্তি মন্দ নয়।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কাল্‌ই আমি নবীন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এ প্রস্তাব করব। ইহাতে তাঁর অমত হয়, অন্য পথ ধরা যাবে।"

"সে তখন পরে আমি ঠিক ক'রে দোব, এখন তবে আসি।" এই বলিয়া প্রফুল্লচন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিল।

বীরেন্দ্র ও রে সাহেব করমর্দ্দন করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। সে প্রস্থান করিলে পর, বীরেন্দ্রনাথ রে সাহেবকে বলিলেন, "ছোক্‌রা ব'লেছে মন্দ নয়, নবীনের সঙ্গে গিয়ে একবার দেখেই আসি না।"

রে সাহেব বলিলেন, "হাঁ, হাঁ—যুক্তি মন্দ নয়।"

তারপর তাঁহাদের এক আধটু মদ্য পান চলিতে লাগিল,—সে সকল বর্ণনা করিয়া আমাদের পুঁথি বাড়াইবার আবশ্যক নাই, আমারা এস্থল হইতেই বিদায় হই।

বিংশ পরিচ্ছেদ

নিমন্ত্রণ

চারুবালা রে সাহেবের ঔষধ সেবন করিয়া দুই এক দিনেই বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল, তাহার রোগ শয্যায় সরযূবালা দিনমানে বসিয়া সদাসর্ব্বদা সেবা ও আলাপ করিত; সরযূর যত্ন ও শিষ্ট ব্যবহারে চারুবালা তাহার আরও অনুগত হইয়া উঠিল। এই সময়ে সুরমাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠা কন্যার বাড়ী হইতে এক নিমন্ত্রণ আসিল; সুরমাসুন্দরীর দৌহিত্রের বিবাহ, এ নিমিত্ত তাঁহার জামাতা, বাড়ীশুদ্ধ সকলকেই লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখনও বিবাহের একমাস দেরী, ইহারই মধ্যে কুটুম্বাদি আনা নেওয়া আরম্ভ হইয়াছে। সুরমাসুন্দরীর এ কন্যার শ্বশুরালয় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কমলাপুর গ্রামে, তাঁহার বৈবাহিক মহাশয় অতিশয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন জমীদার, কাজেই তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিবাহে খুবই সমারোহের আয়োজন চলিতেছে। ইতিপূর্ব্বে স্বয়ং বৈবাহিক মহাশয়, পরে জামাতা আসিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিলেন, আজ পত্র পাঠাইয়া তাঁহাদের যাইবার দিন স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। তখন অপরাহ্নকাল, চারুবালার শয়নকক্ষে বসিয়া সরযূ ও হেমন্তকুমারী নানাবিধ গল্প গুজব করিয়া রহস্যালাপ করিতেছে, এমন সময়ে তথায় সুরমাসুন্দরী আসিয়া বলিলেন, "ওগো বড় বৌ-মা! 'কাঞ্চন' (বড় মেয়ে) আমাদের নিয়ে যাবার দিন স্থির ক'রেছে আগামী শনিবারে।" বড় বৌ হেমন্তকুমারী একটু হাসিয়া কহিল, "বেশ ত!

ঐ দিনেই আমরা সকলে যাব, আর কথা কাটাকাটি ক'রে কি হ'বে? ঠাকুরঝীকে অনেক দিন দেখি নি, এই বিয়েতে গিয়ে আমরা দিন কতক সেথানে থেকে আস্‌ব।"

সুরমাসুন্দরী কহিলেন, "তবে ঐ দিনেই যাওয়া মত ত? মেজ বৌ-মা যে আবার বাপের বাড়ী যা'ব বল্‌ছিল?"

বসন্তকুমারী ছোট কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া এই সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "না—মা! সেথানে তবে এখন আর গিয়ে কাজ নেই, বিয়ের পর যাব,—সেথানে আমি না গেলে আবার ঠাকুরঝী রাগ কর্‌বে।"

হেমন্তকুমারী কহিল, "আর আমাদের দিন কতক আগে যাওয়াই ভাল,—নৈলে বিয়ের সময় সময় নেহাত কুটুমের মত গিয়ে কি হবে?"

সুরমাসুন্দরী আবার বলিলেন, "তবে ঐ দিনেই যাওয়া ধার্য্য হ'ল? আমি ছোট মেয়েকে ব'লে পাঠাই আর নবীনকে চিঠির উত্তর দিতে বলি?"

হেমন্তকুমারী সকলের মুখের প্রতি তাকাইয়া বলিল, "হাঁ মা! ছোট ঠাকুরপোকে লিখে দিতে বল,—আমরা সকলে ঐ দিনেই যাব।"

সুরমাসুন্দরী "আচ্ছা" বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তারপর বিবাহ বাড়ী যাইতে কে কি গহনা পরিবে, কে কি কাপড় সঙ্গে লইবে, কোন্ কোন্ দাস দাসী সঙ্গে যাইবে, এই লইয়া একটা বেশ আন্দোলন চলিতে লাগিল।

হেমন্তকুমারী চারুবালাকে বলিল, "বৌ-মা! তোমার গহনা-গাঁটি, কাপড় চোপড় সব ঠিক ক'রে রেখো।"

সরযূবালা বলিল, "সে সব আমি গুছিয়ে দোব এখন।"

হেমন্তকুমারী সরযূকে কহিল, "আর তোমার সেই নেক্‌লেসটা আমায় দাও, আমি ঠাকুরপোকে দিয়ে ঠিক ক'রে আনাব।"

বসন্তকুমারীর মনেরভাব এখন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে সাগ্রহে বলিল, "সেটা ঠাকুরপো ঠিক ক'রে এনেছে, সে কথা বড়্‌ঠাকুর শুন্‌লে আবার রাগ কর্‌বেন।"

হেমন্ত। সে কি আর আমি বুঝি না মেজ বৌ, তুমিই না বুঝে একটা বিবাদের সূত্রপাত ক'রেছিলে।"

"আর সে কথা তুলে আমায় লজ্জা দিও না দিদি, তোমার উপদেশে আমার এখন চোখ্‌ খুলেছে।" এই বলিয়া বসন্তকুমারী তথা হইতে প্রস্থান করিল।

"আমিও যাই—দেখি্‌গে, ছেলেদের জামা কাপড় কি আছে নাই।" এই বলিয়া হেমন্তকুমারীও তথা হইতে আপনার প্রকোষ্ঠে গেল।

অতঃপর চারুবালা সরযূর গাত্রে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিল, "এইবার ছোট্‌ খুড়শীস্‌কে গহনা প'রে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

সরযূ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার গহনা পর্‌বার সাধও নাই, কোথাও যেতেও ইচ্ছা নাই।"

চারুবালা কহিল, "তবে বুঝি তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না ?"

সরযূ চুপ করিয়া রহিল।

চারুবালা আবার বলিল, "তা হবে না, এবার তোমায় সমস্ত গহনা গায়ে দিয়ে, আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে, আমি তা নইলে যাবই না।"

সরযূবালা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "লক্ষ্মীটি, অমন কথা ব'লোনা; তুমি ত জান, আমি গহনা পর্‌বার সাধ ত্যাগ ক'রেছি। স্ত্রীলোকের অলঙ্কার বিন্যাস করা স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য; আমি যখন এমন স্বামীর সোহাগ যত্নে বঞ্চিতা, তখন প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যতদিন না তিনি আমায় সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত কর্‌বেন, ততদিন আমি অলঙ্কার পর্‌ব না। আর নিরালঙ্কারা অবস্থায় কুটুম্ব বাড়ী যাওয়া ভাল দেখায় না, সেইজন্য

আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ মায়ের উপদেশ আছে যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে নিত্য যেন দেখা হয়। তিনি আমায় আদর সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত না কর্‌লেও, কখন অযত্ন ও অন্যায় আচরণে আমায় মর্ম্মপীড়িত করেন নি। আমি হতভাগিনী, তাই তিনি আমার কপাল দোষে, আমার সহিত বাক্যালাপ করেন না। কিন্তু আমি তাঁর নিত্য চরণ দর্শনেও আনন্দিত, সেই আনন্দে দিন কাটাবার জন্য আমি বাপের বাড়ী যাবার সাধও পরিত্যাগ ক'রেছি। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রেমচাঁদের মুখে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিফলিত, সেইজন্যই প্রেমচাঁদকে আমি এত ভালবাসি।"

ইহা শুনিয়া চারুবালা বলিল, "একটা কথা বল্‌ব শুনবে ?"

সরযূ। কি বল্‌বে বল।

চারু। অপর কাউকে বল্‌বে না বল।"

সর। না—বল।

চারুবালা স্মিত হাস্যে তাহার অধিকতর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কহিল, "ও শুনেছে যে ছোট খুড়্‌শ্বশুর ভবানী ব'লে একটা মেয়েকে ভালবাসেন, তাই তোমায় মনে ধরে না।"

ইহা শুনিয়া সরযূবালা কহিল, "সে আমি জানি, উনি সে ভবানীকে ভালবাসেন মাতৃজ্ঞানে, অনাথা সহায় সম্পত্তিহীনা, তাই তিনি তার অভাব বিমোচনে সতত ব্যস্ত। প্রফুল্ল যা ব'লেছে, সে কথা সত্য নয়, তাঁর কোনও শত্রুপক্ষের লোক এ কথা তাকে ব'লেছে।"

চুপে চুপে চারুবালা কহিল, "না—না, সে কোনও ভাল লোকের মুখে এ গুপ্ত রহস্য অবগত হয়েছে।"

"যেই বলুক, তার কথা মিথ্যা—আমার অবিশ্বাস্য। তুমি প্রফুল্লের কাছে ওসব কথা শুনোনা। জেনো, ঈশ্বর করুণাময়, অসীম অনন্ত ;

তাঁকে আমরা দেখতে ও বুঝতে পারি না, তাঁর সেই অসীম বিরাটরূপে ,এ জগতে সসীম স্বামীসৃষ্টি, স্বামীই রমণীর ঈশ্বর। স্বামীকে সন্তোষ কর্‌তে পার্‌লে, রমণীর ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ পরিস্কৃত হয়। তুমি স্বামীকে ভক্তি ক'রো, মান্য ক'রো,—কিন্তু তাঁর মুখে অন্যায় অসঙ্গত কথা শুনলে, তার প্রতিবাদ ক'রে, তাঁকে সর্ব্বদা সুপথে আন্‌বার প্রয়াস পাবে।" এই বলিয়া সরযূ সগর্ব্বে সে স্থান ত্যাগ করিল।

চারুবালা তাহার প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া ভাবিল, "একি! ও সহসা উঠে গেল? হায়, কেন আমি তাঁর কথা শুনে ওর কাছে ছোট খুড়শ্বশুরের নিন্দা কর্‌লেম। যাই—ওকে সান্ত্বনা করি, দোষ হ'য়ে থাকে অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।" এই বলিয়া চারুবালা দ্রুতপদে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

জননী ও রমণী

মাতৃউপদেশমতে নবীনচন্দ্র আপনার বৈঠকখানায় বসিয়া, বিবাহ বাড়ী যাইবার দিনস্থির পূর্ব্বক, পত্র লিখিয়া বিশুরামকে ডাকিলেন। একটি কলিকাতে ফুৎকার দিতে দিতে বিশুরাম আসিয়া, তাহা সম্মুখস্থ গড়গড়ায় স্থাপন করিল। নবীনচন্দ্র কহিলেন, "এই চিঠিটা ডাক বাক্সে দিয়ে এস।" বিশুরাম পত্র লইয়া চলিয়া গেল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে, ছেলেরা লেখাপড়া করিয়া আপনাপন গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে, নবীন-চন্দ্রেরও আহারাদি সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি ধূমপান করিতে করিতে স্বদেশ-সেবকের জন্য একটি প্রবন্ধ রচনার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় গাড়ী করিয়া বীরেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নবীনচন্দ্র সহাস্যে কহিলেন, "জমীদারবাবু যে, রাত্রে কি মনে ক'রে?"

বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে; তাই এই রাত্রিকালেই এসেছি।"

"তামাক ইচ্ছা করুন।" বলিয়া নবীনচন্দ্র হাতের নলটী তাঁহার মুখাগ্রে স্থাপন করিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ ধূম পান করিতে করিতে বলিলেন, "ও সব লিখ্‌ছিলেন কি?"

নবীন। গৌরহরি বাবুর স্বদেশ সেবকের একটা প্রবন্ধ, নাম দিয়েছি "দীন-সেবা।"

বীরেন্দ্র। আজকাল আপনাদের "স্বদেশ-সেবকের" খুব কাটতি হয়েছে, সকলেরই হাতে ঐ কাগজ দেখতে পাই। কিছু হচ্ছে কি?"

নবীন। হচ্ছে বৈ কি; কায় মনঃপ্রাণে যে কার্য্য করা যায়,—তাহা বিফল হয় না।

বীরেন্দ্র। হ'লেই ভাল। দেখুন, আপনার সঙ্গে আজ আমার একটা বিশেষ কথা আছে।

নবীন। কি বলুন।

বীরেন্দ্র। আপনি তেঁতুল গাছির রাধাশ্যাম চক্রবর্ত্তীর বিধবা স্ত্রী "ভবানীকে" জানেন বোধ হয়।

বীরেন্দ্রের মুখে ভবানীর নাম শুনিয়া নবীনচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন, ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, "হাঁ জানি, হয়েছে কি?"

বীরেন্দ্রনাথ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সে আমার সাহায্যপ্রার্থিনী হয়েছে; আমার জমীদারীর আয় ও পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি শুনে, আমার কাছে আশ্রয় চায়।"

নবীনচন্দ্র সহাস্যে কহিলেন, "স্বেচ্ছায় না আপনার প্ররোচনায়?"

বীরেন্দ্রনাথ নবীনের অলক্ষ্যে তাঁহার প্রতি একবার ভ্রূকুটিকুটিলনেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "স্বেচ্ছায়—সাগ্রহে আমার কাছে লোক পাঠিয়েছিল। আপনার সেখানে যাতায়াত আছে, সেই জন্য আমার কাছে আস্তে পারে না, আর তথায় যেতেও বলতে পারে না। আপনার পরহিত-ব্রত-সাধন দেখে আমি আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে, তাকে আমার আশ্রয়ে আন্‌বার ইচ্ছা ক'রেছি; আপনি একটু কৃপা কর্‌লেও সে আমার কাছে আস্‌তে পারে।"

নবীনচন্দ্র বিস্মিত নেত্রে বীরেন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আপনার এ সুমতি হয়েছে শুনে আমি পরম প্রীত হলেম; কিন্তু জমীদার বাবু! একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, অপরাধ গ্রহণ কর্‌বেন না, আপনি একবার আপনার বুকে হাত রেখে বলুন দেখি, আপনি কি কখনও জননীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছেন? কখনও কি সতী স্ত্রীর ও রমণীকুলের সম্মান সংরক্ষণে প্রয়াস পেয়েছেন? আপনি অতুল ঐশ্বর্য্য গরিমায় উৎফুল্ল হ'য়ে, অহরহঃ বারাঙ্গনা-প্রেমে বিমুগ্ধচিত্তে কালাতিপাত কর্‌ছেন! সহসা আপনার এ ভাব পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য কি?"

এই সময়ে সহসা তথায় ডাক্তার রে সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ইনি বীরেন্দ্রনাথের সহিত একত্রে গাড়ী করিয়া আসিয়াছিলেন, পাছে তাঁহাদের উভয়কে একত্রে দেখিয়া, নবীনের মনে কোন সন্দেহের উদয় হয়, সেই জন্য রে সাহেব পথে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া, এখন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

নবীনচন্দ্র ডাক্তার সাহেবকে সহসা দেখিয়া বলিলেন, "আজ আমার পরম সৌভাগ্য, তাই বিনা প্রার্থনায় এত রাত্রে আপনার এ স্থলে উপস্থিতি দেখিলাম।"

ডাক্তার সাহেব সহাস্যে বলিলেন, "আপনি (patientএর) রোগীর আরোগ্য সংবাদ দেন নাই, তাই আমি আজ স্বয়ং জান্‌তে এসেছি; দিনে সময় ছিল না।" তারপর বীরেন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "এই যে জমীদার মহাশয় কি মনে ক'রে?"

নবীনচন্দ্র বীরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য তাঁহাকে কহিলেন। শুনিয়া ডাক্তার সাহেব বীরেন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, "বেশ ত, উনি জমীদার, ওনার দু'পয়সা খরচ হ'লে গায়ে লাগবে না; আর পরোপকার কর্‌বার অধিকার সকলেরই সমানভাবে আছে।"

নবীনচন্দ্র উত্তেজিত ভাবে কহিলেন, "[illegible]ত্য বটে, কিন্তু রমণীর মান মর্য্যাদা কয়জন রক্ষা করতে পারে? রমণী, জননীর জাতি; সেই মহাশক্তিময়ী জগজ্জনীর অংশ লইয়া জগতে নারী, জননী, জায়া ও কন্যারূপে আমাদের ঘরে ঘরে বিরাজমানা। জগজ্জননীর রূপ ষোল কলায় পূর্ণ, যে নারী যতোধিক রূপবতী, সে ততই জগজ্জননীর অংশ সম্প্রাপ্তা। সে অনাথা ভবানীকে আমি জগজ্জননীর প্রতিমূর্ত্তি ভাবিয়া মাতৃজ্ঞানে কায়-মনঃ প্রাণে সাহায্য করিতে ব্রতী।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে কিন্তু আপনার এ কার্য্যে পরিতৃপ্ত নহে, তাই আমার আশ্রয়প্রার্থিনী। রমণী-হৃদয় বুঝা বড় সহজ নহে, আপনি ভুল বুঝিয়াছেন, সে যুবতী, রূপ রাশি তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে উথলিয়া পড়িতেছে, আমি আমার ঐশ্বর্য্য বলে তাহাকে সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া, তাহার রূপের জ্যোতিঃ আরও পরিবর্দ্ধিত করিব।"

নবীনচন্দ্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বুঝিয়াছি, আপনি এ অতুলনীয়া রূপবতী রমণীর রূপ যশঃসৌরভে বিমোহিত হইয়া, আপন আয়ত্বে রাখিতে ইচ্ছা করেন। আমার তথায় যাতায়াত আছে, সেই জন্য আপনার অভীষ্ট সাধনের পথে আমাকে অন্তরায় ভাবিয়া, তাহার সহিত আমায় সংশ্রব বিচ্ছিন্ন করিবার উপরোধ করিতে আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।"

রে সাহেব সহাস্যে বলিলেন, "শ্রেষ্ঠ যাহা, সৃষ্ট তাহা ধরাতলে বীরেন্দ্রের ভোগে, কি বলেন জমীদার বাবু?"

বীরেন্দ্রনাথও সহাস্যে বলিলেন, "নিশ্চয়ই—যখন সে আমার প্রতি অনুরাগিণী।"

নবীনচন্দ্র সগর্ব্বে বলিলেন, "বীরেন্দ্রনাথ! জানি আমি, আপনি ঐশ্বর্য্য বলে বলীয়ান, আপনি মনে করিলে রূপ-পণ্যবীথিকায় যে সকল রমণী

রূপবিক্রয়ের অভিলাষিণী, তাহাদিগের সমীপে উচ্চমূল্যে মনোমত রূপ ক্রয় করিয়া, আপনার ঘৃণিত লালসা চরিতার্থ করিতে পারেন ; কিন্তু বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব—বঙ্গরমণীর সতীত্ব—তাহা সংরক্ষণ না করিয়া অপহরণ করিতে কখনও প্রয়াস পাইবেন না। সতীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে যে অনল সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হয় না। সাক্ষী তার বীরশ্রেষ্ঠ লঙ্কাধিপতি দশানন, সাক্ষী তার ত্রিভুবনবিজয়ী দৈত্যরাজ শুম্ভ। তাঁহাদের তুলনায় তুচ্ছ আপনার ঐশ্বর্য্য, তুচ্ছ আপনার লোকজন বাহুবল-বীর্য্য।"

রে সহেব ধীর ও নম্র স্বরে বলিলেন, "আপনি বোধ হয় ভুল বুঝিতেছেন নবীন বাবু! জমীদার মহাশয়ের মনোভাব এই যে, সে রমণী স্বেচ্ছায় উহার সহিত প্রণয়াবদ্ধ হইতে সমুৎসুক।"

উত্তেজিত কণ্ঠে নবীনচন্দ্র বলিলেন, "মিথ্যা কথা, এ পাগলের প্রলাপ বলিয়া আমার অনুমান হয়। ডাক্তার সাহেব! আপনি সে মহিমময়ী রমণীকে বোধ হয় দেখেন নাই, তাহার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। সে দুঃখ দারিদ্র্যের অশেষ নির্য্যাতনে পড়িয়াও, নিরম্বু উপবাসে দিনযাপন করিয়াও, আমার সাহায্য লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই। মাতৃমন্ত্রে ব্রতী হইয়া, আমি তাহাকে জননী জ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিলে, আমার সাহায্য লইতে স্বীকৃতা হইয়াছে। এক্ষণে যদি জমীদার মহাশয়ের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার হৃদয়কে একবার আমি পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। আমি পবিত্র মাতৃভাবে তাহাকে বরণ করিয়াছি, বীরেন্দ্রনাথ তাহার রূপ-ভোগ লালসার্থে। আমরা কাল তাহার সমীপে উভয়ে এক একটী সাঙ্কেতিক দ্রব্য লইয়া উপস্থাপিত করিব। আমাদের মধ্যে যাহার দ্রব্য সে প্রথমে গ্রহণ করিবে, সেই তাহার পালনের ভার লইবে। বীরেন্দ্রনাথের রূপ-সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধক দ্রব্য সম্ভার

যদি সে প্রথমে গ্রহণ করে, তাহা হইলে আমি আর এ জীবনে কখনও তাহার কোন সংসর্গে থাকিব না, আর আমার দ্রব্য যদি সে প্রথমে গ্রহণ করে, তাহা হইলে বীরেন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুত হউন যে, তিনি জীবনে কখনও তাহার কথা ভাবিবেন না।"

ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "আপনার যুক্তি অতি উত্তম।"

বীরেন্দ্রনাথ সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, আমিও ইহাতে সম্পূর্ণ রাজি আছি।"

শুনিয়া নবীনচন্দ্র কহিলেন, "তবে ডাক্তার সাহেব, আপনি সাক্ষী রহিলেন, আমরা জননীর নামে, ঈশ্বরের পবিত্র নামে উভয়ে এই প্রতিজ্ঞায় পরস্পরে আবদ্ধ রহিলাম; এ দেহে যাবত প্রাণ থাকিবে, তাবৎ আমরা কেহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিব না।"

বীরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "না—কিছুতেই না।"

রে সাহেব বলিলেন, "বেশ, আমি উভয়ের মধ্যস্থ রহিলাম।"

নবীনচন্দ্র কহিলেন, "কাল আমি বীরেন্দ্র বাবুর বাটীতে ঠিক বেলা চারিটার সময় গিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ভবানীর বাড়ী যাইব, ডাক্তার সাহেব—কাল, আপনিও তথায় অপেক্ষা করিরেন।"

রে সাহেব ও বীরেন্দ্রনাথ স্বীকৃত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ভবানী

পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই ডাক্তার সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া বীরেন্দ্রনাথ, নানারূপ মূল্যবান অলঙ্কার ও পোষাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিণীতা স্ত্রীর যে সকল ভাল ভাল গহনা ছিল, তাহা যাচাই করিবার ছলে তাহার নিকট হইতে চাহিয়া লইলেন। সেও স্বামীর কু-অভিপ্রায় না বুঝিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাকে প্রার্থিত অলঙ্কারগুলি দিয়াছিল। তারপর বীরেন্দ্রনাথ সেগুলি লইয়া ভবতারণ ভট্টাচার্য্যের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন ভবতারণ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, অঙ্গে তিলকের ছাপ লাগাইয়া সিংহবাহিনীর সম্মুখে বসিয়া রুদ্রাক্ষের মালা জপিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভবতারণ সমাদরে একখানি আসন পাতিয়া দিয়া বলিল,—"বস্‌তে আজ্ঞা হয়, বসুন বসুন জমীদার বাবু!"

বীরেন্দ্রনাথ সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া, তাহাকে নবীনচন্দ্রের সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া উচ্চহাস্যে ভবতারণ কহিল, "হাঃ—হাঃ হাঃ—আমি ভবতারণ ভট্‌চার্য্য,—স্বস্ত্যেন করছি, তার ফল ফল্‌তেই হবে। দেখ্‌লেন জমীদার মশাই, আমার স্বস্ত্যেনের ফল হাতে হাতে পেলেন ত! নবীন মাষ্টার আপনার কেমন সুবিধার পথ দেখিয়ে দিয়েছে। হাঁ—এবার সে যাবে কোথায়? আমার স্বস্ত্যেনের এত জোর, তবু নবীন মাষ্টার আমার

সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বলে? ভবতারণ ভট্টাচার্য্য আমি—এবার দেখে নে'ব তাকে।"

সহাস্যে বীরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "হাঁ, আপনার স্বস্ত্যেনের খুব জোর আছে বটে! এইবার আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'লে, আপনার এ চণ্ডী-মণ্ডপের চাল তুলে, মন্দির তৈয়ার ক'রে দিব।

ভবতারণ করজোড়ে বলিল, "আজ্ঞা, আপনি মনে করলে সবই করতে পারেন, সেটা আপনার অনুগ্রহ।"

এইবার বীরেন্দ্রনাথ একে একে সংগৃহীত অলঙ্কারগুলি বাহির করিয়া বলিলেন, "এই দেখুন, আমিও তার মনস্তুষ্টির জন্য এই সব ভাল ভাল গহনা যোগাড় ক'রেছি, আজ নবীন মাষ্টারের সঙ্গে গিয়ে তাকে দিয়ে আস্‌ব। এর চেয়ে নবীনচন্দ্র আর কত মূল্যবান জিনিষ যোগাড় কর্‌বে?"

ভবতারণ কহিল, "হাঁ, তার ভারি ক্ষমতা, আছে ত' ভাইয়ের ভাতে; আমি ওর মাতলামির জন্যই ত ওদের পুরোহিতগিরি ছেড়েছি। সে ভবানী আপনার এ সব গহনা দেখ্‌লে, একেবারে আত্মহারা হ'য়ে উঠবে, আপনিও খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা ব'লে তার মন ভুলিয়ে দিবেন, বাস্‌, তা হ'লে আর সে যায় কোথায়?"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কেমন, এ সব গহনায় হ'বে ত?"

ভবতারণ সহাস্যে বলিল, "খুব, খুব, আর দেখুন, একখানা ভাল দেখে বেণারসী শাড়ী কিনে নিয়ে যাবেন।"

"আচ্ছা, তবে আমি ঠিক-ঠাক ক'রে যাবার আয়োজন করি গে।" এই বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

"আজ্ঞা হাঁ, আমিও এইবার গঙ্গাস্নান ক'রে এসে ভাল রকমে স্বস্ত্যেন কর্‌তে বসি, আপনি যাবেন আর কার্য্য সিদ্ধি হ'বে।" এই বলিয়া

ভবতারণ আপনার যজ্ঞোপবীত লইয়া সগর্ব্বে দুই হস্ত দিয়া সন্মার্জ্জন করিতে লাগিল।

"তবে আজকের স্বস্ত্যেনটা খুব ভাল ক'রে কর্‌বেন।" ইহা বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ চলিয়া যাইবার সময় তাহাকে পাঁচটি টাকা দিলেন।

সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিয়া ভবতারণ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ,—আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য—আমার স্বস্ত্যেনের ফল—ফল্‌বেই ফল্‌বে।"

অতঃপর বীরেন্দ্রনাথ একখানি উৎকৃষ্ট বেণারসী শাড়ী আনাইয়া, স্নানাহার সমাপনপূর্ব্বক আপন বৈঠকখানায় বসিয়া ভবানীর সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। ডাক্তার সাহেব তাঁহার বিশেষ অনুরোধে, বেলা তিনটা বাজিতে না বাজিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বীরেন্দ্রনাথ অতি সমাদরে অভ্যর্থনা সহকারে বসাইয়া, একে একে সংগৃহীত দ্রব্য সম্ভার দেখাইলেন।

সে সকল অবলোকন করিয়া ডাক্তার সাহেব সহাস্যে বলিলেন, "হাঁ, এ সমস্ত আপনার জমীদারোচিত সংগ্রহ বটে! পর্ণকুটিরবাসীনী রমণী, এ সমস্ত দ্রব্য ফেলিয়া নবীনচন্দ্রের প্রদত্ত কি এমন জিনিষ গ্রহণ কর্‌বে? আমার বোধ হয় নবীন বাবু এ সকল অলঙ্কারাদি প্রদানের কল্পনাও কর্‌তে পারেন নি।"

কথায় কথায় আরও কিছুক্ষণ কাটিল, তারপর বীরেন্দ্রনাথ ব্রাণ্ডির বোতল আনাইয়া উভয়ে একটু একটু পান করিতে লাগিলেন। দু'এক গ্লাস শেষ করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "বাস, এখন আর নয়, একটা কাজে যাওয়া যাচ্ছে, নেহাত বেএকতার হ'য়ে পড়্‌বেন, সেটা ভাল দেখায় না।"

এই সময়ে নবীনচন্দ্র মস্তকে একটি পাগড়ী বাঁধিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, ডাক্তার সাহেব ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন চারিটা বাজিতে পাঁচ

মিনিট বাকী, দেখিয়া সহাস্তে বলিলেন, "ইস, আপনি যে একেবারে কণ্টকে কণ্টকে (কাঁটায় কাঁটায়)।"

নবীনচন্দ্র কহিলেন, "যাহা মুখে বলিব তাহা কার্য্যে পরিণত করাই আমার চির অভিপ্রেত ; এখন আপনারা প্রস্তুত ?"

বীরেন্দ্রনাথ একগ্লাস সুরা বোতল হইতে ঢালিয়া নবীনচন্দ্রের মুখাগ্রে ধরিয়া কহিলেন, "আসুন—একটু ইচ্ছা করুন।"

নবীনচন্দ্র স্মিতহাস্তে কহিলেন, "আমি সুরাপান ত্যাগ করেছি।"

বীরে। ক'বে থেকে হে ?

নবীন। সম্প্রতি।

বীরে। আর ভণ্ডামী করেন কেন ? (Dead Drunkard) ঘোরতর মন্তপায়ী নবীন মাষ্টার মদ ছাড়্বে, এ ত বিশ্বাস হয় না।

নবীন। বাস্তবিক, কোনও একটা ঘটনা চিরস্মরণীয় কর্বার জন্য, আমি পানাভ্যাস ত্যাগ ক'রেছি।

ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "(A genuis) আপনি একটি রত্নবিশেষ, এতদিনের পানাভ্যাস একেবারে ছেড়ে দিলেন ? এতে অসুখ হ'বে যে।"

"কিছুনা, মনের বলের কাছে সকলেই পরাভূত হয়। এখন আসুন, তথায় যাওয়া থাক্।" এই বলিয়া নবীনচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনার সাঙ্কেতিক দ্রব্য এনেছেন ? কৈ দেখি ?"

নবীনচন্দ্র কহিলেন, "কার্য্যস্থলে দেখিবেন, এখানে দেখাবার প্রয়োজন নাই।"

ইহা শুনিয়া বীরেন্দ্রনাথ একখানি সুবৃহৎ রৌপ্যপাত্রে মূল্যবান বেণারসী শাড়ী ও অলঙ্কার লইয়া, তিনজনে শকটারোহণে ভবানীর কুটীরে উপনীত হইলেন।

ভবানী তখন আপনার পর্ণকুটীরে বসিয়া একখানি গ্রন্থিময় বস্ত্র সেলাই করিতেছিল; সে সহসা তথায় নবীনচন্দ্র, বীরেন্দ্রনাথ ও ডাক্তার সাহেবকে দেখিয়া, বিস্মিতভাবে আপনার কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। নবীনচন্দ্র একখানি পুরাতন জীর্ণ মাদুর বিছাইয়া বীরেন্দ্রনাথকে বসিতে বলিলেন, ডাক্তার সাহেবকে একটা ভাঙ্গা বাক্স দেখাইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ডাক্তার সাহেব বসিলে পর, নবীনচন্দ্র বীরেন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বীরেন্দ্রনাথ সগর্ব্বে আপনার রত্নরাজি শোভিত সেই রৌপ্য পাত্রখানি যাহাতে ভবানীর নজরে পড়ে, এমনভাবে তথায় স্থাপন করিয়া একদৃষ্টে ভবানীর কুটীরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

নবীনচন্দ্র ধীরে ধীরে মস্তকের পাগড়ী হইতে একটি সামান্য মৃৎপাত্র, সেই রৌপ্য পাত্রের পার্শ্বে রাখিলেন। তাহা দেখিয়া ডাক্তার সাহেব ও বীরেন্দ্রনাথ উপহাস করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে হাস্যে ভবানীর গৃহপ্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল,—ভবানীর হৃদয় কাঁপিল, কিন্তু নবীনচন্দ্রের মন টলিল না, অধিকন্তু হৃদয়ে অসীম শক্তির সঞ্চার হইল। ভবানী গৃহ হইতে সচঞ্চল নয়নে, ভীতান্তঃকরণে একবার রৌপ্য পাত্রের দিকে, আর একবার মৃৎপাত্রের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎকাল অবস্থানের পর, নবীনচন্দ্র ভবানীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "মা, ভবানি! আমি আমার এই পার্শ্বে উপবিষ্ট জমীদার বীরেন্দ্রনাথের মুখে শুনিলাম যে, তুমি ইহার আশ্রয়প্রার্থীনী হইয়াছ। সেইজন্য সে বাক্যের সত্যাসত্য নিরূপনার্থে, আমরা আপনাপন দ্রব্যসম্ভার আনিয়া এখানে উপস্থাপিত করিয়াছি। আমি দীন,—আমার রত্নালঙ্কার, বসন ভূষণে তোমার মনস্তুষ্টি সাধন করিবার শক্তি ও সামর্থ্য নাই মা! সেইজন্য আমি তোমার পবিত্রতা রক্ষার্থে, মাতৃপূজার উপকরণ, ঐ মৃৎপাত্রে গঙ্গাজল ও পুষ্প রাখিয়াছি।"

বীরেন্দ্রনাথ সাগ্রহে বলিলেন, "সুন্দরি! আমি তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্যের যশঃসৌরভে বিমোহিত হইয়া, তোমার ঐ অতুল্য রূপরাশি সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত, এই রৌপ্যপাত্রে নানাবিধ মূল্যবান্ অলঙ্কার ও বসনাদি স্থাপিত করিয়াছি। আমার প্রদত্ত দ্রব্যসম্ভার প্রথমে গ্রহণ করিলে, আমি তোমায় অতুল ঐশ্বর্য্য দান করিব। আমি জমিদারের সন্তান, আমার অর্থের অপ্রতুল নাই; বৃথা কেন তুমি স্বেচ্ছায় তোমার ঐ অপরূপ রূপ-রাশি, দীনতা ও দারিদ্র্য-তাপে অকালে বিমলিন করিতেছ? আমি তোমায় সুখী করিব, তুমি দারিদ্র্যের অশেষ জ্বালা ত্যাগ করিয়া, ঐশ্বর্য্যকে বরণ কর। তোমার সকল অভাব, অভিযোগ দূরীকরণে আমি সর্ব্বতোভাবে প্রয়াস পাইব। রূপসি! এস, এ সুযোগ ত্যাগ করিও না।"

ভবানী পরস্পরের মুখে এই বিভিন্ন প্রস্তাব শুনিয়া লজ্জা, ক্ষোভে ও রোষে বায়ু ভরে আন্দোলিত বেতস পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। কেন যে এরূপ প্রস্তাব তাঁহারা এখানে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, স্থির ধীর ভাবে গৃহ কোণেই অবস্থিতা রহিল।

নবীনচন্দ্র ভীম বজ্ররবে দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া বলিলেন, "এস মা আনন্দ-দায়িনি! এস মা রূপৈশ্বর্য্যময়ী সতীশিরোমণি! লজ্জা ত্যাগ করিয়া, নারী-স্বভাব সুলভ চঞ্চল হৃদয়কে সবলে বাঁধিয়া, গৃহ হইতে বাহির হইয়া এস! তোমার অভিপ্রেত দ্রব্য স্বচ্ছন্দে গ্রহণ কর, আজ আমাদিগের সম্মুখে বলিয়া নয়, বিশ্বের সম্মুখে তোমার নারীজীবনের মহাপরীক্ষার দিন।"

ভবানী পূর্ব্ববৎ গৃহকোণে লাজনম্র ভাবে অবস্থিতা রহিল, বীরেন্দ্র ও ডাক্তার সাহেবের সম্মুখে বাহির হইতে সে বিশেষ কুণ্ঠিত হইল।

বীরেন্দ্রনাথ গর্ব্বিত ও সহর্ষচিত্তে কহিলেন, "এস গো রূপসি! তোমার ঐ প্রফুল্ল অধরে হাসি রাশি ফুটাইয়া, দিগন্ত বিভ্রান্তকারী রূপের জ্যোতিঃ

বিকসিত করিয়া, আমার বহুআয়াসে সংগৃহীত এই অমূল্য রত্ন-সম্ভার গ্রহণ কর। তোমার এমন লাবণ্যে ঢল ঢল কোমল অঙ্গে শত গ্রন্থিপূর্ণ বসন কি শোভা পায়? এস—এই বেণারসী শাড়ী পর; তোমার ঐ সুকোমল নিটোল ভূজে, গ্রন্থিময় বসন সেলাই করা সাজে না; এস—এস রূপসি! সানন্দে স্বচ্ছন্দে এই বালা, বাজু, অনন্ত প্রভৃতি অলঙ্কার হস্তে পরিধান কর! কবরীতে মুক্তা খচিত কারুকার্য্য শোভিত ফুল দাও, গলে সুবর্ণ হার ও মুক্তারমালা পর, কর্ণে দুল, নাসিকায় নথ, রমণীর বাঞ্ছিত সুন্দর চন্দ্রহার পর। আমার সুখের বাসনা ফলবতী হউক।"

এইবার ভবানী গৃহ হইতে বহির্গতা হইল; কিন্তু এ কি মূর্ত্তি! সে নারী স্বভাব সুলভ লজ্জা কৈ? অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত অবগুণ্ঠন কৈ? আলুলায়িতা কুন্তলা, ঈষৎ অবগুণ্ঠিতাবস্থায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, বিষময়ী ভুজঙ্গিনীর ন্যায় কাল ফণা বিস্তার করিয়া সে যে তাহাদের সম্মুখীন হইয়াছে, একি মূর্ত্তি!

বীরেন্দ্রনাথ সেই উজ্জ্বল দিবালোকে, সেই মহিয়সী রমণীর অপার্থিব রূপলাবণ্যরাশি, স্থির অচঞ্চল দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "এস এস—আর একটু অগ্রসর হ'য়ে এস; আমাদের প্রদত্ত যাহার দ্রব্য গ্রহণ করতে ইচ্ছা হয়—তাহা সানন্দে ও নির্ভয়ে গ্রহণ কর রূপসি!"

এইবার ভবানীর সরম গেল, মুখে বাক্য ফুটিল, সে তেজোদ্দীপ্ত গর্ব্বিত স্বরে কহিল, "ছি ছি জমীদার বাবু, আমার উপযুক্ত সন্তানের সমক্ষে, আমায় বার বার ওরূপ ঘৃণিত সম্বোধন করতে আপনার লজ্জা হচ্ছে না? আমি বিধবা—পতির অবর্ত্তমানে সন্তানের অভিভাবকতা গ্রহণ করা ভিন্ন নারীর অন্য আশা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। যিনি আমায় মাতৃ সম্বোধনে আমার গৌরব রক্ষা ক'রেছেন, সেই পুত্রের প্রদত্ত ঐ মৃৎপাত্রেস্থিত গঙ্গাজল ও পুষ্প আমি গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ হ'লেম। বঙ্গরমণী নিজের পবিত্রতা রক্ষা

অপেক্ষা মূল্যবান্ কর্ত্তব্য আর কি আছে তা জানে না।" এই বলিয়া সে নবীনচন্দ্রের প্রদত্ত মৃৎপাত্র তুলিয়া লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ডাক্তার সাহেব ও বীরেন্দ্রনাথ অনিমেষ লোচনে, তাহার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এক্ষণে ভবানীর প্রত্যাখানে মর্ম্মাহত হইয়া বীরেন্দ্রনাথ অধোবদনে রহিলেন।

নবীনচন্দ্র এতক্ষণ অধোবদনে ভূমে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এইবার সগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিয়া বলিলেন, "মা, তুমি যথার্থ সেই দশায়ুধধারিণী সিংহবাহিনী ভবানী। রমণীর গৌরব বাড়াইতে এ অনাথিনী বেশে বিরাজমানা; মা! তোমায় প্রণাম করি, কোটী কোটী প্রণাম করি।" এই বলিয়া নবীনচন্দ্র ভক্তিভরে ভবানীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। রোষকষায়িত নয়নে বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ভবানি! কেন তবে তুমি আমার আশ্রয়প্রার্থিনী হ'য়েছিলে?"

নবীনচন্দ্র সগর্ব্বে কহিলেন, "সাবধান জমীদার বাবু! সন্তানের সম্মুখে আপনি আমার মায়ের নাম উচ্চারণ করিয়া, আপনার ও রসনা আর কলুষিত করিবেন না।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বেশ, ওরই মুখে এর একটা উত্তর আমি চাই।"

গৃহমধ্য হইতে ভবানী উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "ব্রাহ্মণের বিধবা আমি, সতীত্বের গৌরব বুঝি, আমার এমন হীন প্রবৃত্তি নয় যে, আমি স্বেচ্ছায় এক কুক্কুর, যে আমার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া লালসার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার ক'রে থাকে, তাহার আশ্রয় প্রার্থনা কর্‌ব; হিন্দুনারী মর্‌তে জানে, সম্ভ্রম নষ্ট কর্‌তে জানে না।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে এ সংবাদ মিথ্যা?"

ভবানী বলিল, "মিথ্যা—সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

নবীনচন্দ্র কহিলেন, "জমীদার বাবু কি এ স্থানে আর কথনও এসেছিলেন ?"

ডাক্তার সাহেব এতক্ষণ বিস্ময়চকিত চিত্তে সকল কথা শুনিতেছিলেন, নবীনচন্দ্রের এ প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, "হাঁ, যে দিন আপনার সঙ্গে রোগী দেখ্‌তে আসি, তার পরদিন জমীদার বাবু আমার সঙ্গে এসেছিলেন, তখন জানতেম না যে, সে বৃদ্ধা মারা গিয়াছিল ; পরোপকার কর্‌তে উনি এসেছিলেন, মৃত্যু সংবাদ শুনেই আমরা চ'লে গিয়েছিলেম।"

নবীনচন্দ্র গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এক্ষণে জমীদার বাবু! আপনার প্রতিশ্রুতি স্মরণ ক'রে আর কখনও এ স্থলে এসে, আমার এ মাতৃ-মন্দির কলুষিত কর্‌বেন না।"

বীরেন্দ্রনাথ নীরবে রৌপ্য পাত্রসহ অলঙ্কারাদি লইয়া কহিল, "আচ্ছা, আসি তবে।"

ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "দাঁড়ান আমিও যাই।"

এই সময়ে বৃদ্ধার সহিত কৃষ্ণদাস আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল, দেখিয়া বীরেন্দ্রনাথ ও ডাক্তার সাহেব প্রস্থান করিলেন।

নবীনচন্দ্র ভবানীকে অনেক উপদেশ দিয়া, সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে বলিয়া ক্ষণকালপরে তথা হইতে বিদায় হইলেন, এবং সেই রাত্রি হইতেই ভবানীর তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য একটি দ্বারবান নিযুক্ত করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমচাঁদ

পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত মতে সুরমাসুন্দরী দৌহিত্রের বিবাহোপলক্ষে বড়, মেজ, নাতবৌ ও দৌহিত্রাদি সহ বর্দ্ধমান যাত্রা করিয়াছিলেন; নূতন বৌ কোনও মতে অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে ইচ্ছুক না হওয়ায়, সুরমাসুন্দরী তাহাকে বাড়ীতেই রাখিয়া গিয়াছেন। প্রেমচাঁদ সরযূর কাছছাড়া হইত না, সুতরাং সরযূ তথায় না যাওয়ায়, তাহারও যাওয়া হয় নাই। যাইবার সময়ে বড় ও মেজবৌ, সরযূকে তামাসাচ্ছলে বলিয়াছিল, "এইবার দেখ্‌ব লো নূতন বৌ, খালি ঘর-সংসারে স্বোয়ামীকে বশ কর্‌তে দেখ্‌ব।" তাহারা চলিয়া যাইবার পর হইতেই, সরযূ ঐ কথা লইয়া মনের মধ্যে নানারূপ আন্দোলন করিতে লাগিল, কিন্তু নবীনচন্দ্রকে সে একা পাইয়া, দুইদিবস স্বহস্তে আহার যোগাইয়াও কিছু বলিতে পারিল না, তিনি আহারাদি করিয়া যেমন বৈঠকখানায় শয়ন করিতেন, এ দুইদিনও তেমনি করিলেন। সরযূ প্রেমচাঁদকে লইয়া পুত্রস্নেহে বিহ্বলচিত্তে রাত্রিযাপন করিতেই স্থির সঙ্কল্প করিল, পার্শ্বের গৃহে তাহাদিগের সংসারে রন্ধন-কার্য্যে নিরতা এক বয়োবৃদ্ধা গৃহিণী শয়ন করিয়া সরযূর তত্ত্বাবধান করিত; সুরমাসুন্দরী বিবাহবাড়ী যাইবার সময় ইহাই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে দুইদিন অতিবাহিত হইলে, তৃতীয় দিবসের প্রাতঃকাল হইতে প্রেমচাঁদ একটু অসুস্থ বোধ করিল, মধ্যাহ্নকালে তাহার বেশ জ্বর হইল, রাত্রে জ্বরের উপর আবার জ্বর আসিল। চতুর্থ দিবস

হইতে সেই জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া বালককে একেবার সংজ্ঞাশূন্য করিয়া ফেলিল। সরযূবালা প্রেমচাঁদকে বড়ই ভালবাসিত, তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার সহিত আমোদ আহ্লাদ করিয়া, আপনার দুঃখবিক্ষুব্ধ হৃদয়ে অনেক শান্তি অনুভব করিত। আজ সেই প্রেমচাঁদকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখিয়া, তাহার মুখে প্রলাপোক্তি শুনিয়া, সরযূবালার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। গৃহে শাশুড়ী নাই, জায়েরা নাই, প্রিয়তমা সঙ্গিনী চারুবালা নাই; বহুদিনের বিশ্বস্ত ভৃত্য দু'একটী ও অন্যান্য বৃদ্ধেরা সংসারের কাজকর্ম্ম নাই ভাবিয়া, তাহারাও একবার এই অবসরে আপনাপন আত্মীয়দিগের সহিত দেখা করিতে সুরমাসুন্দরীর অনুমতি লইয়া দেশে গিয়াছে। এ সময়ে কাহার নিকটে সে মনোবেদনা জ্ঞাপন করিবে।

আছে কেবল একজন বয়োবৃদ্ধা দাসী ও পাচিকা, ভৃত্য বিশুরাম ও দু'একটী দ্বারবান্। জ্বরের প্রথম দিন অমনি অমনি কাটিল, দ্বিতীয় দিনের অবস্থা দেখিয়া সরযূ আর স্থির থাকিতে পারিল না। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, দিনরাত সে প্রেমচাঁদের শুশ্রূষায় নিরতা হইল। জ্বরভোগের দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্ন ভোজনকালে, নবীনচন্দ্র অন্তঃপুরে আসিয়া প্রেমচাঁদের অবস্থা দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আহারের সময় যে প্রেমচাঁদ দুইবেলা তাহার ক্রোড়ে বসিয়া, তাঁহার গলা জড়াইয়া, কত মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিত, সেই প্রেমচাঁদকে নয়ন মুদ্রিত করিয়া, শয্যায় শায়িতাবস্থায় যন্ত্রণায় ছটফট করিতে দেখিয়া, নবীনের প্রাণে এক মহাভীতির সঞ্চার হইল। প্রেমচাঁদ যে তাঁহার পূর্ব্বপত্নীর একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন, এ স্মৃতি যদি সহসা কালের কবলে অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে যে তাহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আহারের পর নবীনচন্দ্র প্রেমচাঁদের শয্যার সমীপবর্ত্তী হইয়া, স্থির নেত্রে দাঁড়াইয়া

তাহার অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন, অবগুণ্ঠনাবৃতা সরযু তাহার শিয়রে বসিয়া, একহস্ত তাহার শিরদেশে রাখিয়া, অপর হস্তখানি ধীরে ধীরে তাহার সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালন করিতেছে, সহসা প্রেমচাঁদ চীৎকার করিয়া বলিল, "মা এসেছ,—দাঁড়াও—দাঁড়াও আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

প্রেমচাঁদের এই প্রলাপোক্তি শুনিয়া নবীনচন্দ্রের হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিয়া উঠিল, তিনি আর স্থির ভাবে দাঁড়াইতে পারিলেন না, অন্যান্য দিন আহারের পর প্রেমচাঁদ আসিয়া পানের ডিবা তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিত, আজ আর কেহ তাহা দিল না, নবীনচন্দ্র পান না খাইয়াই একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, তথা হইতে বৈঠকখানায় প্রস্থান করিলেন। তথায় গিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর, তিনি প্রেমচাঁদের চিকিৎসার্থ একজন ডাক্তার আনাইতে স্থির করিলেন। যে রে সাহেব তাঁহার পরিবারবর্গের চিকিৎসা এতাবৎ কাল করিয়া আসিতেছিলেন, যিনি তাঁহার প্রতি বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ অর্দ্ধ ভিজিটে চিকিৎসা করিয়া থাকেন, নবীনচন্দ্র পুত্রের পীড়ায় এবার সেই রে সাহেবকে আর ডাকিলেন না। নবীনচন্দ্র তাঁহাকে বীরেন্দ্রনাথের সহিত ভবানীর কুটিরে গোপনে যাইতে শুনিয়া, তিনি বীরেন্দ্রের সপক্ষে থাকায়, তাহার উপর নবীনচন্দ্রের হৃদয়ে এক ঘৃণার ভাব উদয় হইয়াছিল। যে ডাক্তার শুদ্ধান্তঃপুর নিবাসিনী মা লক্ষ্মীদিগের চিকিৎসার্থে ব্রতী, তাঁহার নৈতিক চরিত্রে সন্দিহান হইয়া নবীনচন্দ্র তাঁহাকে আর আপনার অন্তঃপুরে আহ্বান করিলেন না। তিনি একজন সামান্য ডাক্তার আনিয়া, পুত্রের চিকিৎসায় নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে আরও কয়দিবস অতিবাহিত হইল। প্রেমচাঁদ আরোগ্য না হইয়া অধিকতর সাংঘাতিক অবস্থার দিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল। দেখিয়া সরযূর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। পর দিন বিবাহোপলক্ষে নবীন ও প্রফুল্লের বর্দ্ধমান যাইবার কথা, আজ প্রেমচাঁদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা না হইলে তাঁহাদের অবর্ত্তমানে যদি রোগ

বাড়িয়া উঠে, তাহা হইলে কি হইবে, এই চিন্তায় সরযূর প্রাণ আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে প্রাণপণে প্রেমচাঁদের সেবাশুশ্রূষা ও ঔষধাদি নিয়মিত পান করাইয়াও রোগের উপশম না দেখিয়া, আজ সন্ধ্যার সময় প্রফুল্লচন্দ্র আদালত হইতে ফিরিয়া আসিলে, পাচিকা ঠাকুরাণীর দ্বারা তাহাকে ডাকাইল; চারুবালার অনুপস্থিতিতে সরযূ, প্রফুল্লের আদালত হইতে আসিবার পূর্ব্বেই জলযোগের যাহা কিছু থাকিত, তাহা তাহার গৃহে ঠিক করিয়া রাখিত, গৃহের শয্যাদির কাজকর্ম্ম করিত। হস্ত মুখ প্রক্ষালন ও জলযোগের 'পর, আজ প্রফুল্লচন্দ্র পাচিকার আহ্বানে নবীনচন্দ্রের শয়নকক্ষের দ্বার সমীপে দাঁড়াইয়া বলিল, "কি বল্‌ছ নূতন কাকী-মা?"

সরযূ প্রেমচাঁদের রোগ শয্যায় বসিয়াছিল, পাচিকা ঠাকুরাণী দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া কহিল, "উনি বল্‌ছেন, খোকার অসুখ শক্ত, তুমি তোমার কাকাকে ব'লে সেই সাহেব ডাক্তারকে একবার আজ আন্‌তে বল।"

প্রফুল্ল সময়ে আহারাদি পাইয়াই পরিতৃপ্ত ছিল, প্রেমচাঁদের অসুখের কোনও সংবাদ রাখিত না, আজ তাহার মুখে প্রেমচাঁদের শক্ত অসুখের ও রে সাহেবের চিকিৎসার অভাব শুনিয়া বলিল, "তা রে সাহেবকে আগে থেকে দেখান হয় নাই কেন? আগে থেকে দেখালেই এতদিনে ভাল হ'ত।"

পাচিকা ঠাকুরুণ বলিল, "কি জানি নবীন তাঁকে কেন আনেনি, আজ বাবা তুমি তাঁকে আন্‌তে বল।"

"দেখি, অসুখটা কি?" বলিয়া প্রফুল্ল প্রেমচাঁদকে দেখিতে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। সরযূ অবগুণ্ঠন টানিয়া একটু দূরে বসিল।

ক্ষণকাল স্থিরভাবে লক্ষ্য করিয়া, প্রেমচাঁদের মুখে নানারূপ প্রলাপোক্তি শুনিয়া, প্রফুল্লচন্দ্র রোগের গুরুত্ব অনুভব করিল। থারমোমিটার (Thermometer) দিয়া জ্বরের উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রী দেখিয়া বলিল, "উঃ জ্বর

খুব। তুমি ছোটকাকাকে ভাল ডাক্তার আনতে বল।" এই বলিয়া সে তথা হইতে আপনার প্রকোষ্ঠে গিয়া উপস্থিত হইল। সরযূ হতাশ চিত্তে প্রেমচাঁদের মস্তকে বরফের ব্যাগ (Ice Bag) চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

প্রফুল্ল প্রেমচাঁদের অবস্থা বুঝিয়া মনে মনে প্রীত হইল, ভাবিল,—"এবার এ কণ্টক আপনি দূর হইলে আমি নিশ্চিন্ত হইব। আমাদের বিষয় সম্পত্তি, ছোট কাকা ভোগ করে করুক, সে আর কতদিন বাঁচিবে? প্রেমচাঁদ জীবিত থাকিলে,—আমার পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ পাইবে, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়। সুযোগ আপনি আসিয়াছে, হেলায় পরিত্যাগ করা উচিত নয়, দেখি কতদূর অগ্রসর হইতে পারি।" এই ভাবিয়া প্রফুল্লচন্দ্র বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া বাটীর বাহির হইল। নবীনচন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া "স্বদেশ-সেবকের" প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন,—প্রফুল্লকে যাইতে দেখিয়া নবীনচন্দ্র বলিলেন, "কে ও?"

প্রফুল্ল বলিল, "আমি।"

নবীনচন্দ্র কহিলেন, "প্রফুল্ল?"

প্রফুল্ল সে স্থলে দাঁড়াইয়া কহিল, "পেমার যে জ্বর খুব বেশী। (Temperature—105) টেম্পারেচার—১০৫।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "হাঁ, রোগটা শক্ত (Typhoid Pneumonia) বুকে সর্দ্দি বসেছে।"

প্রফুল্ল বলিল, "রে সাহেবকে প্রথমেই দেখালে হ'ত?"

নবীনচন্দ্র কহিলেন "তাঁকে আর আমি কোনও ভদ্রলোকের অন্তঃপুরে আনা উচিত মনে করি না, যে ডাক্তারের (moral character) নৈতিক চরিত্র খারাপ, তাকে ডাক্তারী কার্য্য হইতে অপসারিত করা উচিত।"

প্রফুল্ল ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "তবে সেদিন তাঁকে আনা হয়েছিল কেন?"

নবীন। তার পরেই কোনও একটা ঘটনায় আমি রে সাহেবের মন্দ স্বভাবের পরিচয় পাই, তাতেই তার প্রতি আমার এই ধারণা হ'য়েছে। শীঘ্রই "স্বদেশ-সেবকে" এই বিষয়ের আলোচনা কর্‌তে হ'বে।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া প্রফুল্ল প্রস্থানোদ্যত হইলে, নবীনচন্দ্র কহিলেন,—"দেখ, কাল আর আমার বর্দ্ধমান যাওয়া হ'ল না, তুমিই যেও, আর প্রেমচাঁদের অসুখের কথা সেখানে কিছু ব'লে কাজ নাই। শুন্‌লে মা বড় ব্যস্ত হবে, সেখানে একটা শুভ কাজে গিয়েছে, সকলে তাড়াতাড়ি চ'লে আস্‌বে।"

শুনিয়া প্রফুল্ল "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া গেল।

নবীন ও প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত বড় বেশী কথাবার্ত্তা হইত না; প্রফুল্ল নিজের গোঁভরে থাকিত, বিবাহ বাড়ী যাইবারকালে হেমন্তকুমারী, ইহাদের উভয়কে একটু সহ্য করিয়া থাকিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, আর নবীনচন্দ্র আজ নিজে ডাকিয়া তাহার সহিত কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া, উহাদের পূর্ব্বোক্ত কথোপকথন হইয়াছিল।

নবীনচন্দ্র প্রায়ই সন্ধ্যাকালে পরিভ্রমণ করিয়া দীন দুঃখীদিগের অভাব ও অভিযোগের অনুসন্ধান করিতেন, আজ আর বাহির হইলেন না। প্রেমচাঁদের জন্য তাঁহার মনটা বড় খারাপ হইয়াছিল। এই সময়ে তথায় গৌরহরি বাবু আসিয়া কহিলেন, "তোমার ছেলের সংবাদ কি ?"

শুনিয়া নবীনচন্দ্র বলিলেন, "তার অবস্থা ভাল বোধ হচ্ছে না।"

গৌরহরি বাবু বলিলেন, "তবে না হয় রে সাহেবকে ডাক, শেষে কি তোমার কোট বজায় রাখ্‌তে, ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাবে ?"

"না—এখনও তত অবস্থা খারাপ ব'লে বোধ হয় না, আর রে সাহেবকে আমি কিছুতেই ডাক্‌ব না; আমি যদি নিজের ছেলের চিকিৎসা কর্‌তে তাকে ডাকি, আর দু'দিন পরে তোমার কাগজে তার বিপক্ষে

আন্দোলন করি, তা হ'লে লোকে আমার উপর বীতশ্রদ্ধ হবে তা মনে রেখো। উন্নতিশীল যুবক ডাক্তারের দ্বারা ছেলের চিকিৎসা করাইতেছি, তোমাদের আশীর্ব্বাদে সে ভাল হ'য়ে যাবে; এখন এই নাও ধর।" বলিয়া নবীনচন্দ্র কতকগুলি প্রবন্ধ তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।

তাহা দেখিয়া গৌরবাবু কহিলেন, "এ কি, আজও তুমি কিছু লিখেছ না কি?"

নবীন। হাঁ, যৎসামান্য। এগুলি সংগ্রহ ক'রে রাখ, ভবিষ্যতে যদি কিছু আর না লিখ্‌তে পারি।"

"না—না। এ সময়ে তোমার মন খারাপ; এখন কিছু লিখে কাজ নাই। আমি সে সব বন্দোবস্ত করব; তুমি বাড়ীর ভিতরে যাও, এখন আমি যাই। একবার ছেলেটার খবর নিতে এসেছিলেম।" এই বলিয়া গৌরহরি বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"আমারও মনটা বড় অস্থির; যাই একবার দেখে আসি ছেলেটাকে।" বলিয়া নবীনচন্দ্রও গৌরহরি বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া অন্তঃপুরে গেলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

ব্যাভিচার বিক্রম

ভবানীর নিকট হইতে সে দিন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া. বীরেন্দ্রনাথ ডাক্তার সাহেব ও ভবতারণকে লইয়া, নবীনচন্দ্রের বিপক্ষে নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বে নবীনচন্দ্রের সমীপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে,' ভবানী যদি তাহার সাঙ্কেতিক দ্রব্য গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তিনি আর তথায় যাইবেন না, ভবানীর সংশ্রব একেবারে ত্যাগ করিবেন। সে দিনের ঘটনায় বীরেন্দ্রনাথ ভবানীর আচরণে বড়ই অপমান বোধ করিলেন, এবং ছলে বলে ও কৌশলে তাহার পবিত্রতা অপহরণ করিয়া, নবীনচন্দ্রকে অপদস্থ করিতে আপনার শক্তি ও সামর্থ্য প্রদর্শনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলেন। সেই প্রসঙ্গ লইয়া আজ সন্ধ্যার পর, বীরেন্দ্রের বৈঠক-খানায় বেশ একটা জল্পনা চলিতেছিল। প্রফুল্ল আদালত হইতে আসিয়া জলযোগাদি করিবার পর, সেই স্থলে গিয়া এ কয়দিন যেমন উপস্থিত হইত, আজও তেমনি হইল।

তখন সেখানে ভবতারণ, রে সাহেব ও বীরেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ন্যায় বিরাজমান থাকিয়া, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের সূচনা করিতেছিলেন। স্তরে স্তরে সজ্জিত সুরার বোতল হইতে ঘন ঘন সুরাপান চলিতেছিল; প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখিয়া বীরেন্দ্রনাথ সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "আসুন, আসুন এ্যাটর্ণি সাহেব! আপনার জন্য আমরা এতক্ষণ হা ক'রে ব'সে আছি, বস্তাজ্ঞা হয়!"

সহাস্যে আসন পরিগ্রহ করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র বলিল, "তারপর, এদিকের কতদূর কি হ'ল বলুন।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সব ঠিক, কেলো ডোমকে পাঁচশত ও সাহাদুক্ সেখকে হাজার টাকা দিয়েছি, তাঁরা আপনাপন দলবল সহ আমার সহায়তা করতে সম্মত হয়েছে। প্রথমে একটু গর্‌রাজি হয়েছিল, কিন্তু আপনাকে আমাদের সঙ্গে দেখে, তারা আর কেউ বড় একটা অমত করেনি। বল্‌লে নবীন মাষ্টারের ভাতিজা যখন রয়েছে,—তখন এ কাজে তারা প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত নয়।"

প্রফুল্ল একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন বলুন দেখি, আমার প্রতি তাদের এতটা আস্থা স্থাপন কেন?"

রে সাহেব বলিলেন, "দেখ্‌লেম, নবীনচন্দ্রের উপর তাদের বিশ্বাস ও ভক্তি অটল, সেই জন্য আমরা যে নবীনচন্দ্রের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ভবানীকে বলপূর্ব্বক আন্‌ছি, এ কথা প্রকাশ করিনি; আমাদের ভট্চার্য্যি ঠাকুর তাদের বুঝিয়েছে, যে অন্য একটা লোক ভবানীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে আটকাতে চায়, সেই জন্য আমরা জোর ক'রে তার এ কার্য্যে বাধা দিচ্ছি। তাকে প্রাণে মার্‌তে পার্‌লে, পাঁচ হাজার টাকা ইনাম দেওয়া যাবে।"

ইহা শুনিয়া প্রফুল্লচন্দ্র বলিল, "এটা কি বিশেষ সুবিধার কাজ হবে? কার্য্যক্ষেত্রে তারা যদি প্রকৃত নবীন মাষ্টারকে দেখে চিন্‌তে পারে?"

উচ্চহাস্যে ভবতারণ কহিল, "আরে রামচন্দ্র, সবাই কি আর নবীন মাষ্টারকে জানে? অন্ধকারে আমরা এ কাজ ফতে কর্‌ব, তারা হ'ল সর্দ্দার, তাদের তাঁবে অনেক লাঠিয়াল আছে, কতকগুলো কাটগুঁয়ার দেখে আমরা বেছে নোব। আমি হ'লেম ভবতারণ ভট্টাচার্য্য, অনেক ভেবে চিন্তে এ কাজ কর্‌ছি; হিন্দু ও মুসলমান, দুই দলের লোক

মোতায়েম রাখ্‌ব, একদল বিগড়ে যায়, অপর দলকে লেলিয়ে দোব। হা—হা—হা—এবার সে যাবে কোথায়? আর এ দিকেও আমি ডবল স্বন্দোবস্ত করছি, যাবে কোথায়?—আমি হ'লেম ভবতারণ ভট্টাচার্য্য।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কেমন মৎলবটা আঁটা গেছে বলুন দেখি?"

রে সাহেব বলিলেন, "আমার ত খুব ভাল ব'লে মনে হয়।"

ভবতারণ খানিকটা অহিফেন সেবন করিয়া কহিল, "হুঃ, আমি হ'লেম ভবতারণ ভট্টাচার্য্য, এবার সে বাছাধন যাবে কোথায়? আমায় সে পৌরহিত্য-কার্য্যে বরখাস্ত ক'রেছে; তুমি হ'লে ওদের বংশের উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। যদি কিছু উন্নতি হয়,—ত তোমার দ্বারাই হবে বাবা প্রফুল্ল! আমি তোমায় প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করছি। তোমার শ্রীবৃদ্ধি হবেই হ'বে।"

মৃদু হাস্যে প্রফুল্ল কহিল, "ঠাকুর যে বেশ মৌতাত করছেন, এ অভ্যাস ক'বে থেকে হ'ল?"

ভবতারণ সহাস্যে বলিল "এ মায়ের নামে নিবেদন ক'রে দিয়েছি, এ এখন আফিম নয় অমৃত! হাঁ—আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য—জান ত?"

বীরেন্দ্রনাথ প্রফুল্লচন্দ্রের মুখাগ্রে এক গ্লাস সুরা ধরিয়া বলিলেন, "একটু হ'বে নাকি?"

প্রফুল্ল কহিল, "না—ঐটে আমি পছন্দ করি না, ঐজন্যই ছোট কাকার সঙ্গে আমার মনোমালিন্য। দেখুন, যে জন্য আপনারা প্রস্তুত হয়েছেন, সে কাজে আর বিলম্ব ক'রে কাজ নাই। কাল রাত্রেই ঐটে শেষ করুন; একটা সুযোগ হয়েছে, ছোট কাকার ছেলেটা সাংঘাতিক পীড়িত, আজ অবস্থা ভাল নয় দেখেছি, কাল আরও খারাপ হ'বে। সেই নিয়ে সে ব্যস্ত থাক্‌বে, এ দিকে আপনারা লাঠিয়াল নিয়ে এ কাজ শেষ করবেন।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বেশ, বেশ (This is a golden opportunity, must not be overlooked) এ সুবর্ণ সুযোগ কিছুতেই ছাড়া হবে না। কালই আমি ভবানী হরণের সমস্ত আয়োজন কর্‌ব।"

রে সাহেব বলিলেন, "তা তাঁর ছেলেকে দেখ্‌ছে কে? আমায় ত কিছু বলেন নি?"

প্রফুল্ল মৃদুহাস্যে বলিলেন, "না, আপনি বীরেন্দ্র বাবুর পক্ষে থাকায় আপনাকে সে ডাক্তারী কার্য্য হ'তে অপসারিত কর্‌বার মৎলবে আছে। প্রকাশ্যভাবে "স্বদেশ-সেবক" সংবাদ পত্রে এ বিষয়ের আলোচনা কর্‌বেন বোধ হয়।"

রে সাহেব বিস্মিত ভাবে কহিলেন, "তাই নাকি?"

প্রফুল্ল বলিল, "আপনি এক কাজ করুন, সে যেমন আপনাকে অপদস্থ কর্‌তে উদ্যত, আপনিও তেমনি তাকে জব্দ কর্‌বার জন্য আমাদের পাড়ার সমস্ত ডাক্তারকে ডেকে, তার ছেলের চিকিৎসা কর্‌তে নিষেধ ক'রে দিন। সে বুঝুক, আপনিও বড় একটা কেও-কেটা লোক নন্।"

বীরেন্দ্রনাথ সাগ্রহে বলিলেন, "হাঁ ডাক্তার সাহেব! এ কাজ আমাদের কর্‌তেই হবে। চিকিৎসাভাবে তার ছেলে মর্‌লে, সে বুঝ্‌বে আমাদের বিপক্ষতায় তার বংশ লোপ হয়েছে।"

ভবতারণ করতালি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "হবে না?—তার বংশ লোপ পেতেই হ'বে। আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য! আমায় পৌরহিত্য-কার্য্যে বরখাস্ত করা? এর প্রতিফল যাবে কোথায়? বংশ লোপ হ'তেই হবে।"

রে সাহেব উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "দেখুন জমীদার মহাশয়! নবীনচন্দ্রের আমার উপর অন্যায় আচরণ দেখুন! কাল যেরূপেই হোক্, ভবানীর গৃহ-প্রাঙ্গণে তাহার অস্তিত্ব এ ধরাবক্ষ হইতে বিলুপ্ত করিতেই

হইবে, নচেৎ তাহার তীব্র কঠোর সমালোচনায় আমার এ স্থানের বসবাস উঠাইয়া পলায়ন করিতে হইবে।"

ভবতারণ বলিল, "আমি ডবল স্বস্ত্যেন কর্‌ব,—তার বংশ লোপ হ'বেই হ'বে। হাঁ—আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কাল রাত্রেই আমরা ও কাজ ফতে কর্‌ব। আজ তাদের না হয় আরও কিছু টাকা দিয়ে আসি,—আমরা নবীনচন্দ্রকে এইবার দেখে নোব সে কেমন পুরুষ-বাচ্ছা।"

প্রফুল্ল কাহল, "যদিই একটা খুনোখুনী হয়, তা হ'লে বল্‌বেন, তার ভবানীর গৃহে ঘন ঘন যাতায়াত ছিল, সেইজন্য আক্রোশে ভবানীর অপর কোনও প্রেমাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি তাকে হত্যা ক'রেছে। আপনারা সেই জেনে লাঠিয়াল সঙ্গে নিয়ে তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। জনকতক সাক্ষী-দেবার লোক ঠিক কর্‌বেন, কিছু খরচ করা চাই।"

বীরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আচ্ছা আমি সে সব ঠিক কর্‌ব; অর্থব্যয়ে আমি ভবানীকে লাভ করতে কুণ্ঠিত নহি।"

"আর কাল সকালেই ডাক্তার কবিরাজ বন্ধ করা চাই, পারেন ত এখনই সে ব্যবস্থা করুন," বলিয়া প্রফুল্ল প্রস্থান করিল।

রে সাহেব বলিলেন, "হাঁ এটাও করা চাই।" এ সম্বন্ধে বীরেন্দ্র-নাথের সহিত তাঁহাদের একটা ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বস্মৃতি

গৌরহরি বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া, নবীনচন্দ্র আপন শয়ন কক্ষ সান্নিধ্যে গিয়া দেখিলেন, প্রেমচাঁদ তখন একটু স্থিরভাবে নিদ্রা যাইতেছে; তাহার শিরোদেশে বসিয়া সরযূবালা বর্দ্ধমান হইতে চারুবালা কর্তৃক প্রেরিত প্রীতি উপহারসহ একখানি পত্র পাঠ করিতেছে। সেই পত্রে লিখিত ছিল, "ছোট খুড়শেষ! এখানে বিবাহ উপলক্ষে অনেক প্রীতি উপহার ছাপা হইয়াছে, এখানকার যে ঠাকুরঝীর স্বামী যাহা ছাপাইয়াছেন, সেখানির কয়টি ছত্র আমার বড় ভাল লাগিয়াছে, তাই আমি তোমার নিকটে একখানি ডাকে পাঠাইলাম, যে স্থানটি চিহ্নিত করিয়াছি, ঐটি আমি বার বার পড়িয়াছি। মনে করিয়াছিলাম সেখানে গিয়া তোমাকে দেখাইব, কিন্তু অতটা বিলম্ব সহিল না, তাই সদ্য সদ্য ডাকে দিলাম; এখানকার সকল সংবাদ ভাল।" পত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়া সরযূ কবিতাগুলি হইতে চিহ্নিত অংশ খুঁজিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাই পাঠ করিল, তাহাতে লিখিত ছিল;—

নারীর সর্ব্বস্ব ধন মহাগুরু পতি,
সহায় সম্বল সব সুখ শান্তি প্রীতি ॥
স্বামীরে সন্তোষ দিতে পার তুমি যদি।
মনে পাবে সদা সুখ কহে মেজদিদি ॥

নবীনচন্দ্র দূর হইতে অবগুণ্ঠনবিমুক্তা, সৌন্দর্য্য ললামভূতা, পাঠে নিরতা সরযূকে স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, নবীনচন্দ্রের আগমন সরযূ লক্ষ্য করে নাই। সহসা প্রেমচাঁদের প্রলাপোক্তি শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল; চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে নবীনচন্দ্র তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। সরযূ একটু অপ্রতিভ হইয়া সত্বর মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া, পত্র ও প্রীতি-উপহার ফেলিয়া, প্রেমচাঁদের মাথায় বরফের ব্যাগ চাপিয়া ধরিল।

নবীনচন্দ্র সরযূর সে অপরূপ রূপমাধুরী, সে আলুলায়িত কুন্তলরাশি, সে ইন্দিবরতুল্য লোচনের স্থির দৃষ্টি, অনাবৃত মুখমণ্ডল, সেই রোগীর শয্যাতলে বসিয়া ঐকান্তিকভাবে সেবা ও যত্ন দেখিয়া আজ মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার মনে পড়িল, তাঁহার প্রথমা পত্নী অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি লইয়া, একদিন প্রেমচাঁদের রোগ শয্যায় বসিয়া, তাহার নিরাময় আশায় এইরূপে একাগ্রচিত্তে অবস্থিতা ছিল, তখন প্রেমচাঁদের বয়স মাত্র তিন মাস। আজ সেই মাতৃত্বের উজ্জ্বল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, সরযূ সেইভাবে প্রেমচাঁদের সেবায় নিরতা রহিয়াছে। এই দৃশ্যে তিনি সরযূর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, তাহার প্রতি নবীনের বিদ্বেষভাব কিছুক্ষণের জন্য অন্তর্হিত হইল।

কবিতার রসাস্বাদনে সরযূর হৃদয়ও তখন পতিভক্তিতে ভাদ্র মাসের ভরা নদীর ন্যায় পরিপূর্ণ ছিল। বিরাট-গোধন-হরণ যুদ্ধে ক্লীববেশী বৃহন্নলা, যেরূপ অস্ত্রমুখে ভীষ্ম ও দ্রোণকে, আপনার হৃদয়ের ভক্তি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সরযূ আজ তেমনি অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে নয়ন-বাণ সঞ্চালনে নবীনচন্দ্রের পদে প্রেমের পরিচয় জ্ঞাপন করিল।

নবীনচন্দ্র আজ নীরব নিস্তব্ধ ভাবে, ক্ষণকাল সরযূর হৃদয়-নিহিত মাতৃত্বের মধুর ভাব, স্নেহ সেবা ও আত্মদানের আদর্শনীয় কার্য্যাবলী স্থির দৃষ্টে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, মুখে কোনও কথা কহিলেন না।

এই সময়ে পাচিকা ঠাকরুণ তথায় আসিয়া, নবীনচন্দ্রকে সেই রূপ দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল, "বস না বাবা, দাঁড়িয়ে কেন? আহা, বাছার আমার এমন রোগ কোথায় ছিল? ও—ছেলেমানুষ বৌ, সমস্ত দিনরাত ছেলে নিয়ে প'ড়ে আছে। কেঁদেই আকুল, বলে প্রেমচাঁদ কি ক'রে ভাল হ'বে মাসী-মা?"

পাচিকা ঠাকরুণ তথায় অনেক দিন কাজ করিয়া মাথার চুল পাকাইয়াছে, সে এ সংসারে সামান্য দাসীর ন্যায় ছিল না। নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সকলে তাহাকে মাসী-মা বলিয়া ডাকিতেন। তাহার কথা শুনিয়া নবীনচন্দ্র কহিলেন, "তাই ত রোগটা দেখ্‌ছি বেঁকে দাঁড়াচ্ছে, সহজে আরাম হবে ব'লে মনে হয় না।"

পাচিকা ঠাকরুণ কহিল, "আহা ও ছেলে মানুষ, ভেবেই আকুল, এ সময়ে তুমি ওর কাছে থাকলে ও সাহসে বুক বাঁধবে, বস বাবা! তুমি একটু বস; ও খেয়ে আসুক।" শুনিয়া নবীনচন্দ্র প্রেমচাঁদের কাছে বসিলেন, সরযূ শয্যা ত্যাগ করিয়া পাচিকাঠাকরুণের আহ্বানে আহারার্থ চলিয়া গেল; অন্যদিন পাচিকাঠাকরুণ প্রেমচাঁদের কাছে বসিলে তবে সে আহারে যাইত, আজ নবীনচন্দ্র সে ভার গ্রহণ করিলে, সরযূবালা মনে মনে প্রীতি লাভ করিল।

নবীনচন্দ্র প্রেমচাঁদের কাছে বসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, জ্বর অত্যন্ত। নয়ন মুদ্রিত করিয়া সে পড়িয়া রহিয়াছে, জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতেছে, বুক ধুক্ ধুক্ করিতেছে। এইরূপে নবীনচন্দ্র তথায় বসিয়া তাহার মস্তকে হাত বুলাইতেছেন, এমন সময়ে প্রেমচাঁদ চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমি যাব—যাব, মা—মা দাঁড়াও।"

নবীনচন্দ্র কহিলেন, "প্রেমচাঁদ, যাবে কোথায়? এইযে আমি তোমার কাছে রয়েছি বাবা!"

প্রেমচাঁদ কখনও শয্যার চারিধারে হস্ত সঞ্চালন করিতেছে, কখনও নাসিকা খুঁটিতেছে, কখনও গাত্রের আচ্ছাদনী বস্ত্র ছুড়িয়া ফেলিতেছে। নবীনচন্দ্র এ সকল ভাব নিরীক্ষণ করিয়া, প্রেমচাঁদের জীবনের উপর আস্থাহীন হইয়া পড়িলেন, ভাবিলেন, "জগজ্জননী দুর্গে! এ আমায় কি বিপদে ফেল্‌লি মা? এ দুর্ব্বল শিশুর প্রাণ নিয়ে আমায় কি পরীক্ষা কর্‌ছিস মা? আমি যে আমার মরভূতুল্য হৃদয়ে, এই শিশুর হাসিরাশি দেখে আশায় বুক বেঁধেছিলেম; এটুকুও তোর প্রাণে সহ্য হ'ল না?—এ মমতার বন্ধন ছিঁড়ে নিতে যদি তোর স্পৃহা থাকে মা!—তবে তাই নে,—আমি সমস্ত বন্ধন বিমুক্ত হ'য়ে হাস্‌তে হাস্‌তে সংসার-সাগর-তরঙ্গে ভেসে যাই।"

এই সময়ে সরযূবালা আহার সমাপ্ত করিয়া নবীনচন্দ্রের আহারীয় সামগ্রী একে একে আনিয়া গৃহমধ্যে স্থাপন করিল, পাচিকা ঠাকুরুণও তাহার সাহায্য করিল; অতঃপর পাচিকা ঠাকুরুণ বলিল, "এইবার বাবা তুমি খেয়ে নাও, বৌ-মা ওর কাছে বস্‌ছে।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "তোমাদের সব খাওয়া হয়েছে মাসীমা? প্রফুল্ল কোথায়?"

"হাঁ বাবা, আমরা সব খেয়েছি। প্রফুল্ল এই এখন বাড়ী এসেছে, বাড়ীতে এমন অসুখ যাচ্ছে, একটু সকাল সকাল আসবে তা নয়। আমরা দু'জনে তার ঘরে খাবার রেখে এসেছি, তুমি খাও বাবা! আমি তার কাছে গিয়ে বসি; নইলে আবার চীৎকার কর্‌বে।" এই বলিয়া পাচিকা ঠাকুরুণ প্রফুল্লের ঘরে চলিয়া গেল।

সরযূবালা আসন পাতিয়া, কুজা হইতে গেলাসে জল ঢালিয়া দিয়া, আহারের সন্নিকটে প্রদীপ রাখিয়া দিল। নবীনচন্দ্র হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া আহারে বসিলেন।

সরযূবালা প্রেমচাঁদকে ঔষধ খাওয়াইয়া দিল, কিন্তু তাহা তাহার গলাধঃকরণ হইল না, সে বলিয়া উঠিল, "দাও, দাও—আমায় ওষুধ দাও—আমি ওষুধ খাব।"

সরযূ ধীরে ধীরে কহিল, "না—আর ওষুধ খেতে হ'বে না, তুমি স্থির ভাবে শুয়ে থাক।"

নবীনচন্দ্রের আহারে রুচি ছিল না, যাহা হয় কিছু সত্বর আহার করিয়া আচমন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে পাচিকা ঠাকরুণ আবার আসিয়া কহিল, "কি খেলে বাবা ?"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "এ সব দেখে শুনে আমার আর খেতে রুচি হ'ল না।"

"আমাদেরও ঐরকম হয়েছে, তবে আমি এখন শুতে যাচ্ছি, তুমি এখানে থাক, ও ছেলেমানুষ এ ক'দিন রাত জেগেছে, আমায় জাগতে দেয়নি।" এই বলিয়া পাচিকা ঠাকরুণ আপনার ঘরে চলিয়া গেল। নবীনচন্দ্র আচমন সমাপ্তে গৃহে আসিয়া ডিপা হইতে পান খাইয়া, প্রস্থানোদ্যত হইতেছেন, এমন সময়ে আজ সরযূবালা সকাতরে তাঁহার পদধারণ করিয়া কহিল, "যেওনা—আজ আর তুমি বৈঠকখানায় যেওনা—আমি জ্ঞানহীনা, না বুঝে তোমার প্রাণে কষ্ট দিয়েছিলেম; সেজন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার পায়ে ধ'রে পূর্ব্বকৃত অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি। আমার প্রতি যদি তোমার দয়া না হয়—তাহ'লে তোমার বড় স্নেহের প্রেমচাঁদের জন্যও আজ এখানে অবস্থান কর,—ওর এই অবস্থা দেখ, এ সময়ে আমায় একা ফেলে যেওনা।"

নবীনচন্দ্র ফিরিলেন, প্রেমচাঁদের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিতেছিল, তিনি আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া বৈঠকখানায় চলিয়া যাইতেছিলেন, সরযূর মার্জ্জনা ভিক্ষায় আজ সে প্রতিজ্ঞা ও অভিমান তিরোহিত হইল।

তিনি করুণাপ্লুত হৃদয়ে সাগ্রহে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, উঠো "সরযূ! আজ আমি তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা কর্‌লেম।"

সরযূ বলিল, "দেখ, প্রেমচাঁদ আজ বৈকাল হ'তে ওষুধ ভাল ক'রে খাচ্ছেনা, তুমি একবার ডাক্তারকে ডেকে আন, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, ওর অবস্থা ভাল নয়," এই বলিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

"আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি ডাক্তার আনছি, তুমি যদি বিশেষ আবশ্যক বোধ কর, তাহ'লে মাসীমাকে ডেকো,—আমি এখনি আসছি।" এই বলিয়া নবীনচন্দ্র তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

আজ বহুদিনের পর স্বামীর সমীপে সাদর সম্ভাষণ পাইয়া, সরযূ সাহসে বুক বাঁধিয়া পূর্ণোৎসাহে একেলাই প্রেমচাঁদের সেবায় নিরতা হইল।

এইরূপে ঘণ্টা দুই অতিবাহিত হইলে পর, নবীনচন্দ্র তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া, ডাক্তার আসিতেছে ভাবিয়া সরযূ পালঙ্কের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া নবীনচন্দ্র কহিলেন, "সরযূ! দুর্ভাগ্য আমার, আজ আর ডাক্তার পাওয়া গেলনা।"

সাগ্রহে সরযূবালা কহিল, "সে কি, ডাক্তার পাওয়া গেল না কেন?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া নবীনচন্দ্র বলিলেন, "কেন? এ কেন'র উত্তর আজ আমি তোমায় দিতে অক্ষম, কাল এর রহস্য বুঝা যাবে। যে সমস্ত ডাক্তার, আমার নাম শুন্‌লে ছুটে আসে, তাদের দ্বারে দ্বারে আমি স্বয়ং উপস্থিত হয়েও আজ আন্‌তে পার্‌লেম না, এর ভিতর অবশ্য কোন ষড়যন্ত্র আছে।"

সরযূ ভীতান্তঃকরণে কহিল, "এতে আবার ষড়যন্ত্র কিসের, তবে কি বাছার আমার ভালরূপ চিকিৎসাও হ'বে না? ওগো—তুমি যাও—যাও, একবার তোমার সেই সাহেব ডাক্তারকে ডেকে আন, তিনি ত তোমার কথা রাখেন।"

উত্তেজিত স্বরে নবীনচন্দ্র কহিলেন, "এ জীবন থাকৃতে আর আমি সে সাহেব ডাক্তারকে আমার অন্দরমহলে আন্‌ব না, সে কলুষিত চরিত্র সম্পন্ন—ডাক্তার কুল কলঙ্ক—সেই বোধ হয় আমার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ এ গ্রামের সমস্ত ডাক্তারকে হস্তগত ক'রেছে।"

হায়, নবীনচন্দ্র একবার ভাবিলেন না, যে এ ষড়যন্ত্রের ভিতর তাঁহার ভক্তিভাজন জ্যেষ্ঠ সহোদরের পুত্র, প্রফুল্লই অগ্রণি।

প্রেমচাঁদ নানাবিধ প্রলাপোক্তি সহ বলিল, "মা—মা—ওষুধ দাও—আমি ওষুধ খাব।"

সরযূ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো—কি হবে তবে? বাছা আমার ওষুধ ওষুধ ক'রে খুন হচ্ছে, আর যে এক ফোটাও ওষুধ ঘরে নেই।"

নবীনচন্দ্র এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হৃদয়ে বড়ই মর্ম্মপীড়া অনুভব করিলেন, দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ঔষধ নাই—ভাল, আর ঔষধে প্রয়োজন নাই; দাও—মুখে গঙ্গাজল দাও।"

কাঁদিতে কাঁদিতে সরযূ বলিল, "ওগো তুমি কি বল্‌ছ? গঙ্গাজল দোব কি?"

উত্তেজিত স্বরে নবীনচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "দেবে না?—একশ'বার দেবে। আমি বলছি দাও—না দিতে পার, আমার হাতে দাও; আমি খাইয়ে দিচ্ছি। বাছা আমার আজন্ম মাতৃস্তন্য দুগ্ধে বঞ্চিত, আজ আমি ওকে আকণ্ঠ ভ'রে মাতৃস্তন্য দুগ্ধের ন্যায়, পুতসলিলা ভাগিরথী-বারি ধারা পান করতে দিয়ে প্রাণে পুলক অনুভব করি।" এই কথা বলিতে বলিতে নবীনচন্দ্রের নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হইল। সরযূ নীরব নিস্তব্ধ নিস্পন্দভাবে নবীনচন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, সাহস করিয়া তাঁহাকে আর কিছু বলিতে পারিল না।

আবার—আবার প্রেমচাঁদ সেইরূপে চীৎকার করিয়া বলিল, "মা—মা—ওষুধ দাও—আমি ওষুধ খাব।" অশ্রু বিগলিত নয়নে নবীনচন্দ্র আবার কহিলেন, "দাও সরযূ! গঙ্গাজল দাও—বাছার আমার বড় তৃষ্ণা—তাই আকণ্ঠভ'রে ঔষধ খেতে চাচ্ছে। তুমি ঔষধের পরিবর্ত্তে গঙ্গাজল দাও।"

অশ্রুপূর্ণ নয়নে সরযূ একটি পাত্রে সামান্য গঙ্গাজল আনিয়া নবীনচন্দ্রের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "স্বামী তুমি—আমার সাক্ষাৎ নারায়ণ—সেই নারায়ণের উপদেশানুসারে আমি এই মুমূর্ষু পুত্রের মুখে গঙ্গাজল দিচ্ছি। এই জলই যেন অমৃত স্বরূপ বাছার আমার আয়ু যশঃ বৃদ্ধি করে।" এই বলিয়া সরযূ ভক্তিভরে স্বামীর পদধূলি লইয়া, কম্পিত হস্তে প্রেমচাঁদের মুখে একটু গঙ্গাজল ঢালিয়া দিল। প্রেমচাঁদ ইতিপূর্ব্বে ঔষধ খাইতে থু থু করিয়া তাহা ফেলিয়া দিয়াছিল—এখন সে গঙ্গাজল মুখে দেওয়ায় বলিল, "মা—মা—বড় মিষ্টি—আর একটু ওষুধ দাও মা।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "দাও সরযূ—আবার গঙ্গাজল দাও।"

সরযূ আবার স্বামীর পদধূলি লইয়া, পূর্ব্ববৎ দৃঢ়স্বরে, "এই জলই যেন অমৃত স্বরূপ বাছার আমার আয়ু-যশঃ বৃদ্ধি করে," বলিয়া তাহাকে আবার গঙ্গাজল পান করাইল। এইবার জল পান করিয়া প্রেমচাঁদ কহিল, "আঃ—বড় মিষ্টি।" তারপর সে নীরব হইল।

সরযূ গঙ্গাজলের পাত্র দূরে রাখিয়া, প্রেমচাঁদের মুখের কাছে মুখ রাখিয়া, একাগ্রচিত্তে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

নবীনচন্দ্র গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া, গৃহের মধ্যস্থলে কুশাসনে বসিয়া, সেই নীরব নিস্তব্ধ বিঘোর যামিনীতে ডাক্তারের অভাবে, দুর্গতিনাশিনী অভয়দায়িনী শিবাণীর স্তবে চিত্ত সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "সরযূ—আমরা মায়ের সন্তান! তুমি ওর মাতৃরূপে রোগ শয্যায় সমাসীনা—আমি এই

আসনে মাতৃস্তবে নিরত রহিলাম,—কর—আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও একশ' আটবার দুর্গার স্তব উচ্চারণ কর।"

সরযূ বলিল, "তাই করগো—তাই কর; মা আমাদের মুখ রক্ষা করুন।"

নবীনচন্দ্র ভক্তিভরে নিম্নলিখিত দুর্গার স্তব আরম্ভ করিলেন, তাঁহার উচ্চারণ প্রণালী বড় সুন্দর ছিল,—নিস্তব্ধ নিশীথে তাঁহার স্বরলহরী প্রতিধ্বনিত করিয়া, সরযূবালাও স্তব করিতে লাগিল। সে স্বর—সে দৃশ্য—কি মধুর! কি আনন্দপ্রদ!

দুর্গাস্তবরাজঃ

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দানন্দস্বরূপে।
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

অনাথস্য দীনস্য তৃষাতুরস্য
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রি
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽ-
অনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারহেতু-
র্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলা-
-লসৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্ব্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদি-
ন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে
সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনি-দনুজ-নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং'
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ॥

মায়ের স্তব শুনিতে শুনিতে প্রেমচাঁদ নিদ্রা গেল,—মায়ের অনুকম্পায় তাঁহাদের সে দুঃখ যামিনী বিভোর হইল। প্রভাতের বিহঙ্গম-কূজনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমচাঁদ আবার সরযূকে মাতৃ সম্বোধনে আপ্যায়িত করিল;—নবীনচন্দ্র সে প্রভাতে স্নানার্থে ভাগীরথী-তটে উপনীত হইলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

উদ্যোগ

বীরেন্দ্রনাথ সে রাত্রে প্রফুল্লচন্দ্র ও রে সাহেবের পরামর্শে, গ্রামস্থ ডাক্তারদিগের সমীপে উপনীত হইয়া, রে সাহেবের বাটীতে আনিয়া এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রে সাহেব তথাকার নামজাদা বড় (Senior) ডাক্তার ; তাঁহার আহ্বানে বিনা বাক্যব্যয়ে ছোট ছোট (Junior) ডাক্তারেরা, তাঁহার সহিত যোগদান করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। প্রেমচাঁদকে যে ছোট (Junior) ডাক্তার দেখিতেছিলেন, প্রফুল্ল-চন্দ্র সর্ব্বাগ্রেই তাহার বাটীতে গিয়া, তাঁহাকে রে সাহেবের স[illegible] দেখা করিতে বলিয়াছিল। তিনি রে সাহেবের কাছে যাইলে, রে সাহেবে তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া, আপন ভবনে নানারূপ আমোদ প্রমোদ-প্রভাবে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ফলে নবীনচন্দ্র তাঁহার বাটাতে পূর্ব্ব রাত্রে গিয়া তাঁহার দেখা পান নাই। অন্য দুই এক স্থলে গিয়াও তিনি বিফল মনোরথ হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্রই এ ষড়্‌যন্ত্রের মন্ত্রণাদাতা, সে রাত্রে সে বাড়ী গিয়া আহারাদি করিয়া, আপন প্রকোষ্ঠে নিদ্রা গিয়াছিল; প্রেমচাঁদের অবস্থা সম্বন্ধে কোনও বিশেষ অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না।

রে সাহেবের বাটীতে সে রাত্রি বীরেন্দ্রনাথ দু'একটি বাইজী সংগ্রহ করিয়া, আহারাদির উদ্যোগ করিয়া, ডাক্তারদিগকে ভোর রাত্রি পর্য্যন্ত আটক করিয়াছিলেন, তারপর সকলে যে যাঁহার স্থানে প্রস্থান করেন।

পূর্ব্ব ষড়্‌যন্ত্র মতে বীরেন্দ্রনাথ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, ভবতারণের সহিত যুক্তি করিয়া, দুই জন লাঠিয়ালের সর্দ্দার আনাইয়া, আজ অপরাহ্নকালে আপনার বৈঠকখানায় বসিয়া, তাহাদিগকে বিবিধরূপে পরিতৃপ্ত করিতেছেন ; সেই দুই জনের মধ্যে এক জন হিন্দু ও অপরটী মুসলমান্।

বীরেন্দ্রনাথ সর্দ্দারদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তবে এই কথা পাকা রৈ'ল, তোমরা দলবলসহ রাত্রি দশটার সময় সেই বাড়ীর চারি ধারে লুকিয়ে থাক্‌বে, যদি আবশ্যক বোধ করি তাহ'লে লাঠী চালিও, আর অমনি কাজ ফতে হয়—রক্তপাত কর্‌বার প্রয়োজন নাই। সে লোকটা আমার প্রাণে বড় দাগা দিয়েছে, তাই তোমাদের আহ্বান ক'রেছি, এখন প্রস্তুত হওগে—টাকাগুলো ভাল ক'রে বেঁধে নিয়ে যাও।"

মুসলমান্ সর্দ্দারের নাম সেখ সাহাদুত, সে একটি সেলাম করিয়া সহাস্যে বলিল, "হুজুর! আমাদের হাত থেকে টাকা ছিনিয়ে নেয়, এমন লোক ত কেউ আছে ব'লে বোধ হয় না ; আর এ কাজে যখন আমরা হাত দিয়েছি, তখন আপনার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে ধ'রে রেখে দিন। আমার দলের এক একটী লোক সাক্ষাৎ যমের মত, তার উপর এই কালু সর্দ্দার আমাদের সাহায্য কর্‌বে ; আমাদের নাম শুন্‌লে লোকে আঁতকে উঠে। কা'র মাথার উপর মাথা আছে, যে আমাদের বিপক্ষে দাঁড়াবে ? আমরা যদি কাউকে ভয় ক'রে থাকি, সে এই কালু আর তার ভাই ভুলুকে ; তা ওরা আজ আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আগুন পবনের সহায়তা পেয়েছে ; আজ আমরা মনে কর্‌লে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ছারখার ক'রে দিতে পারি, কি বল হে কালু ?"

কালু সর্দ্দার হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা আর এখন মুখে বড়াই ক'রে কি হবে, কাজে সেটা বাবুকে দেখিয়ে দোব।"

বীরেন্দ্রনাথ মৃদুহাস্যে বলিলেন, "জানি সর্দ্দার! আমি তোমাদের বল-বিক্রম জানি, তাই ত তোমাদের সহায়তায় এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রেছি। এখন সিদ্ধিলাভ করলে তোমাদের খুব খুসী করব।"

"সিদ্ধিলাভ ত আমাদের মুঠোর মধ্যে," বলিয়া ভবতারণ তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সাহাদুত কহিল, "সেলাম ঠাকুর।"

কালু সর্দ্দার বলিল, "ঠাকুর পেন্নাম।"

ভবতারণ গম্ভীরভাবে একহস্ত তুলিয়া বলিল, "জয়স্তু—জয়স্তু। কেমন, তোমরা সব টাকা-কড়ি পেয়েছ?"

সর্দ্দারদ্বয় কহিল, "আজ্ঞা হাঁ!"

ভবতারণ বলিল, "তবে আর কি, বাবুর কথা সব মনে রেখো।"

বীরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আচ্ছা, এখন তবে তোমরা এস, লোকজন নিয়ে রাত দশটার সময় সে স্থলে উপস্থিত হ'য়ো, আমি ঐ সময়ে সেখানে যাব।"

"যে আজ্ঞা, যো হুজুর" বলিয়া সর্দ্দারদ্বয় প্রস্থান করিল।

বীরেন্দ্রনাথ ভবতারণকে কহিলেন, "যা হোক্ আপনার খুব যোগাড় যন্ত্র বটে, এবার নবীন মাষ্টারকে একবার বুঝে নোব, বেশী চালাকি করে, এক লাঠীতে মাথা দু'ফাক ক'রে দেবো, না হয় দু'একটা লেঠেল এক আধ মাস জেল খাটবে, আমি মোটা টাকা তাদের জন্য খরচ করব।"

মৃদুহাস্যে ভবতারণ কহিল, "কিছু করতে হবে না বাবু! আজকের আয়োজনটা দেখ্‌লেই সে আর মুখে কথাটী কইবে না, সুর সুর ক'রে ভবানীকে ছেড়ে পালাবার পথ দেখ্‌বে। আর এদিকে তারও বিপদ খুব, ভবতারণ ভট্টাচার্য্য আমি, যে স্বস্ত্যেন (স্বস্ত্যয়ন) করছি, তাতেই তার ছেলে মরণোন্মুখ। আজ মায়ের পাদপদ্মে রাঙ্গা জবা দিয়ে—খুব স্বস্ত্যেন ক'রেছি, তার ছেলে আজ রাত্রেই মর্‌বে, সে আমার সঙ্গে যেমন

লেগেছিল—আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য, এখন তার তেমনি ফলভোগ কর্‌বে।"

বীরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "কাল রাত্রে আর সে ডাক্তার কবিরাজ পায় নাই, যাদের বাড়ীতে নবীন বাবু গিয়েছিলেন, তাঁরা সব আমাদের রে সাহেবের বাড়ীতে আমোদ প্রমোদ কর্‌ছিল, তাতেও তার শিক্ষা হয়েছে, ছেলেটার অসুখও বেড়ে উঠেছে।"

উচ্চহাস্য করিয়া ভবতারণ বলিল, "হাঁ—প্রফুল্লবাবু এ একটা খুব মৎলব দিয়েছিল, পাকে প্রকারে সে খুব ফাঁদে প'ড়েছে।"

বীরে। তা'হলে আজ আর সে সে স্থানে যাবে না বোধ হয়।

ভব। গেলেই বা—কর্‌বে কি? আমাদের আয়োজনও খুব রীতিমত হয়েছে।

তাঁহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে রে সাহেবের সহিত প্রফুল্লচন্দ্র তথায় প্রবেশ করিল। প্রফুল্ল আজ বর্দ্ধমানে বিবাহবাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, ধরিত্রী বক্ষে তামসী অন্ধকার রাশি ধীরে ধীবে ঘনীভূত হইয়া পড়িতেছিল, বীরেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় উজ্জ্বল দ্বীপ জ্বালিয়া দেওয়া হইল; সে দ্বীপালোকে প্রফুল্লচন্দ্রের সেই সুবেশ সন্দর্শন করিয়া, বীরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আজ যে একেবারে খুব সেজে এসেছেন Attorney (এ্যাটর্ণি) সাহেব?"

রে সাহেবও আজ বীরেন্দ্রনাথের ভবানী হরণ দেখিবার জন্য, সাহেবী পোষাক ছাড়িয়া আত্মগোপন করিবার উদ্দেশ্যে, বাঙ্গালীর ধুতি পিরাণ পরিধান করিয়া আসিয়াছেন; তাহা দেখিয়া বীরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "Hallo! (হ্যালো) আজ যে ডাক্তার সাহেবের বাবু সজ্জা দেখ্‌ছি।"

রে সাহেব বলিলেন, "হাঁ, যদি আমার সাহেবী পোষাক দেখে,

আপনার লেঠেলদের মনে ভয় হয়, বা দু'এক ঘা চালিয়ে দেয়, তাই আমাদের Attorney (এ্যাটর্ণি) বাবুর পরামর্শে এটা পরিধান ক'রেছি।"

ভবতারণ বলিল, "হাঁ, তা বেশ পরামর্শ দিয়েছেন।"

বীরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "তবে কি একান্তই এ রাত্রে বিবাহ দিতে যাবেন নাকি এ্যাটর্ণি বাবু?"

"যাব কি, এখনই যাচ্ছি, আপনার সঙ্গে যাবার সময় দেখা ক'রে যাচ্ছি, সেখানে আজ না গেলে তাঁরা রাগ করবেন, তাই আমার যাওয়া,—এখন চলনু,—Good bye (গুড্ বাই)।" বলিয়া প্রফুল্লচন্দ্র চলিয়া গেল। তারপর সে স্থলে তাঁহাদের বেশ সুরাপান চলিতে লাগিল, সে সকল দেখিয়া আর আমাদের কাজ নাই। এক্ষণে চলুন পাঠক পাঠিকা! একবার আমরা নবীনচন্দ্রের কক্ষে গিয়া দেখি, তাঁহার মরণোন্মুখ প্রেমচাঁদ রোগ শয্যায় আজ কিরূপ অবস্থায় আছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

চিকিৎসায় নবীনচন্দ্র

সে দিন প্রভাতোদয়ে নবীনচন্দ্র গঙ্গাস্নান সমাপনান্তে, তাঁহার প্রিয়তম সুহৃদ গৌরহরি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক, প্রেমচাঁদের চিকিৎসা সম্বন্ধে যুক্তি করিয়া স্বগ্রামের ডাক্তার কবিরাজের বাড়ী না গিয়া, একেবারে কলিকাতায় আসিয়া বহু অর্থব্যয়ে একজন বিচক্ষণ বাঙ্গালী ও একজন ইংরাজ ডাক্তারকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। ইংরাজ ডাক্তার টীর নাম (Dr. Bray) ডাঃ ব্রে। ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের তদানীন্তন (Principal) প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে কলেজের রোগী দেখিতেন, বাহিরের রোগী দেখিবার সময় অল্পই ছিল, কেবল নবীনচন্দ্রের আগ্রহে দ্বিগুণ দর্শনী লইয়া তাঁহার অনুরোধ রাখিয়াছিলেন। এই Principal সাহেবের উপদেশে চিকিৎসা করিবার জন্য, যে বাঙ্গালী ডাক্তার গিয়াছিলেন, তিনিও কলিকাতার খুব নামজাদা প্রবীণ চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহার নাম Dr. Chowdhury (ডাঃ চৌধুরী)। এই ডাক্তার চৌধুরী, (Bray) ব্রে সাহেবর সহিত প্রেমচাঁদকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

এই দুইজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার, প্রেমচাঁদকে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া, যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার ফলে প্রেমচাঁদের অবস্থা মন্দের দিকে দ্রুতভাবে আর অগ্রসর হয় নাই; Principal সাহেব দর্শনী লইয়া চলিয়া গেলেন, ডাক্তার চৌধুরী অনেকক্ষণ রোগীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার

নাড়ী, বুক, পীঠ প্রভৃতি একাগ্রচিত্তে পরীক্ষা করিয়া মধ্যাহ্নকালে চলিয়া গিয়াছিলেন। আবার সন্ধ্যার পর নবীনচন্দ্রের আহ্বানে তথায় আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিবার পর কহিলেন, "আপনার বিশেষ চিন্তার কারণ নাই, ইহাপেক্ষা সঙ্কটাপন্ন রোগীকেও আমরা অনেক স্থলে নিরাময় করিয়াছি; Bray সাহেবকেও আর আনা আবশ্যক বোধ করি না, ঈশ্বরের ইচ্ছায় patient (রোগী) শীঘ্রই আরোগ্য হইবে, ইহাই আমার বোধ হইতেছে।"

সে স্থলে নবীনচন্দ্রের সহিত গৌরহরি বাবুও প্রেমচাঁদকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "এ বালকের জীবন-নাশের কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছেন কি? ইহার ঠাকুর-মা ইহাকে বড় ভালবাসেন, তিনি এখানে নাই, বিবাহ-বাড়ী গিয়াছেন, (motherless child) মাতৃ-হীন শিশু, সেরূপ কিছু আশঙ্কা থাকিলে, তাঁহাকে আমরা এখনই সংবাদ দিতে ইচ্ছা করি।"

("Not at all)—না—না—সে ভাবনা নাই, আপনারা ব্যস্ত হইবেন না, আর তাঁহাকে সংবাদ দিয়া উত্যক্ত করিয়াই বা ফল কি? আপনারা ত সমস্তই করিতেছেন।" এই বলিয়া ডাক্তার চৌধুরী দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

নবীনচন্দ্র তাঁহার হস্তে দর্শনার আটটী টাকা দিয়া কহিলেন, "তাহ'লে কল্য প্রাতঃকালে একবার আসিবেন কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "প্রাতঃকালে আমার আসিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না, যদি এইরূপ অবস্থায়ই থাকে, তাহা হইলে এই ব্যবস্থাই চলিবে। আর যদি রোগ বা উপসর্গ কিছু বৃদ্ধি দেখেন, আমায় সংবাদ দিবেন, আমি কল্য বৈকালে আসিব; নতুবা আপনার অনর্থক অর্থব্যয় করিতে আমি ইচ্ছুক নহি। The case is not so hopeless as you reported; (রোগ তত সাংঘাতিক নহে, আপনারা যেরূপ সংবাদ দিয়েছিলেন)

I am sure that the boy will recover, (আমি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে, এ বালক আরোগ্য হইবে।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "That depends upon my luck (সে আমার অদৃষ্ট।)"

ডাক্তার চৌধুরী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বাটীর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার গঠন-সৌন্দর্য্যের অতিশয় প্রশংসা করিলেন। গৌরহরি বাবু নবীনচন্দ্রের সৎকার-সমিতি স্থাপন, কীর্ত্তি ও জ্যোতিশ্চন্দ্রের রাজকার্য্যে নিয়োগ বার্ত্তা প্রভৃতি তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলে, তিনি পরম প্রীত হইয়া তখন তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

অতঃপর গৌরহরিবাবু নবীনচন্দ্রকে নানারূপ সান্ত্বনা করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। নবীনচন্দ্র আপন কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, পাচিকা ঠাকুরুণ বলিল, "ডাক্তার কি বল্‌লে বাবা?"

নবীনচন্দ্র কহিলেন, "বল্‌লেন, কোনও ভয় নাই।"

পাচিকাঠাকুরুণ বলিল, "আজ সে বেশ হালুচালু কর্‌ছে, ওষুধও খেয়েছে, তা বাবা—এখন রাত হয়েছে, আমি বৌ-মাকে খাইয়ে দিয়েছি; এবার তোমার খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি খাও, খেয়ে একটু শোও। কাল সমস্ত রাত জেগেছ, আমিও খেয়ে শুইগে, আমারও কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "বেশ, তুমি খেয়ে শোওগে।"

পাচিকা ঠাকুরুণ চলিয়া গেল, ক্ষণকাল পরে সরযূবালা আহার লইয়া সেই গৃহমধ্যে উপস্থিত হইল।

নবীনচন্দ্রের দিবসে নানা দুর্ভাবনায় ভালরূপ আহার হয় নাই, ডাক্তারের আশ্বাস বাক্যে, তিনি একটু উৎসাহিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সরযূর আহ্বানে, বিনা বাক্যব্যয়ে মুখ হাত ধুইয়া আহারে নিরত হইলেন।

সরযূবালা প্রেমচাঁদের কাছে বসিয়া দেখিল, সে তখন বেশ নিদ্রা যাইতেছে।

নবীনচন্দ্র যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া আচমন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণদাসকে কোলে লইয়া এক বৃদ্ধা হাফাইতে হাফাইতে তথায় আসিয়া কহিল, "ওগো বাবা, আমাদের আজ সর্ব্বনাশ উপস্থিত।"

সাগ্রহে নবীনচন্দ্র বলিলেন, "হয়েছে কি ?"

বৃদ্ধা কহিল, "সেই জমীদারবাবু আজ ডাকাতের দল এনে আমাদের ভবানীকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে। এ বংশের দুলাল—শিশুসন্তান—কৃষ্ণদাসের যাতে প্রাণ বাঁচে, সেইজন্য একে নিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি। আমরা মরি, তাতে দুঃখ নাই, আপনি কৃষ্ণদাসকে রক্ষা করুন বাবা, কৃষ্ণদাসকে রক্ষা করুন।"

"এখানে একটু অপেক্ষা কর", বলিয়া নবীনচন্দ্র আচমন পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "সরযূ! এখন আমি যাচ্ছি, আজ আমার এক মাতৃস্বরূপিণী নারী বড়ই বিপন্না,—দেখি যদি আমি তার কিছু উপকার করতে পারি ?"

ত্বরিতপদে উঠিয়া সরযূ নবীনচন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, "এ সময়ে তুমি যাবে কোথায় ?—দেখ, তোমার প্রেমচাঁদ মৃত্যুশয্যায়! ওগো, এখন তুমি আমাদের ফেলে যেওনা, তাহ'লে আমি বুঝি আর প্রেমচাঁদকে ফিরে পাব না।"

নবীনচন্দ্র ব্যস্তভাবে বলিলেন, "সরযূ! আমার মা বিপন্না, এখন তুমি অধৈর্য্য হ'য়োনা, আমি মায়ের কোলে সন্তান সঁপে দিয়ে, মাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি। সাহসে বুক বাঁধ, ডাক সেই দুর্গতিনাশিনী, সর্ব্বসন্তাপহারিণী দুর্গাকে, এ বিপদে তিনিই আমাদের ভরসা।" এই কথা বলিতে বলিতে নবীনচন্দ্র উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন, তিনি বাহিরে

গিয়া সেই বর্ষিয়সীকে গৃহমধ্যে আনিয়া বলিলেন, "ব'সো তুমি এই নিরাপদ স্থানে, কৃষ্ণদাসকে বুকে ক'রে ব'সো, দেখো যেন না তার কোনও কষ্ট হয়।—না—না—এস, আমার সঙ্গে এস,—আমি কৃষ্ণদাসকে বাঁচাব, সে বাঁচলে আমার অকৃত্রিম সুহৃদ রাধাশ্যামের বংশ রক্ষা হ'বে।"

বৃদ্ধা নবীনচন্দ্রের আহ্বানে নীরবে উঠিয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলে, নবীনচন্দ্র বলিলেন, "না—না—আমি তোমায় সেখানে নিয়ে যাব না, সে স্থান এখন নিরাপদ নহে ; কৃষ্ণদাস তার মায়ের দুর্গতি দেখতে পার্‌বে না। থাক—থাক—তোমরা এইখানেই থাক—আমার প্রেমচাঁদকে তোমরা দেখো। আমি যাই—যাই, মায়ের সৎকার কর্‌তে যাই,—সে বোধ হয় এতক্ষণ বেঁচে নাই। ওহো হো,—মা বোধ হয় এতক্ষণ বেঁচে নাই। তুমি কৃষ্ণদাসকে নিয়ে এইখানে থাক ; দেখো—দেখো—তোমরা আমার প্রেমচাঁদকে দেখো,—আর ডাক সেই দুর্গতিনাশিনী জগদম্বাকে ডাক! আমি যাই—আমি যাই—আর বিলম্ব সয়না—আমি যাই।" এই বলিয়া তিনি একখানা গামছা টানিয়া লইয়া, দ্রুতপদে রিক্ত হস্তে ভবানীর রক্ষার্থে চলিয়া গেলেন।

সরযূ নির্নিমেষ লোচনে নবীনচন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়াছিল, কোনও কথা কহিবার অবসর পাইল না। কোথা হইতে কে আসিল, ভবানীর জন্য নবীনচন্দ্রই বা কেন রোগকাতর পুত্র ত্যাগ করিয়া গেলেন, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সে বৃদ্ধাকে বলিল, "কি হয়েছে মা তোমাদের ?"

বৃদ্ধা ভবানী সংক্রান্ত ঘটনা সরযূকে খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া সরযূ সভয়ে কহিল, "কি হবে মা ? উনি একাই বা সেখানে গিয়ে, সে ডাকাতদের কি কর্‌বেন ?"

বাটীতে গোলযোগ শুনিয়া পাচিকাঠাকরুণ তথায় আসিয়া বলিল, "কি হ'ল বৌ-মা ? আমাদের নবীন ছুটে গেল কোথায় ?"

আগন্তুক বৃদ্ধা কৃষ্ণদাসকে বক্ষে লইয়া বলিল, "আমি না হয় দেখে আসি, কিসে কি দাঁড়ায় ?"

সরযূবালা বলিল, "না মা ! তোমার যাওয়া হবে না, তিনি তোমাকে ছেলে নিয়ে এখানে থাকতে ব'লে গেলেন, তুমি চ'লে গেলে, তিনি আমার উপর রাগ কর্‌বেন। অদৃষ্টে যা আছে হ'বে, তুমি এইখানেই থাক, ছেলেকে ঘুম পাড়াও, বামুন মাসী তুমিও এখানে শোও ;—আমি আমার স্বামীর উপদেশ মত সেই বিপদবারিণী মা দুর্গার স্তব করি।"

এই বলিয়া একখানি পুস্তক লইয়া সে একাগ্রচিত্তে ভক্তিভরে পূর্ব্ব রাত্রির ন্যায় দুর্গাস্তব করিতে আরম্ভ করিল।

পাচিকা ঠাকুরুণ ও বৃদ্ধা সরযূর মুখে স্তব পাঠ শুনিতে লাগিল,—কৃষ্ণদাস বৃদ্ধার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িল,—ক্ষণকালপরে পাচিকাঠাকুরুণের পার্শ্বে কৃষ্ণদাসকে শয়ন করাইয়া, বৃদ্ধা ও পাচিকাঠাকুরুণ শয়ন করিল ; আর সরযূবালা সেই নিস্তব্ধ গৃহে, সেই নীরব নিশীতে প্রেমচাঁদের রোগশয্যায় বসিয়া, ঐকান্তিক প্রাণে স্বামী ও পুত্রের কল্যাণ-কামনায় উচ্চৈঃস্বরে মায়ের স্তব করিতে করিতে হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

মা-টী (মাটি)

"এখনও বল্‌ছি সুন্দরি ! তুমি আমার কথা শোন ।"

"এ জীবন থাক্‌তে নয় ।"

"দেখ, আমি তোমায় রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় ঐশ্বর্য্য দান ক'রে, তোমার মনস্তুষ্টি সাধনে এ জীবন সমর্পণ কর্‌ব, আমার কথা শোন ! এখনও আমি করজোড়ে তোমার কাছে কৃপা কণা প্রার্থনা কর্‌ছি ; তুমি আমার হও !"

"আপনার রাজৈশ্বর্য্যে ধিক্, আপনার নিকৃষ্ট প্রার্থনাতে ধিক্ ! আমাকে আপনার কন্যা, ভগ্নী, জননী এইরূপ একটা পবিত্র সম্বন্ধ ভেবে এস্থান হ'তে প্রস্থান করুন ।"

"সুন্দরি ! তা হয় না । দেখ, আমি তোমায় ভালবাসি বলিয়াই এখনও তোমায় ঐ ঘরের মধ্যে রেখে সকাতরে প্রেম ভিক্ষা কর্‌ছি, এখনও তুমি নিজের অবস্থা বোঝ । আজ আমি তোমার ঐ অনিন্দ্য প্রফুল্ল কমল সম ফুল্লাধরে, আমার প্রেম-চিহ্নের রেখা-পাত ক'রে বহুদিনের ঈপ্সিত সাধ পরিপূর্ণ কর্‌ব ।"

"যে মুখে তুমি ঐ নীচ কথা উচ্চারণ ক'রে এ পবিত্র স্থান কলুষিত ক'রেছ, আমি সগর্ব্বে সেই মুখে পদাঘাত করি ।"

নীরব নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নাময়ী পল্লীরজনী, প্রথম যাম অতিক্রম করিয়াছে, প্রকৃতিবক্ষে জীবকুল বিরামদায়িনী নিদ্রায় অভিভূতা হইয়াছে, কাহারও

সাড়া শব্দ নাই। দিবাভ্রমে কচিৎ দু'একটা বায়স ডাকিতেছে, পেচকের পক্ষপুট শব্দ শ্রুত হইতেছে, অসংখ্য ঝিল্লীরবে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। বিটপীর শাখা প্রশাখায় জোনাকীদলের ক্ষীণ দিপ্তী, অম্বরস্থ পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতিঃ-সম্পাতে ম্লানভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। কচিৎ সারমেয় ও শিবাদল ডাকিতেছে, এমন সময়ে বরাহনগরের তেঁতুলগাছিস্থ রাধাশ্যাম চক্রবর্ত্তীর কুটীর-দ্বারে, ভবানীর সহিত বীরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বোক্ত কথোপকথন হইতেছিল। ভবানীর সেই তেজোদ্দীপ্ত বাক্য শুনিয়া জমীদার বীরেন্দ্রনাথ জ্বলিয়া উঠিলেন, তিনি রোষ কষায়িত নয়নে বজ্রমুষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক, দন্তে দন্ত সংঘর্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "কি বল্‌লি পাপিষ্ঠা, জানিস্ তুই কার সঙ্গে কথা বল্‌ছিস্?"

বীরেন্দ্রনাথ বিবিধভাবে ষড়যন্ত্র করিয়া, নবীনচন্দ্রের নিযুক্ত দ্বারবানকে উৎকোচ দানে ভবানীর গৃহে প্রবেশের পথ পরিস্কৃত রাখিয়াছিল। আজ তথায় বীরেন্দ্রনাথের আগমনেই দ্বারবান সে স্থানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া চম্পট দিয়াছিল। বৃদ্ধা কৃষ্ণদাসকে লইয়া নবীনচন্দ্রকে এ সংবাদ দিতে বহির্গত হইলে, ভবানী আত্মরক্ষার্থে একখানি কুটীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, গৃহদ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া তাহার ভিতরেই অবস্থিতি করিতেছিল।

ভবানী বীরেন্দ্রনাথের সেই প্রচণ্ড ক্রোধের মূর্ত্তি দেখিয়াও তেমনি নির্ভীকচিত্তে কহিল, "জানি, আমি যার সঙ্গে কথা কহিতেছি, সে একজন অসহায়া নারীর সতীত্ব অপহরণে নিরত, কামুক কুক্কুর!"

বীরেন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ দূরে ভবতারণ অবস্থান করিতেছিল, ডাক্তার রে সাহেব বীরেন্দ্রনাথকে সদলে ভবানীর কুটীরদ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া, ভবানী-লাভ স্থিরীকৃত ভাবিয়া, তিনি জমীদারের উপদেশে আপনার ডাক্তারখানার উপরে একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া, উজ্জ্বল দীপ জ্বালিয়া, ভবানীর আগমন প্রত্যাশায় বিভোর ছিলেন।

ভবানীর মুখে তখনও সেইরূপ তেজোদ্দীপ্ত বাক্য শুনিয়া, ভবানীর কুটীর-দ্বার সমীপে আসিয়া ভবতারণ কহিল, "ওগো লক্ষ্মি! ক্রোধং মা কুরু! বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং! রাগ ক'রোনা, আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য— এর মধ্যে যখন রয়েছি, তখন তোমার মঙ্গল অবধারিত জেনো। এখন ঘরের দরজা খোল, আমি ভাল দিন ধার্য্য ক'রে আজ এসেছি, জমীদার বাবুর সঙ্গে আজ তোমার বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন ক'রে দি; তোমরা দু'জনে সুখে আমোদ আহ্লাদ কর।"

ইহা শুনিয়া ভবানী তেমনি গর্ব্বে, তেমনি দৃঢ়স্বরে কহিল, "কেও— সিংহবাহিনী দেবীর পূজারী ঠাকুর! তুমিও আজ অনাথার এই দুর্দ্দিনে, ব্রাহ্মণ বিধবার ধর্ম্ম বিলোপনে ব্রতী? বিধবা-বিবাহ দিয়ে যদি এ জমীদারের মন রাখ্‌বার এত সাধ, তাহ'লে যদি তোমার ঘরে বিধবা যুবতী কন্যা থাকে, তাহ'লে তার সঙ্গে এই জমীদারের বিবাহ দাও।"

ভবানীর মুখে এই কথা শুনিয়া ভবতারণ ভীম ভৈরব নাদে গর্জ্জিয়া কহিল, "কি—আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য! আমাকে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ?— নিয়ে আসুন ত জমীদার বাবু! ওকে ঘরের ভিতর থেকে নিয়ে আসুন! দেখি, ওর কোন্‌ বাবা রক্ষা করে?"

জমীদার বীরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "তা না কর্‌লে আর উপায় নাই, টেনে আন ঘর থেকে; ভাঙ্গ—লাথী মেরে দরজা ভাঙ্গ!"

ভবতারণ আর কোনও কথা না কহিয়া ভবানীর অর্গলাবদ্ধ দ্বারে সজোরে পদাঘাত করিল। সে পদাঘাতে দরজা স্থানচ্যুত না হওয়ায়, বীরেন্দ্রনাথও তাহার সহিত যোগ দিলেন। তাঁহাদের সমবেত পুনঃ পুনঃ আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, দরজা ভগ্ন হইল, বীরেন্দ্রনাথ ও ভবতারণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

ভবানী কুটীরমধ্যে বিলম্বিত একগাছি রজ্জুতে ঝুলিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়া বলিল, "মা দুর্গতিনাশিনী দুর্গে! ভেবেছিলেম আত্মহত্যা কর্‌ব না, কিন্তু আত্মহত্যা না কর্‌লে এ দুর্ব্বৃত্তদের হস্ত হ'তে পরিত্রাণের উপায় নাই। মা সতীকুলরাণী শিবাণি! আমায় রক্ষা কর্‌বার কেউ নাই মা! রমণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ সতীত্ব রক্ষার্থে আমি মরিতেছি, অপরাধ গ্রহণ ক'রোনা মা!" এই বলিয়া ভবানী সেই দোদুল্যমান্ রজ্জু ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল।

ঠিক এই সময়ে উন্মত্তবৎ হইয়া, দ্রুতপদে নবীনচন্দ্র আসিয়া কহিলেন, "মা—মা—ভয় নাই তোমার! আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ কর, তোমার এ দীন সন্তান বেঁচে থাকৃতে, কার সাধ্য তোমার ও পবিত্র দেহ কলুষিত করে?"

সহসা ভবানী নবীনচন্দ্রকে দেখিয়া তাহার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নবীনচন্দ্রের সেই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ভবতারণ ভয়ে দৌড়িয়া পলাইতে গিয়া ভূপতিত হইল। পড়িয়া এদিক ওদিক না চাহিয়াই গড়াইতে গড়াইতে একটু অন্তরালে গিয়া উপস্থিত হইল, তারপর উঠিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া একেবারে কুটীরের বাহিরে গেল।

বীরেন্দ্রনাথ আজ সদলবলে তথায় আসিয়াছিলেন, তিনি নবীনচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তাঁহার পিছনে যে সকল লাঠিয়াল ছিল, তাহাদের স্মরণ করিয়া উৎসাহে নবীনচন্দ্রের মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাতে একটু উপেক্ষার হাসি হাসিলেন।

নবীনচন্দ্র ঘৃণা ও বিরক্তিপূর্ণ নয়নে বীরেন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "বীরেন্দ্র! ভেবেছিলেম তুমি ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে আমার কাছে এ স্থানে আর পদার্পণ কর্‌বে না ব'লে যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলে, তা এত শীঘ্র ভঙ্গ কর্‌বে? প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী চামারের তুল্য। তুমি

চামারেরও অধম, মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত, তাই এ অসহায়া নারীর নির্য্যাতনে এখনও স্ফীতবক্ষে আমার সম্মুখে অবস্থিত।"

বীরেন্দ্রনাথ সগর্ব্বে কহিলেন, "তোমার রসনা সংযত কর নবীন! সেদিন তুমি এই ভবানীকে ইঙ্গিতে তোমারই দ্রব্য গ্রহণে বাধ্য ক'রেছিলে, সেই জন্যই আমি উপেক্ষিত হয়েছিলেম; কিন্তু আর আমি তোমার ছলনায় ভুল্‌ছি না, আজ আমি সবলে ঐ সৌন্দর্য্যললামভূতা রমণীর রূপ-সুধা পান কর্‌ব। তোমার সাধ্য থাকে, আমার এ কার্য্যে প্রতিবন্ধক হও, তোমায় আমি তৃণাদপি তুচ্ছ জ্ঞান করি।" এই বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ সগর্ব্বে গৃহমধ্যে গিয়া ভবানীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়া বলিল, "এস, এস সুন্দরি! আমার হৃদয়ে এস।"

নবীনচন্দ্র তাঁহাকে পদাঘাতে ভূপাতিত করিয়া বলিলেন, "দূর হও নারকীয় পশু! আমার ও জননীর পবিত্র অঙ্গ কলুষিত করিস্‌ না। আমার এ স্থানে পদার্পণে, যেমন তোর একজন সঙ্গী ফেরুর ন্যায় পলায়ন ক'রেছে, তোরও সেইরূপ করা উচিত ছিল।"

বীরেন্দ্রনাথ ভূপৃষ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়া এইবার বীরকেশরীর ন্যায় গর্জ্জিয়া কহিলেন, "কি দুর্ব্বৃত্ত নবীন! তুই আমায় পদাঘাত করিস্‌? মৃত্যু তোর শিয়রে অবস্থিত; এখনি আমি তোর ও গর্ব্বিত শির স্কন্ধচ্যুত কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌ছি।" এই বলিয়া তিনি সহসা এক বংশীধ্বনি করিলেন।

সেই বংশী নিনাদে মুহূর্ত্তমধ্যে তথায় কতকগুলি সশস্ত্র হিন্দু ও মুসলমান লাঠিয়াল আসিয়া সমবেত হইল। সেই সময়ে ভবতারণ লম্ফ ঝম্প সহকারে আরক্তিম নয়নে, লাঠিয়ালদিগকে কহিল, "মার—মার—ঐ দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ড নরাধমটাকে মার, এক লাঠিতে ওটার মাথা দু'ফাঁক ক'রে দাও। বেটা—আমার সঙ্গে লেগেছিলে? জানিস্‌, আমি ভবতারণ

ভট্টাচার্য্য !" এই বলিয়া সে সগর্ব্বে মস্তকের শিখাগুচ্ছে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল।

বীরেন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এইবার আমায় পদাঘাতের প্রতিশোধ দিচ্ছি। দাও হে, তোমরা এক লাঠীর আঘাতে ওর পা দু'টোকে ছাতু ক'রে দাও ত !"

লাঠীয়ালগণ নবীনচন্দ্রকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার সন্নিকটে অবস্থিতা ভবানী সেই সকল ভীমকায় লাঠীয়ালদিগকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই স্থলে পড়িয়া গেল।

নবীনচন্দ্র তাহাকে আপনার পিছনে রাখিয়া সগর্ব্বে বীরেন্দ্র ও ভবতারণকে বলিলেন, "ধিক্ তুই ব্রাহ্মণ-কুলকলঙ্ক ভবতারণ ! ধিক্ তুই বীরেন্দ্রনাথ ! হায়, কেন তোরা শৈশবে জননীর স্তন্য পান ক'রেছিলি ? কেন তোরা জননীর কোলে শুয়ে তোদের ও পাপ দেহ পরিপুষ্টি সাধন ক'রেছিলে ? ধিক্ তোদের ; জানি না, কোন্ নিকৃষ্ট উপাদানে তোদের ও বরবপুঃ সংগঠিত। জানি না—তোরা কেমন ক'রে জননীর জাতি, সেই নিজদেহ ক্ষয়কারিণী,—মহামায়ার অংশরূপিণী জননীর জাতি,—এই রমণীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সতীত্ব-রত্ন অপহরণে এই লাঠীয়ালদিগের করুণাপ্রার্থী।"

ভবতারণ এক লাঠীয়ালের হস্ত হইতে সুদীর্ঘ লাঠী লইয়া নবীনচন্দ্রের শিরোদেশ লক্ষ্য করিয়া উত্তোলন পূর্ব্বক কহিল, "মার ত হে তোমরা, এই রকম ক'রে বেটাকে এক লাঠীতে শুইয়ে দাও।"

বীরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "মার, মার—দাঁড়িয়ে কেন ?"

নবীনচন্দ্র ভবতারণের হস্ত হইতে সেই লাঠি ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন, "এস—এস হে বীরেন্দ্রনাথ ! এস ভবতারণ ভট্টাচার্য্য ! কে কত মাতৃস্তন্য পান ক'রেছ, এই লাঠী সঞ্চালনে তাহার বল পরীক্ষা হউক।"

বীরেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "সাহাদুত সর্দ্দার! কালু সর্দ্দার! এস এগিয়ে এস, দাও—ও দাম্ভিক দুর্ব্বৃত্তের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত ক'রে দাও।"

লাঠিয়ালগণ সর্দ্দারের অনুমতির অপেক্ষায় আপনাপন লাঠী উত্তোলন করিল। নবীনচন্দ্রও হস্তস্থিত লাঠীর দ্বারা আত্মরক্ষার্থে সচেষ্ট হইলেন।

তাহা দেখিয়া ভবানী ভয়বিকম্পিত স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "ওগো, তোমরা আমায় মেরে ফেল, সব আপদ চুকে যাক্। আমার জন্য তোমরা ও নবীন মাষ্টারকে মেরো না। উনি দেশের জন্য, দশের জন্য, অনাথা আতুরদিগের সেবার জন্য দেহ পণ ক'রেছেন। আমায় মার,—আমি মর্‌লে ক্ষতি নাই; উনি মারা গেলে—ওনার জন্য দেশময় হাহাকার উঠবে, অনাথা আতুরদিগের বাপ মা যাবে।"

ভবতারণ ও বীরেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "চোপরাও হারামজাদি! ও বদ্‌মাস, দুর্ব্বৃত্ত—ওকে মার্‌লে পাপ নাই।"

ভবানী পূর্ব্ববৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বীরেন্দ্র সহাস্যে কহিল, "কেমন, এখন বুঝেছিস আমি কে?"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "কাঁদো অভাগিনী বঙ্গরমণি! কাঁদো মা ভবানি! ধরিত্রী বক্ষ প্লাবিত ক'রে অবিরাম নয়ন-নীর পাত কর! তোমাদের ন্যায় রমণীর অশ্রুধারা রুদ্ধ কর্‌তে যতদিন না বাঙ্গালী সমবেত ভাবে সচেষ্ট হয়, ততদিন এ অধঃপতিত বাঙ্গালীর দুর্গতি ঘুচবে না।"

ভবানী আবার—আবার সেইরূপভাবে নবীনচন্দ্রের গুণগান করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

লাঠিয়ালগণ পরস্পর একে অপরের প্রতি স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

বীরেন্দ্র ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "সর্দ্দার সাহাদুত! কালুয়া! এস, এগিয়ে এস, বিলম্ব কেন?—দাও বেটার মাথাটা ছাতু ক'রে দাও।"

সর্দ্দার সাহাজুত কহিল, "দাঁড়ান জমীদার বাবু! আমার মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে। দেখি একবার এ লোকটা কে? ওরে ভাই কালুয়া! একবার একটা মশাল জ্বেলে আন্ ত। মানুষটাকে যেন চেনা চেনা হ'লে মনে লাগছে।"

ভবানী এবার অসীম সাহসে বুক বাঁধিয়া, ক্রন্দন সম্বরণ পূর্ব্বক উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল, "ওগো—উনি তোমাদের চেনা; আমার সুপুত্র—দেশের ও দশের সেবক, উনি সেই মাষ্টার নবীনচন্দ্র।"

বীরেন্দ্রনাথ তেমনি গর্ব্বে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া কহিলেন, "চোপরাও হারামজাদি! তোমার পুত্রের এখনি মুণ্ডপাত ক'রে দিচ্ছি; সাহাজুত! নিয়ে এস, জ্বলন্ত মশাল নিয়ে এস, এ দুর্ব্বৃত্তকে জ্যান্তে পুড়িয়ে মার।"

ভবতারণ বলিয়া উঠিল, "আন—আন—মশালটা শীঘ্র আন, বেটার মুখটা জ্বালিয়ে দাও, ঐ মুখে বেটা আমার নিন্দা ক'রেছে।—আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য—তার প্রতিফল দি। এগিয়ে এস ভাই সব—মশাল নিয়ে এগিয়ে এস!"

ভবানী এবার নবীনচন্দ্রের জীবনের আশঙ্কায় আকুল হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়াভাবে হতাশচিত্তে বসিয়া পড়িল।

তাহা দেখিয়া নবীনচন্দ্র হস্তস্থিত লাঠি সবলে ধারণ করিয়া তেজোদীপ্ত গর্ব্বিতভাবে কহিলেন, "মা! বিপদে অধৈর্য্য হ'য়ো না, দাঁড়াও—দাঁড়াও মা তুমি! তুমি সেই আদ্যাশক্তি স্বরূপিণী মা ভবানীরূপে ভীমা ভৈরবীর বেশে—অট্ট অট্টহাসে, শোণিত পিপাসায় লেলিহান রসনা বিস্তার ক'রে আমার সম্মুখে দাঁড়াও মা! মায়ের উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসে আজ আমি মাতৃবলে অযুত করীর বল বাহু মধ্যে অনুভব করছি; দেখি—কে আমার বিনাশ সাধন ক'রে তোমার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করে?"

ভবানী দাঁড়াইল, তাহার আলুলায়িত কুন্তলরাশি পৃষ্ঠদেশে মৃদুমন্দ

বায়ুভরে দুলিতে লাগিল, প্রাণের রোষভাব সেই ইন্দিবর তুল্য নয়নে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, ঘন ঘন তপ্তশ্বাসে যেন বিষময়ী ভুজঙ্গিনীর গর্জ্জন বোধ হইল; সে মূর্ত্তি কি ভীষণ! কি বিকটদর্শন!

এই সময়ে জ্বলন্ত মশাল হস্তে কালুয়া সর্দ্দার নবীনচন্দ্রের সমীপস্থ হইলে, সাহাদুত খাঁ অনুচরগণসহ নির্নিমেষ লোচনে নবীনচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল দেখিবার পর, একজন লাঠিয়াল বলিয়া উঠিল, "এ কি? এ যে সত্য সত্যই নবীন মাষ্টার আছে। সর্দ্দার! সর্দ্দার! আমি জান দোব, তবু এ মষ্টারকে লাঠী মার্‌তে পার্‌ব না; ইনি আমার জরুকে বাঁচিয়েছেন, তাকে দাঁওয়াই খাইয়ে জানে বাঁচিয়েছেন; আমি জান দোব,—তবু এঁকে মার্‌তে পার্‌ব না।" এই বলিয়া হস্তস্থিত লাঠী ভূমিতে নিক্ষেপ করিল।

আর একজন বলিল, "সর্দ্দার, সর্দ্দার, আমাকে উনি স্বহস্তে দাওয়াই খাইয়া জানে বাঁচিয়েছেন, আমিও জান দোবো, ওনাকে মার্‌তে পার্‌ব না।" এই বলিয়া আপনার হস্তস্থিত লাঠী ফেলিয়া দিল।

কালুয়ার ভাই ভুলুয়া বলিল, "আরে ভাই কালুয়া! ওনাকে আমিও মার্‌তে পার্‌ব না, উনি আমার মেয়েকে যমের মুখ থেকে টেনে এনেছেন, তাকে ডাক্তার দেখিয়ে আরাম ক'রেছিলেন; আমাদের লোক কেউ ওনার গায়ে হাত দেবে না। কেউ ওনাকে মার্‌তে পার্‌বে না, আমরা জান দেবো,—এ মাষ্টারকে মার্‌তে দেবো না।" এই বলিয়া কালুয়া সর্দ্দারের দলের লাঠীয়ালগণ একযোগে আপনাপন লাঠী ভূমিতে ছুড়িয়া ফেলিল।

সাহাদুত সর্দ্দার স্বয়ং নবীনচন্দ্রের পদতলে পড়িয়া বলিল, "আরে এ নবীন মাষ্টার আমার জান্, আমার কলেজা, উনি আমার একমাত্র ছেলেকে বাঁচিয়েছেন, আমার বংশ রক্ষা ক'রেছেন। দোস্‌রা কেউ হ'লে আমি

তারে প্রাণে মার্‌তুম ; নবীন মাষ্টার আমার বংশ রক্ষা ক'রেছেন, নবীন মাষ্টারকে আমার দলের কেউ মার্‌বে না। মাষ্টার—মাষ্টার—আমার কসুর মাপ করুন। আমি না জেনে আমার দলের লোককে এস্থলে হাজির ক'রেছি।"

কালুয়া সর্দ্দার হস্তের মশাল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "আরে নবীন মাষ্টারকে আমিও মার্‌তে পার্‌ব না ;—উনি আমার বুড়ো মাকে একদিন ওষুধ খাইয়ে তার প্রাণরক্ষা ক'রেছেন,—নবীন মাষ্টারের বিপক্ষে এ ষড়যন্ত্র হয়েছে জান্‌লে আমি আমার দলের লোককে কখনও এখানে আন্‌তেম না ;—এ জমীদারের সঙ্গে মাষ্টারের ভাইপোকে দেখে আমি এ কাজে হাত দিয়েছিলেম। মাষ্টার—মাষ্টার! আমাদের অপরাধ মাপ করুন।" এই বলিয়া কালুয়া সর্দ্দার নবীনের পদতলে বসিয়া পড়িল।

ভবতারণ বেগতিক বুঝিয়া ধীরে ধীরে বীরেন্দ্রনাথের পাশ কাটাইয়া পলায়ন করিল। নবীনচন্দ্র হস্তস্থিত লাঠী ফেলিয়া দুই হস্তে সাহাদুত ও কালুয়া সর্দ্দারকে তুলিয়া বলিলেন, "এস ভাই, তোমরা আজ আমায় বন্ধু-রূপে, ভ্রাতৃরূপে আলিঙ্গন দাও! তোমাদের কৃতজ্ঞ হৃদয়ের গুণে আজ ঐ দুর্ব্বৃত্ত পশুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে আমার এই "মা-টী।"

বীরেন্দ্রনাথ রোষকষায়িত আরক্তিম নয়নে বলিয়া উঠিলেন, "সর্দ্দার—সর্দ্দার! তোমাদের জন্যই আজ আমার বহুদিনের কল্পিত আকাঙ্ক্ষা পূরণ হ'য়ে গেল মাটি।"

নবীনচন্দ্র ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে বলিলেন, "হৃদয় আমার মাতৃমন্ত্রে জেগে উঠেছে, বল ভাই! তোমরা একবার প্রাণভরে বল, জয়—জয় মা ভবানীর জয়!"

লাঠীয়ালগণ নবীনচন্দ্রের স্বরলহরী প্রতিধ্বনিত করিয়া সমস্বরে বলিল, "জয়—জয় মা ভবানীর জয়।"

নেপথ্যে রাধারমণ, সীতানাথ প্রভৃতি একদল যুবক "জয়—নবীন মাষ্টারের জয়! জয়—জয় মা ভবানীর জয়!" বলিতে বলিতে সেইস্থলে উপস্থিত হইল, আর তাহাদিগের অগ্রবর্ত্তীনী হইয়া এক ষোড়শী রূপবতী রমণী সীমন্তে সিন্দুর লেপন করিয়া, প্রশস্ত লালপেড়ে শাড়ী ও হস্তে শাঁখা পরিয়া পাগলিনীর ন্যায় অঞ্চল দোলাইয়া তথায় আসিল। বীরেন্দ্রনাথ লাঠীয়ালদিগকে হাতছাড়া হইতে, ও রাধারমণ প্রভৃতি যুবকদিগকে তথায় দেখিয়া বিপদাশঙ্কায় সেস্থল হইতে পলায়নপর হইতেছেন, এমন সময়ে পাগলিনী তাঁহার পথ রোধ করিয়া গাহিল,—

গীত

(ও সে) জননী, অকুল পাথারে কুলদায়িনী।
সর্ব্বশক্তিরূপা, (সে যে) সদ্য সুধা সঞ্চারিণী॥
জননী—ত্রিতাপহারিণী—সন্তান পালিনী,
স্তন্যদায়িনী—মূর্ত্তিমতী—করুণারূপিণী॥
যে চিনেছে মায়েরে, তারে—সদয়া অভয়া ভবানী।
মাতৃবলে বলী, রিপুদলে দলি—জয়ী সে অবনী॥

নবীনচন্দ্র সেই যুবকবৃন্দ ও পাগলিনীকে দেখিয়া বিস্ময়াপূর্ণ চিত্তে কহিলেন, "মা—মা! অসুরবিনাশিনি, দানবদলনি! সতী রমণীর নির্য্যাতন দূর কর্‌বার জন্য কি আজ তুই সশরীরে এসে দেখা দিলি মা!" এই বলিয়া তিনি সহসা সেই পাগলিনীর চরণতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পাগলিনী তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া, তাঁহার স্বেদসিক্ত বদনে অঞ্চল দ্বারা বাতাস করিতে লাগিল। ভবানী অনিমেষ নয়নে পাগলিনীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহা দেখিয়া পাগলিনী সহাস্যে বলিল, "দেখ্‌ছিস কি ভবানি! এক ঘটি জল নিয়ে আয়, তোর কৃতী সন্তান আজ আনন্দে মূর্চ্ছা গিয়েছে।—আন্—আন্—জল আন্।"

ত্বরিতপদে ভবানী এক ঘটি জল আনিয়া পাগলিনীর সহিত সে নবীনচন্দ্রের মুখে জল সেচন করিতে লাগিল।

যুবকগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "জয়—নবীন মাষ্টারের জয়! জয়—সতীকুলরাণী মা ভবানীর জয়!"

বীরেন্দ্রনাথ হতাশচিত্তে পলায়নের পথ খুঁজিতেছিলেন, পাগলিনী তাঁহার প্রতি চাহিয়া, উচ্চহাস্যে কহিল "হাঃ—হাঃ—হাঃ—দেখ্‌ছিস্ কি? এরা আজ মাতৃভাবে বিভোর হয়েছে! বল্—বল্ তুইও বল্,—জয় মা ভবাঁনীর জয়।" পাগলিনীর কথা শুনিয়া সকলেই বলিয়া উঠিল, "জয়—জয় মা ভবানীর জয়।"

বীরেন্দ্রনাথও কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "জয়—জয় মা ভবানীর জয়।"

মূর্চ্ছা ভঙ্গে নবীনচন্দ্র উঠিয়া কহিলেন, "কি শুনালে মা—কি শুনালে?—বীরেন্দ্রনাথ! বল—আবার বল—জয় মা ভবানীর জয়! জয়—কৃষ্ণদাসের জননী—আমার মা—ভবানীর জয়।"

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নবীনচন্দ্রের বাক্যাবলীর প্রতিধ্বনি করিয়া বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "জয় মা ভবানীর জয়! জয়—কৃষ্ণদাসের জননী—আমার মা ভবানীর জয়।"

এবার নবীনচন্দ্র রাধারমণ প্রভৃতি যুবকদিগের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "ভাই—ভাই! তোমরা এই বিঘোর যামিনীতে আমার বিপদের সংবাদ কি ক'রে শুন্‌লে ভাই?"

রাধারমণ কহিল, "মাষ্টার, আমি শয্যায় শুয়ে শুয়ে আপনার বিপদের অবস্থা যেন স্বপ্নে দেখলেম, আমার আর ঘুম হ'ল না, বাড়ীর বাহির হ'য়ে দেখি—ঐ পাগলিনী, ঐ রকম গান কর্‌তে কর্‌তে আস্‌ছে। আমায় দেখে ও পাগলীটা বল্‌লে, "আয়—আয়—মজা দেখ্‌বি আয়; তোর সৎকার-সমিতির লোক জন ডেকে নিয়ে আয়। ওর কথা শুনে আমি সকলের

বাড়ী বাড়ী গিয়ে ওদের ডেকে আনলেম; তারপর এই পাগ্‌লীটা আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে।"

ইহা শুনিয়া নবীনচন্দ্র কহিলেন, "মা, মা! কে তুই এ পাগলিনী বেশে আজ আমায় দেখা দিলি মা?"

পাগলিনী উচ্চহাস্য করিয়া কহিল, "ওরে আমি পাগলী—পাগলী—শ্মশানে—মশানে, স্থাবর জঙ্গম—অরণ্যে সব স্থলেই ঘুরে বেড়াই। তুই যা—আপনার বাড়ী যা, তোর ছেলের অসুখ। দেখ্‌গে যা—তাকে দেখ্‌গে। বৌ ছুঁড়ী একা আছে, তুই যা—যা—তাকে দেখ্‌গে যা। যা রে—ছোঁড়ার দল—তোদের মাষ্টারকে বাড়ী নিয়ে যা। যা রে লেঠেলের দল—তোদের জমীদারকে ডাক্তার সাহেবের কাছে পৌছে দিয়ে আয়। সে ভাবছে—একা ব'সে ব'সে ভাবছে।—যা—যা—তোরা যা; আমি দেখ্‌ব, আমি দেখ্‌ব,—ভবানীকে আমি দেখ্‌ব। তোদের কোন ভয় নাই,—এস্থান আজ মাতৃভাবে পবিত্র হয়েছে।"

নবীনচন্দ্র যুবকদিগের সহিত যাইতে যাইতে ভাবিলেন, "এ পাগলিনী ত সাধারণ রমণী নয়,—এ কি সেই অসিপাশমেখলা রত্নোজ্জ্বল কিরীট ধারিণী জগজ্জননী আমার—"মা-টী।"

বীরেন্দ্রনাথ লাঠিয়ালদিগের সহিত যাইতে যাইতে ভাবিলেন, "কে এ বিদ্যুদ্বর্ষিণী অপরূপ তেজোময়ী পাগলিনী? ও আমায় ভবানীকে মা বলিয়ে নিয়ে,—আমার সব আশাই ক'রে দিল—"মাটি।"

অতঃপর তাহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলে পর, পাগলিনী কহিল, "চ' মা ভবানী, ঘুমুবি চ'—তোর ছেলে সেখানে ঘুমুচ্ছে—তুইও ঘুমো।"

নবীনচন্দ্র বাটীর সমীপবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার সঙ্গীগণকে ভবানীর কুটীরের বাহিরে একটু দূরে থাকিয়া, সে রাত্রে পাগলিনীর গতিবিধি নিরীক্ষণ করিবার উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনে

সেই নিস্তব্ধ গভীর যামিনীতে নবীনচন্দ্র, আপন বাটীতে সমর বিজয়ী বীরের ন্যায় প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, বিশুরাম একজন দ্বারবানের সহিত তখনও বৈঠকখানার দ্বারদেশে বসিয়া রহিয়াছে। নবীনচন্দ্রকে দেখিয়া তাহারা সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিল, তথায় একটি হাতবাতি প্রজ্জ্বলিত ছিল, নবীনচন্দ্র তাহা হস্তে লইয়া বিশুরাম ও দ্বারবানকে নিদ্রা যাইতে উপদেশ দিয়া, ভয়ে ভয়ে কম্পিত হৃদয়ে প্রেমচাঁদের অবস্থা সন্দর্শনার্থে আপন কক্ষে উপনীত হইলেন। হইয়া কি দেখিলেন ?—দেখিলেন পাচিকাঠাকরুণ, বৃদ্ধা, কৃষ্ণদাস পাশাপাশি শয়ন করিয়া আরামে নিদ্রা যাইতেছে, সরযূবালা প্রেমচাঁদের পার্শ্বে নতজানু হইয়া করজোড়ে নিমীলিত নেত্রে নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিয়াছে, তাহার সম্মুখে সেই দুর্গাস্তব-লিখিত পুস্তকখানি খোলা আছে ; গৃহস্থিত প্রদীপ নির্ব্বাণপ্রায়, ঘরটী ধূপ ধূনার সৌগন্ধে আমোদিত ও ধূমপূর্ণ। প্রেমচাঁদ ঘুমাইতেছে, সাড়া নাই—শব্দ নাই—ব্যাধির যন্ত্রণা নাই—আরামে অচৈতন্যভাবে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। আর তাহার শিয়রদেশে বসিয়া পাগলিনী, সীমন্তে সিন্দূর রাশি শোভিতা—প্রশস্ত লালপাড় শাড়ী পরিধৃতা সেই পাগলিনী,—ধীরে—অতি ধীরে যেন প্রেমচাঁদের মস্তকের কেশরাশি লইয়া আপনার সুকোমল হস্ত সঞ্চালন করিতেছে।

নবীনচন্দ্র এ দৃশ্য ক্ষণকাল প্রাণ ভরিয়া দেখিলেন, দেখিতে দেখিতে বিস্ময় পুলকিতচিত্তে কহিলেন, "এ কি দৃশ্য! এখানেও কি সেই পাগলিনী আবার মুমূর্ষু সন্তানের শিয়রদেশে ব'সে তার সেবা কর্‌ছে?—আর সরযূ তন্দ্রাবস্থায় বাহ্যজ্ঞানহীন, সংজ্ঞাহীন হ'য়ে নীরবে মায়ের আরাধনায় নিরতা রয়েছে? সরযূ—সরযূ—ধন্য তুমি! মাতৃ স্তবে বিভোর হ'য়ে আজ যে তুমি মা'কে গৃহ মধ্যে আবদ্ধ ক'রে ফেলেছ! তুমি সাধনায় সিদ্ধি লাভ ক'রেছ, তোমার মাতৃ আরাধনায় আজ আমি সর্ব্ব বিপদে মুক্তিলাভ করেছি। মা—মা—অধম সন্তানের প্রণাম গ্রহণ কর্ মা।" এই বলিয়া নবীনচন্দ্র সেই স্থলে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

নবীনচন্দ্রের কথায়, সরযূর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, সে তাহাকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া কহিল, "এই যে তুমি এসেছ? মা সতীকুলরাণী অন্নদে! তুমি আমার মুখ রক্ষা ক'রেছ, তোমার আশীর্ব্বাদে স্বামী আমার অক্ষত দেহে দস্যুদলের কাছ থেকে ফিরে এসেছে; মা—মা—তোমায় প্রণাম।"

নবীনচন্দ্র উন্মাদের ন্যায় বলিলেন, "সরযূ—ঐ দেখ! আজ মা আমাদের পাগলিনী বেশে প্রেমচাঁদের শিয়রদেশে ব'সে, তাহার মস্তকে পদ্মহস্ত সঞ্চালন কর্‌ছেন। উঠো সরযূ! আর ভয় নাই, মায়ের প্রসাদে আজ প্রেমচাঁদ রোগ বিমুক্ত।"

"কৈ—কৈ সে পাগলিনী। সে যে আমার অন্তরে বিরাজমানা ছিল—নয়নোন্মিলন কর্‌তে না কর্‌তে সে কোথায় অন্তর্হিতা হ'ল?" এই কথা বলিতে বলিতে সরযূবালা শশব্যস্তে উঠিয়া প্রেমচাঁদের শয্যার চারিধারে সাগ্রহে পাগলিনীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

সে প্রকোষ্ঠ তখন ধূপ ধূনা দানে সৌগন্ধ ও ধূমপূর্ণ ছিল, নবীনচন্দ্র ও সরযূ উভয়ে মিলিয়া পাগলিনীর কত সন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে

আর দেখা গেল না। এই সময়ে প্রেমচাঁদ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "মা—মা আমার কাছে এস ; বাবা—বাবা—আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, আমায় কিছু খেতে দাও।"

সরযূ সস্নেহে তাহার কাছে বসিয়া বলিল, "প্রেমচাঁদ! এখন কেমন আছ বাবা ?"

প্রেমচাঁদ উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল, সরযূ তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "উঠো না বাবা! শুয়ে থাক ; তোমার যে অসুখ ক'রেছে।"

প্রেমচাঁদ বলিল, "না মা! আমার অসুখ ভাল হ'য়ে গেছে, বড় ক্ষিদে পেয়েছে—আমায় খেতে দাও।—দেখ না বাবা! মা বড় দুষ্টু, আমায় খেতে দিচ্ছে না।"

নবীনচন্দ্র সাগ্রহে কহিলেন, "কি খাবে বাবা ?"

প্রেমচাঁদ বলিল, "একটু দুদ্ দাও বাবা।"

নবীনচন্দ্র সোৎসাহে বলিলেন, "দাও—দাও সরযূ! স্বচ্ছন্দে ওকে একটু দুদ্ খেতে দাও, ভয় নেই। আমি স্বচক্ষে দেখেছি মহামায়া আজ পাগলিনীর বেশে ওর মস্তকে তাঁর পদ্মহস্ত সঞ্চালন কর্‌ছিলেন।"

এই সময়ে কৃষ্ণদাস জাগিয়া উঠিয়া বলিল, "মা—মা আমায় খেতে দাও।"

সরযূ দুগ্ধ গরম করিয়া কৃষ্ণদাসকে খাওয়াইল, প্রেমচাঁদকে একটু সাগু তৈয়ার করিয়া দিল। কৃষ্ণদাসকে বক্ষের নিকটে না দেখিয়া, সহসা বৃদ্ধার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাহাকে দুগ্ধ পানে নিরত ও সম্মুখে নবীনচন্দ্রকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল, তারপর কহিল, "বড় ঘুমিয়ে গিয়েছিনু বাবা!—তুমি সেখানে গিয়ে কি দেখ্‌লে বাবা ?—সে সব ডাকাতের দল চ'লে গেছে কি ?"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "হাঁ গিয়েছে।"

তাঁহাদের কথোপকথনে পাচিকাঠাকুরুণেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে শশব্যস্তে উঠিয়া কহিল, "খুবই ঘুমিয়ে পড়েছিলেম, তুমি কখন এলে বাবা নবীন? সেখানকার খবর কি?"

কৃষ্ণদাস দুগ্ধপান শেষ করিয়া তাহার মায়ের কাছে যাইবার জন্য কাঁদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া নবীনচন্দ্র কহিলেন, "তবে তুমি আমাদের গাড়ী ক'রে কৃষ্ণদাসকে বাড়ী নিয়ে যাও, কৃষ্ণদাস কাঁদ্‌ছে, আর ওর মা-ও বোধ হয় ভাব্‌ছে; ওকে দেখ্‌লে সুস্থ হ'বে। আর এখন সেখানে আমার দলের লোকজন সকলেই আছে; তোমার কোনও ভাবনা নাই।"

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ বাবা! তা হ'লে ভাল হয়, সেখানেই আমি যাই।"

"তোমরা তবে এখন প্রেমচাঁদকে দেখ, আমি এদের সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া নবীনচন্দ্র বৃদ্ধাকে লইয়া স্বয়ং লণ্ঠন ধারণপূর্ব্বক তাহার পথ প্রদর্শক হইলেন। পরে কোচ্‌ম্যান ও সহিসকে ডাকিয়া, বিশুরামের সহিত তাহাদিগকে ভবানীর গৃহে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করণান্তর, সে রাত্রে তিনি বৈঠকখানায় গিয়া শয়ন করিলেন।

পাচিকাঠাকুরুণ প্রেমচাঁদকে সুস্থ দেখিয়া, সরযূকে একটু বিশ্রাম করিবার উপদেশ দিয়া, তথায় আপনার অঙ্গ ঢালিয়া শয়ন করিল। সরযূবালা নবীনচন্দ্রকে বৈঠকখানায় যাইতে শুনিয়া আশ্বস্ত চিত্তে প্রেমচাঁদের পার্শ্বে শয়ন করিল।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

উদ্ধারোপায়

"তবে কি হ'বে ঠাকুরপো ?"

"তাই ত ভাব্‌ছি।"

"তোমায় একটা এর উপায় ক'রে দিতেই হবে। তুমি ত জান ভাই! বদ্‌খেয়ালীতে তাঁর বিষয়-আশয় সব নষ্ট প্রায়, দু'দুটো জমীদারী বিক্রয় হ'ল, কেবল নেশার খরচ যোগাতে। সে দিন আমার সমস্ত গ না নিয়ে গিয়ে বিক্রী ক'রে ঐ সব লাঠীয়ালদের টাকা দিয়েছিলেন।"

"এ সমস্ত কথা তুমি আমায় আগে বল নাই কেন ?"

"আগে কি আমি এ সকল কথা জান্‌তেম ছাই, আজ সকালে পাগলের মত হ'য়ে তিনি আমাকে সমস্ত কথা ব'লে ফেলেছেন, সে সকল কথা শুনে আমি বুঝেছি যে, এবার তাঁকে জেলে যেতে হবে। ওগো, তা হ'লে যে আমি বাঁচব না ঠাকুরপো!—তাঁর দুষ্কার্য্যে আমার মা বাপ এ বাড়ী আসা ত্যাগ ক'রেছেন, আত্মীয় স্বজন সকলেই বিরক্ত,—তোমার সঙ্গে কত মামলা মোকদ্দমা ক'রে, তোমার মনে কষ্ট দিয়েছেন। তুমি তবুও আমাদের সংশ্রব ত্যাগ কর নাই। ভাই! এ বিপদে প'ড়ে আমি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি; রক্ষা কর, তোমার সঙ্গে ত নবীন বাবুর খুব বন্ধুত্ব আছে ?"

"তা আছে বটে বৌদিদি! কিন্তু নবীন বড়ই রাশভারি লোক, তিনি অন্যায় কার্য্যে প্রশ্রয় দেন না; তুমি শুন্‌লে আশ্চর্য্য হ'বে যে,

আমাদের গ্রামের প্রসিদ্ধ ডাক্তার রে সাহেবের চরিত্র খারাপ জান্‌তে পারাতে, তিনি আপনার ছেলের সঙ্কটাপন্ন পীড়াও তাঁকে আর চিকিৎসা কর্‌তে আহ্বান করেন নাই।"

"সে ডাক্তার সাহেবও ত তাঁর এ কার্য্যের সহায়তা করেছেন,—নবীন বাবুর ভাইপো'ও এর ভিতরে ভিতরে ছিল।"

"সত্য না কি ?"

"হাঁ ঠাকুরপো! তিনি আমায় সমস্ত কথা খুলে ব'লেছেন।"

"নবীন বাবু যদি মনে করেন, তা হ'লে তিনি তাঁদের সকলকেই জেল খাটিয়ে ছাড়্‌বেন।"

"ভাইপোকে'ও ?"

"যদি মনে করেন, আর আইনের প্যাঁচে আসে, তা হ'লে সেও বাদ যাবে না, বীরেন দাদা ত বাঁধা পড়্‌বেই !"

অপরাহ্নকালে এক দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠে বসিয়া গৌরহরি বাবু ও বীরেন্দ্র-নাথের স্ত্রী, সৌদামিনীর সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ কথোপকথন হইতেছিল। সৌদামিনী আজ প্রাতঃকালে বীরেন্দ্রের মুখে ভবানী সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা শুনিয়া, স্বামীর ভাবী বিপদের আশঙ্কায় গৌরহরিকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া ছিল। গৌরহরি ও বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একই জ্ঞাতি, দুই তিন পুরুষ ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল মাত্র। ইহাঁদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যে বেশ ঐক্য ও মিত্রতা ছিল। বীরেন্দ্রের পিতাই গৌরহরির পিতামহের সহিত পৃথকান্ন হইয়া বিষয়াদি বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। সম্পর্কে বীরেন্দ্র বড়, গৌরহরি ছোট। গৌরহরি শান্ত, শিষ্ট ও ভদ্র ব্যবহারে দেশের এবং আপনার জমীদারীর প্রজাবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিয়া জমীদারীর যেমন আয় ও যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার ঠিক বিপরীত ছিলেন। এই জন্য গৌরহরি ও বীরেন্দ্রের সহিত মুখ দেখা দেখি

ছিল না ; বীরেন্দ্রের মাতৃশ্রাদ্ধে সৌদামিনীর আগ্রহবশে, গৌরহরির জননী সে বিবাদ মিটাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তারপর বীরেন্দ্রের এক উপযুক্ত সন্তানের সাংঘাতিক পীড়ায়, গৌরহরি বাবু তাঁহার সংবাদ লইতে যাতায়াত করিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুতে সৌদামিনী শোকতাপ নিবারণ মানসে তাঁহাদিগের বাড়ী যাওয়া আসা করিয়া আলাপটা আরও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিল ; কিন্তু বীরেন্দ্র গৌরহরির সহিত বড় একটা বাক্যালাপ করিতেন না। অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া দুর্দ্দমনীয় কাম প্রকৃতির বশে চলিয়া, সর্ব্বদা নেশায় ও হীন কার্য্যে নিরত থাকিতেন। সে প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারিয়াই, আজ তিনি ভবানীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া মহা বিপন্ন হইয়াছিলেন ; সেই বিপদোদ্ধার মানসে সৌদামিনী নিরুপায় হইয়া, স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য গৌরহরি বাবুকে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিতেছিল। এক্ষণে তাঁহার মুখে "বীরেন দাদা ত বাঁধা পড়্‌বেই," শুনিয়া সে সকাতরে বলিল, "দোহাই ঠাকুরপো! তোমার সঙ্গে সে নবীন বাবুর বিশেষ আলাপ আছে, আমার সমস্ত সম্পত্তি যায় যাক্—ক্ষতি নাই, তুমি আমার একমাত্র সন্তান—সুশীলের মুখ চেয়ে, আর আমার অবস্থা ভেবে, এবার আমার স্বামীকে বাঁচাও।"

গৌরহরি তাহার সেই ভাব নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "বীরেন দা' কোথায়?"

সৌদামিনী বলিল, "এখন বোধ হয় উকিলের বাড়ী গেলেন।"

"আচ্ছা—দেখি, কতদূর কি কর্‌তে পারি," বলিয়া গৌরহরি প্রস্থান করিলেন।

সৌদামিনী গললগ্ন বস্ত্রে জানু পাতিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিল, "মা দুর্গে! আমার স্বামীকে বাঁচাও মা, সুমতি দাও ; তিনি যেন এ বিপদে তোমার প্রসাদে উদ্ধার পান।"

এই সময়ে তথায় বীরেন্দ্রনাথ উন্মত্তভাবে আসিয়া, সৌদামিনীকে সজোরে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "হারামজাদি! গৌরেকে কি কর্‌তে ডেকেছিলি বল্‌ ত? সে নবীনের চর, তাকে এ সমস্ত কথা বলা কেন? আর জ্ঞাতি শত্রু সে, আমার এ বিপদের কথা শুনে আনন্দে নাচ্‌তে থাক্‌বে তা জানিস্‌ না?"

সৌদামিনী সে প্রহারে বিচলিতা না হইয়া কহিল, "ওগো, না—না—তুমি ঠাকুরপো'কে চেনো না. সে তোমায় এ বিপদ থেকে বাঁচাবে ব'লেছে; নবীন বাবু তার বন্ধু, তাঁকে সে বোঝাবে ব'লেছে। তোমারই মঙ্গলের জন্য আমি তাকে ডেকেছিলেম।"

বীরেন্দ্রনাথ একটু আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "সত্যি বল্‌ছিস্‌ সে নবীনকে বোঝাবে ব'লেছে?"

সৌদামিনী কাতরভাবে বলিল, "হাঁ গো হাঁ, তুমি একবার তার সঙ্গে দেখা কর, সে তোমার সন্ধানে গিয়েছে।"

"আচ্ছা, দেখগে দেখি, তোমার কাছে আর কি কি গহনা আছে। আমার হাতে উপস্থিত নগদ টাকাকড়ি কিছুই নাই, এ সময়ে আমার বিস্তর টাকার আবশ্যক। দেখি, যদি কোনও রকমে এক্ষেত্রে বাঁচ্‌তে পারি।" এই বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ সৌদামিনীকে টানিয়া তুলিলেন।

সৌদামিনী উঠিয়া কহিল, "সে দিন যে আমার ভাল ভাল গহনাগুলি নিয়েছিলে, সে সব কি হ'ল?"

বীরেন্দ্র বলিলেন, "সে সমস্ত বিক্রী ক'রে আমি লাঠীয়ালদের সংগ্রহ ক'রেছিলেম; সে সব গিয়েছে, এখন তোমার আর যা যা আছে, শীঘ্র নিয়ে এস।"

"তা আমি এখনই আন্‌ছি, আমার অলঙ্কার পর্‌বার সাধ নাই, চাই তোমার মঙ্গল—চাই তোমার চরিত্র সংশোধন, হৃদয়ের ভাব

পরিবর্ত্তন।" এই বলিয়া সৌদামিনী আপনার অলঙ্কার আনিবার জন্য অন্যত্র প্রস্থান করিল।

বীরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন, "কি বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি সেই পাগলিনীর! আমার প্রতি সে যেরূপ ব্যঙ্গ বিদ্রূপপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হাসিতেছিল, তাহা মনে পড়িলেই আমার প্রাণে এক মহাভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। ওকি?—এখানেও কি সেই বিভীষণা নারীর সমাগম আছে?" এই ভাবিয়া বীরেন্দ্রনাথ সভয়ে সেই প্রকোষ্ঠের চারিধারে ঘুরিয়া ফিরিয়া দৃষ্টি-চালনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সৌদামিনী তাহার অবশিষ্ট অলঙ্কার আনিয়া বীরেন্দ্রনাথকে প্রদান পূর্ব্বক কহিল, "এই নাও আমার যা কিছু গহনা ছিল, তোমায় দিতেছি; তুমি এখনই গৌর-ঠাকুরপো'র সঙ্গে দেখা কর।"

বীরেন্দ্রনাথ গহনাগুলি লইয়া তাঁহার বৈঠকখানায় প্রস্থান করিলেন, সৌদামিনী স্বামীর ইষ্ট কামনায় দুর্গতিহারিণী শিবাণীর সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন বীরেন্দ্রের বৈঠকখানায় রে সাহেব, প্রফুল্লচন্দ্র ও ভবতারণের নানারূপ যুক্তি চলিতেছিল। বীরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া রে সাহেব বলিলেন, "প্রফুল্লবাবুর মতে নবীনচন্দ্রের শরণ লওয়া ভিন্ন এখন আর উপায় নাই, ব্যাপারটা বড়ই সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে। কে জানতো যে কাজটা এত বেগতিক দাঁড়াবে।"

প্রফুল্লচন্দ্র বলিল, "সবই হয়েছিল ঠিক, যদি সেই লেঠেল বেটারা না বিগ্‌ড়ে দাঁড়াতো। তারাই সে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাঘাত ক'রেছে, এখন এ মোকদ্দমা বাধ্‌লে তাদের সাক্ষীতেই আপনারা বিপদে পড়্‌বেন।"

বীরেন্দ্র সহাস্যে কহিলেন, "আপনিও বাদ পড়্‌ছেন না, সে বেটারা নবীনকে ব'লেছে যে, আপনি আমাদের দলে ছিলেন ব'লেই, তারা আমার এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রেছিল।"

অন্তরে ভীত, বাহিরে সাহসের ভাব প্রদর্শন করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়া উঠিল, "সে আমি আইনের প্যাঁচে ফেলে তাদের দেখে নোব; আমার কথা ছেড়ে দিন, ঘটনাস্থলে যারা যারা ছিল ব'লে সনাক্ত হ'বে, তাদেরই বিষম বিপদ। ভবানীর গৃহে ডাক্তার সাহেব ও আপনি অনধিকার প্রবেশের প্রথম আসামী ব'লেই গণ্য হবেন। তারপর ভবতারণ ঠাকুর শুন্‌ছি লাঠী তুলে তাকে মার্‌তে গিয়েছিলেন, আর আপনি তাকে মার্‌বার জন্য হুকুম চালিয়েছিলেন।"

প্রফুল্লচন্দ্রের কথা শুনিয়া ভবতারণ কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "সেইটেই কি এত দোষের কথা হ'য়েছে বাবা?"

প্রফুল্লচন্দ্র একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "হাঁ—আপনি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য, ব্রাহ্মণ—লেঠেলের দলে মিশে লাঠী তুলে এক জনকে মার্‌তে যাওয়া খুব দোষের কথা বৈ কি।"

ভবতারণের মুখ শুকাইয়া গেল, সে মস্তকের শিখাগুচ্ছে হস্ত সঞ্চালন করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি স্বস্ত্যেন কর্‌ব, স্বস্ত্যেন কর্‌ব, ডবল স্বস্ত্যেন কর্‌ব।—দোহাই মা সিংহবাহিনি! আমাদের এ বিপদ থেকে বাঁচাও!"

বীরেন্দ্রনাথ এতক্ষণ তাহাদের সকল কথা শুনিতেছিলেন, ভবতারণের মুখে আবার স্বস্ত্যেনের কথা শুনিয়া বিরক্তভাবে কহিলেন, "আর রেখে দাও ঠাকুর! তোমার স্বস্ত্যেন, তোমার জন্যই ত আমার এ বিপদ ঘটেছে। তুমিই ত প্রথমে ব'লেছিলে যে ভবানী আমার প্রণয় প্রার্থনা করে।"

সভয়ে ভবতারণ বলিল, "আজ্ঞে জমীদার বাবু! আমার স্বস্ত্যেনের ফল ঠিকই ফ'লেছিল। আমার স্বস্ত্যেনের জোরেই সেই পাগলী বেটীর তথায় অধিষ্ঠান হ'য়েছিল, তবে সে লোক ঠাউরাতে পারে নি, এই যা দুঃখ।"

ব্যঙ্গস্বরে বীরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "বোধ হয় তুমি ঠাকুর সমস্ত মন্তর ভুল ক'রে প'ড়েছিলে? নবীনচন্দ্রের কথাই ঠিক, তোমার মন্তর পাঠে সব ভুল শব্দ উচ্চারণ হয়।"

মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে ভবতারণ বলিল, "আজ্ঞে, যখন পাগলী বেটী উল্টোদিকে গিয়ে পড়েছে, তখন যা বলেন আমি নীরবে সহ্য করব। বোধ হয়, আমি আপনার কাছে তখন উপস্থিত থাক্‌লে, তাকে আমার মন্ত্রপাঠের জোরে বাগিয়ে নিতেম।"

"থাক নি কেন?—ধূর্ত্ত কপট! আমাকে তুমি সেই বিপদের মাঝে ফেলে পালিয়ে এসেছিলে? আচ্ছা—এবার আমি তোমাকে ফেলে নিজে নিজে বাঁচ্‌বার পথ দেখ্‌ছি।" এই বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ রোষকষায়িত দৃষ্টিতে ভবতারণের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

ভবতারণ সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "দোহাই জমীদার বাবু!—আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য,—আপনার ভরসায় নবীনকে উৎসন্ন দিবার অনেক চেষ্টা ক'রেছি; আপনিই আমার বল, বুদ্ধি, ভরসা। ভুল সকলেরই হয়,—আমারও হয়েছিল, বড় ভুল ক'রে আমি সেদিন সেখান থেকে চ'লে এসেছিলেম। আর এসেই আমি ডাক্তার সাহেবকে আপনার বিপদের কথা বলি তা জানেন ত?"

রে সাহেব বলিলেন, "হাঁ, উনিই আমায় প্রথমে সে সংবাদ দেন।"

ভবতারণ ডাক্তার রে সাহেবের সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিল, "বলুন ত ডাক্তার সাহেব! আপনি একবার জমীদার বাবুকে সব বুঝিয়ে বলুন ত! উনি একটু রাগ কর্‌ছেন। বিশ্বাসঘাতকের কাজ আমি কখনও করি না;—হুঁ—আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য!"

বীরেন্দ্রনাথ তখন ভবতারণের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার শেষোক্ত কথায় একটু সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "যাক্, যা হ'বার হয়েছে,

এখন চল, একবার গৌরহরি বাবুর কাছে যাই। তার হাতে পায়ে ধ'রে নবীনকে কিছু বেশী রকম টাকা দেওয়া যাক্, তা হ'লে যদি রক্ষা পাই।"

সাগ্রহে রে সাহেব বলিলেন, গৌরহরি বাবু কি আমাদের এ উপরোধ রাখ্‌বেন।"

"হাঁ, আমার স্ত্রী তাকে ডেকে সমস্ত খুলে বলেছে, আর সেও এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য কর্‌তে প্রতিশ্রুত হয়েছে। আমার হাতে উপস্থিত নগদ টাকা কড়ি নাই, তাই স্ত্রীর গহনা বিক্রয় ক'রেও এ দায় হ'তে মুক্তি পাবার চেষ্টা কর্‌ছি।" এই বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ সৌদামিনীর প্রদত্ত অলঙ্কারগুলি তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "তা গতিক যেরূপ দাঁড়িয়েছে তাতে এখন জমীদারী বিক্রয় ক'রেও বাঁচা চাই। আপনি, আর ভবতারণ ঠাকুর হচ্ছেন এ মোকদ্দমার প্রধান আসামী, Criminal suit file (মোকদ্দমা রুজু) হ'লেই আগে আপনাদের হাতে হাত কড়ি পড়্‌বে।"

শুনিয়া ভবতারণ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "এ্যা—আমি ব্রাহ্মণ—পূজারী ভবতারণ ভট্টাচার্য্য! আমার হাতে হাত কড়ি পড়্‌বে?"

রে সাহেব বলিলেন, "তা যখন বিপাকে পড়া গিয়েছে, তখন কিছু খরচ করুন, পুলিসেও সহজে ছাড়্‌বে না। আর বীরেন বাবু যখন গহনা বিক্রয় কর্‌ছেন, তখন বুঝা যাচ্ছে এখন তাঁর জমিদারী বিক্রয়ই ভরসা। এ ক্ষেত্রে আমি হাজার খানেক টাকা দিচ্ছি, তুমি ঠাকুরও কিছু ছাড় যদি বাঁচ্‌তে চাও।"

করজোড়ে ভবতারণ কহিল, "আজ্ঞে আমি অপনাদের ভালোর জন্য এ কাজে এতটা সহায়তা ক'রেছিলেম, আর আমার আছেই বা কি, তা দোব? থাক্‌বার মধ্যে একটু বাস্তু ভিটা আর চণ্ডীমণ্ডপটী আছে বৈ ত নয়।"

প্রফুল্ল একটু হাস্য সহকারে বলিল, "সেই একটু সহায়তা এখন প্রকাণ্ড ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। যদি তেড়ে গিয়ে লাঠীটা তুলেইছিলেন ঠাকুর! কোন্ এক ঘা' বসিয়ে দিলেন? তা হ'লে ত এতটা ভাবনা হ'ত না। এখন সেই বাস্তু ভিটে টুকু বিক্রয় ক'রে একটা মিট্‌মাট ক'রে ফেলুন।"

ভবতারণ প্রফুল্লের কথা শুনিয়া অন্তরে অন্তরে একটু বিরক্তি বোধ করিল, ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিল, "আপনিও এতে জড়িত আছেন, আপনারও বিপদ তা জানেন?"

উচ্চহাস্যে প্রফুল্ল কহিল, "আমার বিপদ?—Myself a Lawyer, (নিজে আইনজ্ঞ) আমার বাপ্ Deputy Magistrate (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট), শ্বশুর হাইকোর্টের Barrister (কৌন্সলী), সম্বন্ধী Pleader (উকীল), আমার ছোট কাকার বন্ধু এখানকার Police Insp ctor (পুলিস ইন্‌স্পেক্টর), আমি মনে কর্‌লে তোমার হাতে এখনই হাত কড়ি লাগাতে পারি জান? তুমি আমার ছোট কাকা বাবুকে মার্‌তে যাও?"

বীরেন্দ্রনাথ প্রফুল্লের ভাব গতিক দেখিয়া কহিলেন, "সাবাস, সাবাস Attorney (এ্যাটর্ণি) সাহেব, উকিল যে চিজ, তা আজ বিলক্ষণ বুঝ্‌লেম। আপনি আপনার ছোট কাকার হাতে পায়ে ধ'রে বেঁচে যাবেন, আপনার মুরুব্বীর জোর আছে, এখন আমাদেরও বাঁচিয়ে দিন।"

ভবতারণ কম্পিতকণ্ঠে সন্ত্রাসিত ভাবে বলিল, "বাঁচাও বাবা আমাকে, আমি ভিটে মাটি সব বেচ্‌তে রাজি আছি,—আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য—বুড়ো বয়সে জেল খাট্‌তে পারবো না; তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী আমার ঘরে আছে, আমার জেল হ'লে সে আর বাঁচবে না।"

রে সাহেব সহাস্যে বলিলেন, "ঠাকুরের আবার ঘরে তৃতীয় পক্ষের ঘরণী আছে?"

ভবতারণ কাতরস্বরে বলিল, "আছে বাবা আছে; হায়, হায়! কুক্ষণে আমি নবীনের বিপক্ষতা ক'রেছিলেম?"

"এখন এস ঠাকুর, ডাক্তার সাহেবকে বাড়ীখানি বেচে কিছু টাকা নিয়ে আমাদের সঙ্গে এস, যদি বাঁচবার সাধ থাকে।" বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ রে সাহেবকে ও প্রফুল্লকে লইয়া গৌরহরি বাবুর সহিত দেখা করিতে প্রস্থান করিলেন।

"হায় হায়! কেন আমি নবীনের সঙ্গে লেগেছিলেম?" বলিয়া ভবতারণ মস্তকে করাঘাত করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল।

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

মালিসে নবীনচন্দ্র

ভবানীর নিকট হইতে সেই রাত্রিকালে প্রত্যাবর্ত্তনের পর নবীনচন্দ্র, সরযূ সমীপে আসিয়া যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের পাঠক পাঠিকাগণের অবিদিত নাই; তার পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি প্রেমচাঁদকে অনেক সুস্থ দেখিয়া, প্রাণে আনন্দ অনুভব করিয়া, সর্ব্বাগ্রে বরাহনগরের পুলিস ষ্টেশনে গিয়া, ইন্স্পেক্টরের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য রাত্রিতে তেঁতুলগাছির নানা স্থানে পুলিস পাহারা নিযুক্ত রাখিলে, তাহাদের উপস্থিতিতে বীরেন্দ্রনাথ আর কোনওরূপ উৎপাত করিতে সাহস পাইবেন না। লালবিহারী লাহিড়ী তথাকার প্রধান ইন্স্পেক্টর ছিলেন। ইনি নবীনের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী; স্বভাব চরিত্রও খুব ভাল ছিল। নবীনের আগ্রহে তিনি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং তথায় কোনওরূপ গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইলে, নবীন তাঁহাকে সন্ধ্যার পর তাঁহার বৈঠকখানায় আসিতে বলিয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্রকে প্রাতঃকালে পুলিস ষ্টেশনে দেখিয়া বীরেন্দ্রের অনুচরবর্গ, সে সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলে, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, নবীন তাঁহাদের বিপক্ষে মোকদ্দমা করিতে উদ্যোগ করিতেছেন, সেই জন্য নবীনচন্দ্রের সহিত একটা মিটমাট করিতে বীরেন্দ্রনাথ অতটা ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

রে সাহেব ও প্রফুল্লচন্দ্র আপনাপন পদমর্য্যাদা, আত্ম গৌরব সংরক্ষণে অর্থব্যয়েও মুক্ত হস্ত হইয়াছেন।

নবীনচন্দ্রের উপদেশমতে লালবিহারী বাবু অন্ত সন্ধ্যার সময় তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, নবীনচন্দ্র তখন ধূমপানে রত থাকিয়া "স্বদেশ-সেবকের" প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন, লালবিহারী বাবুকে দেখিয়া তিনি সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বসাইয়া গড়গড়ার নলটী তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন।

নলটী দু'একবার টানিয়া, একরাশ ধূমোদ্গীরণ করিয়া ইন্স্পেক্টর লালবিহারী বাবু কহিলেন, "ওহে, তোমার ভাইপো প্রফুল্ল, একটু আগে আমার কাছে গিয়েছিল, তার মুখে সমস্ত ঘটনাঘটন শুন্‌লেম। সে আমার কাছে অনেক অনুনয় বিনয় ক'রেছে, এখন তুমি যদি মনে কর, তা হ'লে একটা রীতিমত মামলা বেধে উঠে, আর সে দুর্ব্বৃত্ত বীরেন্দ্র-নাথের কাছে রীতিমত কিছু আদায় হয়।"

নবীনচন্দ্র ইন্‌স্পেক্টরের সমীপে প্রফুল্লের গমন-বার্ত্তা শুনিয়া কহিলেন, "তা হ'লে তুমি তার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনেছ?"

লাল। হাঁ, তারপর অনুসন্ধানে জানলেম, তোমার গুণধর ভাইপোও বীরেন্দ্রের সপক্ষে ছিল; তুমি যদি অনুমতি দাও, তা হ'লে আমি তা'কেও খুব জব্দ ক'রে দিতে পারি। কিন্তু একটা কথা হচ্ছে, সে lawyer (আইনজ্ঞ), তাকে এ caseএ (মোকদ্দমায়) জড়ালে, তার উন্নতির আশা ভরসা সব নষ্ট হবে।"

নবীনচন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন, "প্রফুল্ল বর্দ্ধমান থেকে ফিরে এসে একবার আমার সঙ্গে দেখা কর্‌লে না, অথচ সে বীরেন্দ্রকে বাঁচাতে পুলিস ষ্টেসনে গিয়েছিল?—অসহ্য—অসহ্য—এ দুর্ব্যবহারে আমি এখন তাহার উদ্ধত স্বভাবের সমুচিত শাস্তি দিতে পারি, কিন্তু এ শাস্তিদানে

আমার হস্তপদ আবদ্ধ। প্রফুল্ল আমার বড় দাদার সুদূর ভবিষ্যতের ভরসা, সে শাস্তি পেলে বড় দাদা মনে কষ্ট বোধ কর্‌বেন। হৃদয়, দৃঢ় হও! সে তোমার এক মাকে নির্য্যাতন কর্‌তে প্রয়াস পেয়েছিল,—তাতে কৃতকার্য্য হয় নাই, তাকে তুমি নির্য্যাতন কর্‌লে তোমার দুইটী মাতৃস্থানীয়া নারীর মনে কষ্ট হ'বে। প্রফুল্ল! কি বল্‌ব, তুমি আমার বড় বৌদিদির জ্যেষ্ঠ সন্তান, আমার বৌ-মায়ের স্বামী; তাই তোমায় আমি এবারও মার্জ্জনা কর্‌লেম।"

লালবিহারী বাবু তাঁহাকে নীরবে অবস্থান করিতে দেখিয়া কহিলেন, "কি হে, চুপ ক'রে আছ যে,? একবার আমায় হুকুমটা দাও না, তারপর আমি সব ঠিক ক'রে নোব। আমরা পুলিসের লোক, একবার সন্ধান পেয়ে ঢুক্‌লে আর রক্ষা রাখব না; তুমি হচ্ছ আমার বাল্যবন্ধু—সহপাঠী, এখন তুমি ও সেই ভবানী ফরিয়াদি হ'য়ে না দাঁড়ালে ও কিছুই হ'বে না।"

নবীনচন্দ্র ইন্‌স্পেক্টরের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "ভাই লালবিহারি! পাঠশালায় গুরুমশায়ের কাছে বর্ণমালার অক্ষর পরিচয়ে আমি শ, ষ ও স, এই তিন উষ্মবর্ণের শিক্ষায় বুঝেছি যে, জগতে সহ্য করা অপেক্ষা মাহাত্ম্য আর কিছু নাই। শ, ষ ও স—এই তিন বর্ণে আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের, সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর, এই তিন আদেশ ব'লে মনে মনে ধারণা করি। আমরা অজ্ঞান অন্ধ জীব, জানি না করুণানিদান ভগবান্ কখন কোন্ মঙ্গলময় মুহূর্ত্তে আমাদের দ্বারা কি কার্য্য সমাধান করিয়ে নেন। সহ্য কর লালবিহারি! সহ্য কর।"

"আচ্ছা ভাই, তোমার মুখে এ বিষয়ের শেষ নিস্পত্তি না শুন্‌লে আমি কিছুই কর্‌ব না, এখন তবে আসি।" এই বলিয়া লালবিহারীবাবু প্রস্থান করিলেন।

নবীনচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, "অন্তঃপুরবিহারিণী বঙ্গ বিধবা দুর্বানা, যাকে আমি মা ব'লে থাকি, তাকে ফরিয়াদী ক'রে আমি প্রকাশ্যে দাঁড়াতে দোব না ; সহ্য কর মন, সহ্য কর ! সেদিন সে পাগলিনীর বিষয় চিন্তা কর। কে তিনি ? কোথা হ'তে এসে বীরেন্দ্রকে অমনভাবে পদদলিত ক'রে ভবানীকে মা বলিয়ে গেলেন ? আমি কি তা সহজে পারতেম ?"

এই সময়ে রাধারমণ, সীতানাথ ও অন্যান্য কয়েকটী যুবকের সহিত গৌরহরি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া নবীনচন্দ্র কহিলেন, "কি সংবাদ ভাই তোমাদের ?"

রাধারমণ বলিল, "গৌরবাবুর মুখে সব শুনুন্ মাষ্টার মশাই।"

নবীনচন্দ্র গৌরহরি বাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কি খবর ?"

গৌরহরি মিনতিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "ভাই নবীন ! আমি তোমায় আজ একটি উপরোধ করছি, সেটা তোমায় রাখতেই হ'বে।"

নবীন সহাস্যে বলিলেন, "কিসের উপরোধ ?"

"আমার বীরেনদাদাকে এবার তুমি রক্ষা কর, সে বিশেষ অনুতপ্ত, তোমার নিকটে ক্ষমাপ্রার্থী ; আর তাকে এ মোকদ্দমা হ'তে নিষ্কৃতি দেবার জন্য, তার স্ত্রী, আমার বৌদিদি আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ ক'রেছে। আমি এ বিষয়ের একটা মীমাংসা করতে তাদের নিকটে প্রতিশ্রুত হয়েছি। রে সাহেব ও প্রফুল্ল আমার কাছে গিয়েছিল, তাহারা লজ্জা ও ভয়ে তোমার সমীপে উপস্থিত হ'তে পারে নাই, নিষ্কৃতিলাভের প্রত্যাশায় আমাদের "সৎকার-সমিতিতে" আত্মকৃত কার্য্যের দণ্ডস্বরূপ তিন হাজার টাকা নগদ আমাকে দিয়েছেন।" এই বলিয়া গৌরহরি তাঁহার সমীপে দশ টাকা করিয়া তিন হাজার টাকার নোট পকেট হইতে বাহির করিলেন।

নবীনচন্দ্র সবিস্ময়ে কহিলেন, "তাহাদের মতিগতি ফিরিয়াছে ? ভাই ! যে অনুতপ্ত, আশ্রয়প্রার্থী, সে আমার কৃপার পাত্র ; বিশেষতঃ তোমার অনুরোধ রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্ষমার অপেক্ষা মাহাত্ম্য জগতে আর কিছুই নাই। সে মাহাত্ম্য উপলব্ধি ক'রে তারা একদিন মানুষ হ'তে পারে, শাস্তিভোগে আরও অধঃপতন হওয়াই সম্ভব।"

গৌর। তবে আমি তাদের এখন এস্থলে ডাকাইয়া আনি ?

নবীন। স্বচ্ছন্দে, যে আমার আশ্রয় ভিক্ষা করে, তাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। ও সমস্ত টাকা তাদের ফিরিয়ে দাও,—আমি অর্থের কাঙ্গাল নহি ; তোমার সহায়তায়, "স্বদেশ-সেবকের" সেবায় আমাদের যে অর্থ সমিতিতে মজুত আছে, তাহাই যথেষ্ট।

গৌরহরি বাবু রাধারমণকে বীরেন্দ্র ও রে সাহেবকে সে স্থলে আনিতে বলিলেন, তাঁহারা বাটীর কিঞ্চিৎ দূরে একখানি গাড়ির ভিতরে বসিয়া, উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে গৌরহরির মুখে নবীনচন্দ্রের মনোভাব বুঝিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন ; রাধারমণ তথায় গিয়া সত্বর তাঁহাদের ডাকিয়া আনিলেন।

যে রে সাহেব ও বীরেন্দ্রনাথ, নবীনের সমক্ষে স্ফীতবক্ষে দাঁড়াইয়া সদর্পে কতই আস্ফালন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা সেই নবীনের সমীপে বিশুষ্ক বদনে অপরাধীর ন্যায় আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, বসিতেও সাহস করিলেন না।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া গৌরহরি বাবু কহিলেন, "ডাক্তার সাহেব, বীরেন দাদা ! আপনারা বুদ্ধির দোষে, বিধিবিড়ম্বনায় আমার প্রিয়তম বন্ধু নবীনচন্দ্রের বিপক্ষতা ক'রেছিলেন, সে জন্য আপনারা ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ায়, তিনি আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা ক'রেছেন। আপনাদের প্রদত্ত অর্থ তিনি গ্রহণ কর্তে ইচ্ছুক নহেন, এই নিন আপনাদের সে

সমস্ত অর্থ।" এই বলিয়া গৌরহরি, বীরেন্দ্রনাথকে সে সকল অর্থ প্রত্যর্পণ করিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ নতজানু হইয়া করজোড়ে কহিলেন, "নবীন, নবীন! ভাই—ভাই! ভুল ক'রেছিলেম, আমি বড় ভুল বুঝেছিলেম!"

ডাক্তার সাহেব মাথার টুপি খুলিয়া বলিলেন, "মাষ্টার নবীন! আমি তোমায় চিন্‌তে পারি নাই, গ্রহবৈগুণ্যে আমার মতিচ্ছন্ন ঘ'টেছিল। জান্‌তেম না, তোমার হৃদয় এত মহত্ত্বে পূর্ণ!"

নবীনচন্দ্র তাঁহাদিগকে বাহুযুগলে বেষ্টন করিয়া কহিলেন, "ভাই! ভুল সকলেরই হয়, জীবমাত্রেই ভ্রান্ত; ভুল সংশোধন করাই মানুষের কাজ। মানুষ হও ভাই! মানুষ হও!"

"ভাই নবীন! তুমি আজ আমাদের কারা যন্ত্রণার দায় হ'তে মুক্তি দিয়েছ! আমরা মহাপাপ কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলেম, তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তুমি আমাদের প্রদত্ত অর্থ তোমার সৎকার-সমিতি ভাণ্ডারে জমা দাও। তুমি দেশের সেবা, দশের সেবায় জীবন সমর্পণ ক'রেছ, ও অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় কর। আমরা স্বেচ্ছায় উহা তোমার হাতে সঁপে দিলেম।" এই বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ সে অর্থ গৌরহরিকে প্রদান করিলেন।

ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "আজ হ'তে আমরা তোমার গুণ-মুগ্ধ—আশ্রিত, আমাদের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে তোমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ব'লে গ্রহণ কর ভাই।"

"এস ভাই! এস!" বলিয়া নবীনচন্দ্র আবার তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

নিষ্কৃতিতে প্রফুল্লচন্দ্র

প্রফুল্লচন্দ্র, বীরেন্দ্র ও রে সাহেবের মুখে নবীনের সহিত মিট্‌মাটের সংবাদ পাইয়া, অনেকটা আশ্বস্ত চিত্তে আপনার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন রাত্রি নয়টা হইবে। সে দিন সে বর্দ্ধমান হইতে বাড়ী না আসিয়া, আদালতের ফেরতা সর্ব্বাগ্রেই বীরেন্দ্রের নিকটে পূর্ব্ব রাত্রের ষড়্‌যন্ত্রের ফলাফল জানিতে গিয়াছিল। সে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া, বিশেষতঃ লাঠিয়ালগণ তাহাকে দেখিয়া যে বীরেন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছে শুনিয়া, মনে মনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। সে আইনজ্ঞ, বেশ বুঝিয়াছিল যে নবীনচন্দ্র যগুপি ভবানীর সাপক্ষে দাঁড়াইয়া একটা মোকদ্দমা চালান, তাহা হইলে তাহাকেও নবীনচন্দ্র একমাত্র লাঠিয়াল-গণের জবানবন্দীতেই আসামী শ্রেণীভুক্ত করিতে পারেন, আর এরূপ একটা মোকদ্দমার আসামী হইয়া আদালতে দাঁড়াইলে, তাহার মান সম্ভ্রম, পসার প্রতিপত্তি যে বিলুপ্ত হইবে। এই ভাবিয়াই বীরেন্দ্রনাথকে সেই অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়া, দেড় সহস্র টাকা কর্জ্জ দিয়া, গৌরহরির তোষামোদ করিয়া সে বিবাদের মীমাংসায় এত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল যে, যগুপি বীরেন্দ্র ও রে সাহেবের প্রদত্ত অর্থে ও ক্ষমা প্রার্থনায় এবং গৌরহরির উপরোধে নবীনচন্দ্র এ মোকদ্দমা না মিটাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে সে স্বয়ং তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া, আত্ম কথা প্রকাশ করিয়াও একটা নিষ্পত্তি করিয়া লইবে। ইহাতে তাহাকে নবীনের কাছে

মাথা হেঁট করিতে হইবে, কিন্তু উপায় নাই, দশ জন সমক্ষে অপদস্থ হওয়া অপেক্ষা অন্তঃপুরে খুল্লতাতের পদধারণ করাও তাহার অভিপ্রেত ছিল, কিন্তু সে বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়ায়, তাহাকে যে নবীনের কাছে মস্তক অবনত করিতে হইল না, সেজন্য প্রফুল্লচন্দ্র আজ রাত্রিকালে সানন্দে ধীরে ধীরে আপনার শয়ন-কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল; তখন নবীনচন্দ্র আহারাদি সমাপন করিয়া বৈঠকখানায় নিদ্রা যাইতেছিলেন, পাচিকাঠাকুরুণ প্রফুল্লের ঘরে তাহার আহারাদি আগ্‌লাইয়া বসিয়াছিল, প্রফুল্ল ধড়াচূড়া (এটর্ণির সাজ) খুলিয়া, বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিলে পর, পাচিকাঠাকুরুণ কহিল, "এস ভাই, এত রাত হ'ল যে!"

প্রফুল্লচন্দ্রের আজ আর সে গরম মেজাজ নাই, শান্ত সরলভাবে সে বলিল, "আর মাসীআয়ি! কষ্টের কথা বল কেন, সে দিন কাছারী থেকে একটু সকালে বেরিয়ে বড়পিসী মায়েদের বাড়ী গিয়েছিলেম, আজ আমার বিস্তর মক্কেল এসেছিল, তাদের কাছ থেকে কাজকর্ম্ম বুঝে নিতে একটু রাত হ'য়ে প'ড়েছে।"

পাচি। আচ্ছা সে ভাল, কাজই লক্ষ্মী; তা তাদের বিয়ে থা সব সুখে সচ্ছন্দে চুকে গিয়েছে?

প্রফু। হাঁ; ছোট কাকা কোথায়?

পাচি। আর ভাই, আমাদের কষ্টের কথা বল কেন? তার ত দু' রাত ঘুমই হয়নি, তাই আজ খেয়েদেয়ে বৈঠকখানায় শুয়েছে।

প্রফুল্ল যেন কিছুই জানে না, এইরূপ ভাণ করিয়া বলিল, "কেন বল দেখি? পেমা ত ভাল আছে।"

পাচিকা বলিল, "তুমি মুখ হাত ধুয়ে খাও, আমি সব বল্‌ছি।"

সুবোধ ছেলের মত প্রফুল্ল কহিল, "হাঁ, আমারও ক্ষিদেটা পেয়েছে।" "খাও ভাই! খাও; আমি ততক্ষণ একটু শুই।" এই বলিয়া পাচিকা

সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে অঞ্চল বিস্তৃত করিয়া শয়ন করিল। প্রফুল্ল হস্ত মুখ প্রক্ষালনের পর নীরবে আহার সমাপ্তে আচমন করিয়া আসিলে দেখিল, পাচিকা তখন বেশ নাসিকা ধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। দেখিয়া প্রফুল্ল ডাকিল, "মাসীআয়ি!—ও মাসীআয়ি!"

পাচিকা প্রফুল্লের মুখে বড় একটা "মাসীআয়ি" সম্বোধন শুনে নাই, আজ শুনিয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল।

সহাস্যে প্রফুল্ল বলিল, "তা ঘুমোবারই ত কথা, তোমার খাটুনী যথেষ্ট হচ্ছে, আজ রাত হ'য়েছে, তুমি ঘুমোয়গে; নূতন কাকী আবার একেলা আছে।"

পাচিকা তাহার ভুক্তাবশিষ্ট পাত্রে ঢাকা চাপা দিয়া বলিল, "তুমি ত সেদিন বিয়ে দিতে গেলে, এদিকে আমাদের প্রেমচাঁদ যায় যায় আর কি। সেই সাবেক ডাক্তারটা, ডাক্তার কবিরাজ আসা বন্ধ হ'য়েছিল, ধীরেন্দ্র নামে কে একটা জমীদার, ভবানী নামে একটা মেয়েকে ডাকাত দিয়ে চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, এই সব নিয়ে নবীন আমাদের বিব্রত হ'য়েছিল।"

প্রফুল্ল সহাস্যে বলিল, "সে সব চুকে গিয়েছে?"

পাচি। হাঁ, আমাদের নবীনের কাছে সে খুব জব্দ হ'য়ে গিয়েছে। উঃ সে দু'টো রাত আমাদের কি কষ্টেই গিয়েছে।

প্রফু। ভারি অন্যায় ত সে বীরেন্দ্রের। তা যাক্, সে সব আপদ্ ত মিটে গিয়েছে, এখন তুমি শুতে যাও, দিন রাত তোমার আজকাল খুব পরিশ্রম হচ্ছে।

"হাঁ বাবা; তুমি এখন একটু ঘুমোয়।" বলিয়া পাচিকা তথা হইতে সরযুর কক্ষে প্রস্থান করিল।

প্রফুল্ল ডিবা হইতে পান মুখে দিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ভাবিতে

লাগিল, "ছোট কাকার অদৃষ্ট কি সুপ্রসন্ন! পেমাটা মরেও বেঁচে উঠ্‌ল। বীরেন্দ্রবাবুর এত আয়োজন সব ব্যর্থ হ'ল, এততেও তার কোনও অনিষ্ট করতে পার্‌লেম না। ভাগ্যে আমি সেদিন বর্দ্ধমান গিয়েছিলেম, তা নৈলে আমার উপর বাবা ও মেজ কাকা বাবু কতই না বিরক্ত হ'তেন। কে জান্‌ত যে তাঁরা দু'জনেই একসঙ্গে ছুটী নিয়ে এ বিবাহে আসবেন। তাঁদের কাছে আমি ছোটকাকার খুবই নিন্দা ক'রেছি, কাল তাঁরা সন্ধ্যার সময় সকলে আসবেন। আমাকে হাওড়া ষ্টেসনে যেতে ব'লেছেন, আমি এ সংবাদ ছোট কাকাকে জান্‌তে দোব না; কাল যদি তার কোনও রকমে বৈঠকখানায় ব'সে, ইয়ারদের সঙ্গে মাতলামীটা তাঁদের দেখাতে পারি, তাহ'লেও কতকটা আমার মুখ রক্ষা হয়। এবার আমার শেষ চেষ্টা, দেখি কতদূর কি করতে পারি।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে আপন শয্যায় শয়ন করিল।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

অগ্রজ সমাগমে

কীর্ত্তিচন্দ্র তিন মাসের ছুটী লইয়া, ভাগিনেয়ের শুভপরিণয়ে উপস্থিত হইবার জন্য, জ্যোতিশকে পূর্ব্ব হইতেই পত্র দিয়া বর্দ্ধমান যাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন; জ্যোতিশ তাহাতে প্রস্তুত ছিলেন, এই নিমিত্ত উভয় ভ্রাতাই এই বিবাহে বর্দ্ধমানে গিয়া সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সুরমাসুন্দরী বহুদিনের পর, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সন্তানকে বিবাহ রাত্রে উপস্থিত দেখিয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন; প্রফুল্ল তথায় গিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র ও জ্যোতিশকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রফুল্ল, রে সাহেব ও বীরেন্দ্রের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায়, বর্দ্ধমানে অধিক রাত্রে গিয়াছিল, কীর্ত্তিচন্দ্র তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে কতকগুলি মিথ্যা কথার অবতারণা করিয়াছিল; আর নবীনচন্দ্র ইয়ারবৃন্দের সহিত আমোদে উন্মত্ত, ইচ্ছা করিয়া তথায় যান নাই, ইহারই আভাষ দিয়াছিল। প্রেমচাঁদের অসুখের কথা কীর্ত্তি ও জ্যোতিশকে আদৌ বলে নাই; নবীনচন্দ্র যে স্বয়ং সে সংবাদ গোপন রাখিতে বলিয়াছিলেন, ইহাতেই সে একটা সুযোগ পাইয়াছিল।

বিবাহাদি কার্য্য সমাপ্তে রবিবারে কীর্ত্তিচন্দ্র ও প্রফুল্লের সহিত নবীনচন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছিল, প্রফুল্ল বেশ গুছাইয়া গুছাইয়া নবীনের বিপক্ষে বিবিধ দোষারোপ করিয়াছিল। সে সকল কথা শুনিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র ফুলশয্যার পর, মঙ্গলবারে সন্ধ্যার সময় সপরিবারে আপন বাটীতে

আসিবেন, এই কথা প্রফুল্লকে বলিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত সে নবীনকে যাহাতে ইয়ারবৃন্দের সহিত বৈঠকখানায় সেই সময়ে আমোদ প্রমোদে নিরত করিতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। ফলে তাহার আশাও পূর্ণ হইল।

মঙ্গলবার প্রভাতে, প্রফুল্লচন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া বাটীর বাহির হইয়াছিল, তারপর কাছারী যাইবার সময়ে সময়ে বাটী আসিয়া স্নানাহার করিয়া, নবীনের সহিত দেখা না করিয়াই তাড়াতাড়ি আদালতে গিয়াছিল। নবীনচন্দ্র দিবা দ্বিপ্রহরের পর, আহারাদি সমাপ্তে বৈঠকখানায় বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, এমন সময়ে রাধারমণ ও সীতানাথ প্রভৃতি কতিপয় যুবক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া নবীনচন্দ্র কহিলেন, "ওহে, ঈশ্বরের কৃপায় আমার ছেলে বেশ সুস্থ হইয়াছে, এইবার একদিন কাঙ্গালী ভোজনের আয়োজন কর।"

রাধারমণ কহিল, "বেশ, সেটা পরে হ'বে, আজ আমাদিগের একটা আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করুন। আপনার ভাইপো আজ সকালে আমাদের বড় মর্ম্মান্তিক কথা ব'লেছে।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "কি হ'ল আবার? আমি তাকে সর্ব্ববিষয়ে ক্ষমা করছি, তবু সে আমার মনে কষ্ট দিতে ছাড়বে না? কি ব'লেছে তোমাদের?"

সীতানাথ কহিল, "সে ব'লেছে যে, আপনি তার ভয়ে মদ্যপান ত্যাগ ক'রেছেন, আর সে আপনার সহিত আমাদের সংস্রব বিচ্ছিন্ন ক'রে দেবে; আমাদের কথা আপনি তার ভয়ে রাখ্‌তে পার্‌বেন না। আমরা আর আপনার বৈঠকখানায় ব'সে মদ খেতে পার্‌ব না।"

নবীনচন্দ্র উপেক্ষার হাসি হাসিয়া কহিলেন, "এই, আমি মনে ক'রেছিলেম আর কিছু। যাক্, তার কথা ছেড়ে দাও, তোমরা আমার

সহায়, তোমাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় আমি আমার সদেচ্ছা সাধনে সক্ষম হয়েছি ; এ জীবনে আমি তোমাদের সংস্রব বিচ্ছিন্ন কর্‌ব না।"

রাধারমণ বলিল, "মাষ্টার মশাই ! আমরা তাকে ব'লেছি যে আজই আমরা সকলে ব'সে এইখানে মদ খাব, গান বাজনা কর্‌ব ; সে ব'লেছে আজ আপনি আমাদের এ কাজ কর্‌তে দিবেন না তার ভয়ে। আমরা ব'লেছি আমোদ প্রমোদ কর্‌ব, সে ব'লেছে কর্‌তে পার্‌ব না।"

সীতানাথ বলিল, "তার সে দম্ভ, সে অহঙ্কার দেখে আমরা ব'লেছি যে, আজই আমরা একটা আমোদের আয়োজন কর্‌ব।"

রাধারমণ কহিল, "হাঁ, মাষ্টার—আজ এ কাজটা না কর্‌লে তার কাছে আমাদের মাথা হেঁট হ'বে।"

অন্যান্য যুবকবৃন্দ কহিল, "আপনি হুকুম দিন মাষ্টার, আপনি হুকুম দিন।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "ভাই ! তোমরা সকলেই যখন এ কাজে একমত হ'য়েছ, তখন আমি তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ আনন্দ উপভোগে বাধা দিতে পারি না। আমি লোকমতে, দশের মতে, কাজ করতে ইচ্ছুক ; দশই নারায়ণ। কিন্তু ভাই ! তোমরা ত প্রফুল্লকে জান, আমার মনে হয় কোনও একটা বিশেষ স্বার্থ সাধনের জন্য, সে আজ তোমাদের উদ্বুদ্ধ ক'রেছে।"

রাধারমণ কহিল, "Never mind (নেভার মাইণ্ড), সে আমাদের কি অনিষ্ট করবে ?—মাষ্টার ! আপনাকে আমরা গুরু ব'লে জানি, যদি কোনও বিপদে পড়ি, তাহ'লে গুরুর কৃপায় সে বিপদ হ'তে অনায়াসে ত'রে যাব। আপনি আজ একটা আমোদ প্রমোদের হুকুম দিন, প্রফুল্ল দেখুক যে আমরা তার ভয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর্‌তে পেছপা নহি।"

"তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্, মা আনন্দময়ীর নামে তোমরা ভাই

আজ আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা কর। যদি কোনও বিপদ ঘটে, ত সেই বিপদনাশিনী দুর্গাই আমাদের রক্ষা কর্‌বেন। তোমাদের আমোদ আহ্লাদের সময় আজই তবে কতকগুলি কাঙ্গালী ভোজন করিয়ে দাও।" এই বলিয়া নবীনচন্দ্র রাধারমণকে কুড়িটী টাকা প্রদান করিলেন।

রাধারমণ কহিল, "এখনই কাঙ্গালীদের ডেকে ফলারের যোগাড় কর্‌ছি, তারপর বোতল চার মদ এনে এইখানে আমোদ করা যাক্।"

যুবকগণের সহিত রাধারমণ বহির্গত হইলে, নবীনচন্দ্র তাহাদিগকে আরও কিছু অর্থ প্রদান করিলেন। তাহারাও কিছুক্ষণ পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া অনেকগুলি কাঙ্গালী সংগ্রহ পূর্ব্বক, নবীনচন্দ্রের বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বসাইয়া, তাহাদের পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন; তাহারা ভোজনাদি করিয়া কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রাপ্তে নবীনচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

অতঃপর যুবকবৃন্দ নবীনের বৈঠকখানায় বসিয়া সুরাপান করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা গীতবাদ্যে মন দিল। নবীনচন্দ্র স্বয়ং সে স্থলে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগের আনন্দে উৎসাহ দিতে লাগিলেন, নিজে সুরা আর স্পর্শ করিলেন না।

কিছুক্ষণ সুরাপানের পর একজন মধুর কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল ;—

গীত

ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় মাগো ব'লে।
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে॥
গুরু দত্ত গুড় ল'য়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা ;—
আমার জ্ঞান শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটী, পান করে মোর মন মাতালে॥
মূল মন্ত্র তন্ত্র ভরা, শোধন করি ব'লে তারা মা ;—
রাম প্রসাদ বলে এমন সুধা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে॥*

তাহার সঙ্গীত শ্রবণে সীতানাথ বলিল, "স্ফূর্ত্তি কর, স্ফূর্ত্তি কর, নাও ভাই, আর একটু সুরাপান ক'রে আবার গাও, বেশ স্ফূর্ত্তিতে থাকা গিয়েছে' বাবা।"

রাধারমণ প্রভৃতি আবার এক আধটু সুরাপানের পর বলিল, "কুচ্ পরোয়া নাই। আমরা ভয় পাবার ছেলে নই; এস হে, আর একখানা গাওয়া যাক্।"

এই বলিয়া যুবকবৃন্দ আর একটী গান ধরিল।

গীত

আমরা ত নই আটাসে ছেলে।
কেন ভয় করিব চোখ রাঙ্গালে॥
সম্পদ মোদের সে রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃদকমলে।
ওমা মোদের বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই চলে॥
শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার কর্‌ব নালিস নাথের আগে, ডিগ্রী লব এক সওয়ালে॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরু দত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিল কালে॥
ঘরে ঘরে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে।
মোরা ক্ষান্ত হব, যখন সে গো শান্ত ক'রে রাখ্‌বে কোলে॥*

গীত সমাপ্তে তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, জয় গুরুজি কি জয়! জয় নবীন মাষ্টার কি জয়।"

এইরূপে যখন তাহারা সমবেতভাবে সুরাপান ও গীতবাদ্যে মত্ত ছিল, তখন প্রফুল্লের সহিত কীর্ত্তিচন্দ্র সপরিবারে সেই স্থল দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

---

* মূলাংশ রামপ্রসাদী সঙ্গীতাবলী হইতে গৃহীত।

ফটকে একাধিক গাড়ী প্রবেশের শব্দ শুনিয়া, রাধারমণ বাহিরে আসিয়া, কীর্ত্তি ও জ্যোতিশচন্দ্রকে প্রফুল্লের সহিত গাড়ীতে দেখিতে পাইল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুনীল গগনে অসংখ্য তারকামালা ফুটিয়া উঠিয়াছে। চন্দ্রমাশালিনী কৌমুদী বিধৌতা রজনীতে রাধারমণ তাঁহাদের দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। প্রফুল্ল স্ফীত বক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বৈঠকখানা দেখাইয়া তাঁহাদের বলিতেছিল, "ঐ যে চীৎকার শুন্‌ছেন, ঐরূপ মাতলামী রোজ সন্ধ্যা থেকে সুরু হ'য়ে প্রায় সমস্ত রাত্রিই চ'লে থাকে, বল্‌লেই আমার সঙ্গে ঝগড়া হয়।"

কীর্ত্তিচন্দ্র নীরবে গাড়ীতে বসিয়াই বৈঠকখানার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া অন্তঃপুর-দ্বার সমীপে গিয়া উপনীত হইলেন; সুরমাসুন্দরী প্রভৃতি পুরমহিলাগণ একখানি ভাড়া গাড়ী হইতে পূর্ব্বেই অবতরণ করিয়াছিল, কীর্ত্তিচন্দ্র ঘরের গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, জ্যোতিশচন্দ্রের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

প্রফুল্ল ভাড়া গাড়ীর গাড়োয়ানকে চুক্তি মিটাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বাটীর ভিতরে গেল।

কীর্ত্তিচন্দ্র প্রভৃতির গাড়ী বৈঠকখানা অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই, বিশুরাম দ্রুতপদে গিয়া নবীনচন্দ্রকে, বড় ও মেজ বাবুর আগমন সংবাদ দিল; রাধারমণ তাহার বাক্যের সমর্থন করিল। সে সংবাদ পাইয়াই নবীনচন্দ্র তৎক্ষণাৎ গীত বাদ্য ও সুরাপান বন্ধ করাইলেন, বন্ধু বান্ধবকে তখনই সে স্থল ত্যাগ করিতে অনুমতি করিলেন। তাঁহারাও প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে সুরার বোতলাদি সহ তখনই সে স্থল পরিত্যাগ করিল।

নবীনচন্দ্র একাকী তথায় বসিয়া, দোয়াত কলম লইয়া স্বদেশ-সেবকের জন্য একটা প্রবন্ধ লিখিতে মন দিলেন। এই সময়ে হস্তমুখ

প্রক্ষালন ও বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, তথায় জ্যোতিশ ও প্রফুল্লের সহিত কীর্ত্তিচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তথায় সুরাপানাদির চিহ্ন-মাত্রও ছিল না, নবীন যে কি পরিমাণ মদ্য পান করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য, কীর্ত্তিচন্দ্র তাহার খুব সন্নিকটে যাইলে, বহুদিনের পর বড় ও মেজ দাদাকে দেখিয়া, নবীন ভক্তি ও প্রীতিভরে তাঁহাদের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন; জ্যোতিশ, তাঁহার মুখে মদের গন্ধ না পাইয়া, ও বৈঠকখানা ইয়ারবৃন্দ শূন্য দেখিয়া, সবিস্ময়ে কীর্ত্তিচন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কীর্ত্তিচন্দ্র নবীনের এইরূপে জ্যেষ্ঠদিগের প্রতি ভয় ও সম্মান করিতে দেখিয়া প্রীতিভরে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "নবীন! এস ভাই, বাড়ীর ভিতরে এস! আমরা বহুদিনের পর সকলে একত্রে মিলিত হ'য়েছি। এস, মায়ের কাছে ব'সে আ - আমরা দু'টো সুখ দুঃখের কথা বলাবলি করিগে এস!"

"চলুন!" বলিয়া নবীনচন্দ্র তাঁহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিয়া অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রফুল্ল নবীনের ইয়ারদিগকে পলায়ন ও নবীনের কার্য্যকলাপ দেখিয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল; ভাবিল, "হায়! আমার আজকের এত কষ্টের আয়োজনটাও বৃথা নষ্ট হ'য়ে গেল!"

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

সৌদামিনী

বীরেন্দ্রনাথ গৌরহরির সৌজন্যে ও আনুকূল্যে সে মোকদ্দমার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, প্রাণে অনেকটা শান্তি বোধ করিয়াছিলেন। সৌদামিনী যে কৌশল করিয়া গৌরহরিকে ডাকিয়া এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, সেজন্য তিনি সৌদামিনীর প্রতিও প্রসন্ন হইয়াছিলেন। অতিরিক্ত সুরাপানে ও নানারূপ বদ্‌খেয়ালী কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আজ তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার হাতে নগদ টাকা-কড়ি কিছুই ছিল না; সৌদামিনীর শেষ অলঙ্কারাদি প্রফুল্লের নিকটে বন্ধক দিয়া যে অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে নবীনের সংকার-সমিতি ভাণ্ডারে দান করিয়া, যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাতে কিছুদিন চলিয়াছিল। তিনি জমীদারী কার্য্যে একেবারেই অপটু ছিলেন; তাঁহার প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিত না। খাজনা পত্র আদায়ের জন্য যে নায়েব ছিল, সে জুলুম জবরদস্তি করিয়া যাহা আদায় করিত, তাহা প্রাপ্ত হইয়া আপনি বেশ গুছাইয়া লইয়াছিল। বীরেন্দ্র তাহার কোনও তত্ত্ব লইতেন না, সময়ে সময়ে কিছু অর্থ পাইলেই পরিতৃপ্ত হইতেন। বীরেন্দ্র আজ অর্থ প্রাপ্তির আশায় তাহাকে ডাকাইয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন, অধিকন্তু প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করায়, তাহাদের নামে নালিস রুজু করিতে হইবে বলিয়া, সে অর্থের জন্য আজ বীরেন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিল। বীরেন্দ্র এখন রিক্ত হস্ত, এই

সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি বিষণ্ণবদনে আপন শয়ন-কক্ষে বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সৌদামিনী আসিয়া তাঁহাকে কহিল, "ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠিয়েছি, তুমি তার কাছ থেকে এখন কিছু টাকা নাও, আর তাকে তোমার জমীদারী কার্য্য পরিদর্শনের ভার দাও। সে এ সমস্ত কাজ বেশ বোঝে, এতে আমাদের ভাল হ'বে।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "গৌর কি তা' করবে?"

সৌদা। তুমি তাকে মিনতি ক'রে বললে অবশ্য রাজি হ'বে।

বীরে। হাঁ, সে লোক মন্দ নয়, আমিই তার সঙ্গে বৃথা ঝগড়া ক'রে মামলা মোকদ্দমায় অযথা অর্থ নষ্ট ক'রেছি। সেজন্য এখন আমি অনুতপ্ত।

সৌদা। ঠাকুরপো সেজন্য তোমার উপর এখন সন্তুষ্ট হ'য়েছে, সে আমার একমাত্র সন্তান পরিতোষের মুখ চেয়ে, তার ভবিষ্যৎ ভেবে তোমার পৈত্রিক জমীদারী যাতে বজায় থাকে, তা করতে আমার কাছে প্রতিশ্রুতি ক'রেছে।

তাহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে গৌরহরি বাবু পরিতোষের সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বীরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "গৌর! তুমি পরিতোষের মায়ের কাছে আমার অবস্থা সমস্ত অবগত হ'য়েছ; এখন ভাই! তুমি আমার একটা উপায় কর, নতুবা জমীদারীটা আমায় বিক্রী না করলে আর চলবে না।"

গৌরহরি সৌদামিনী অপেক্ষা বয়সে ছোট, সৌদামিনীর সরল ব্যবহারে গৌর তাহাকে মায়ের মত ভক্তি করিতেন; বীরেন্দ্রের বিনীত বাক্যে তিনি কহিলেন, "হাঁ, বৌদিদি আমায় সব কথা ব'লেছেন।"

বীরে। ভাই, এখন তুমি আমায় কিছু টাকা ধার দাও, আমি প্রফুল্লের কাছ থেকে ওর গহনা গুলো নিয়ে আসি, আর তুমিই আমার

জমীদারীর Executer (কর্ম্ম কর্ত্তা) হ'য়ে, এ বিষয় সম্পত্তির ভার লও, নচেৎ আমার আর উন্নতির উপায় নাই।

গৌর। আচ্ছা তোমার অনুরোধে এ কাজে আমি সম্মত আছি।

বীরে। তবে আমি যথাবিধি একটা লেখা পড়া ক'রে দি ?

গৌর। পরিতোষের ভবিষ্যৎ ভেবে আমি অবশ্য তোমার কথা মত কাজ কর্‌ব।

"তোমার মঙ্গল হোক্ ঠাকুরপো! ঈশ্বর তোমায় সুমতি দিয়েছেন, তুমি সেই সুমতি-বলে আমার আশীর্ব্বাদে ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ কর, দেশের ও দশের উন্নতি কর।" এই বলিয়া সৌদামিনী পাঁচ বৎসরের শিশু পরিতোষকে লইয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

অতঃপর গৌরহরি বলিলেন, "বীরেন দা'! তোমার বিপক্ষে ভবতারণ ভট্টাচার্য্য কি ক'রেছে জান ?"

বীরেন্দ্রনাথ সাগ্রহে বলিলেন, "সে আবার কি কর্‌বে ?"

গৌর। নবীনের বড় ভাই এসেছেন শুনেছ ?

বীরে। হাঁ, প্রফুল্ল বল্‌ছিল বটে।

গৌর। সেদিন সন্ধ্যাবেলা নবীনের বড় দাদা গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিলেন, ভবতারণ তাঁর পেছু নিয়ে সেখানে তাঁকে তোমাদের বিপক্ষে অনেক কথা ব'লেছে। সে নবীনকে বড় ভয় করে, সেইজন্য এখন নবীনের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপনের ইচ্ছায়, তাঁর বড় দাদাকে তোমরা নবীনের বিপক্ষে যা যা ক'রেছ, তা সব প্রকাশ ক'রে দিয়েছে।

বীরেন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, "বটে, তা তুমি জান্‌লে কি ক'রে ?"

গৌর সহাস্যে কহিলেন, "ভবতারণের কার্য্য-কলাপ দেখ্‌বার জন্য নবীনের সাহায্যকারী অনেক লোক আছে, একজন ছদ্মবেশে এ সব সন্ধান ক'রেছে।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখ গৌর! আমি ভবতারণের মিথ্যা প্রলোভন-বাক্যেই উত্তেজিত হ'য়ে, ভবানীর সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে যাই; ঐ ভবতারণই ভবানীর সন্ধান আমাকে ব'লে; নচেৎ আমি তার ত্রিসীমানায় কখনও পা দিতাম না।"

"দেখা যাক্, কতদূর কি হয়।" বলিয়া গৌরহরি প্রস্থান করিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন, "ভবতারণ! তুমি আমার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র কর্‌বার ইচ্ছা ক'রেছ?—ভণ্ড ভট্টাচার্য্য! নবীন তোমায় ক্ষমা ক'রেছে, সে মহৎ—উচ্চহৃদয়বান্; কিন্তু ঘুণাক্ষরে যদি আমি একবার অবগত হই যে, তুমি আমার কোন অনিষ্টের আয়োজন কর্‌ছ, তা হ'লে আর তোমার রক্ষা নাই। তোমার বাস্তু ভিটা বিক্রয় করা হ'য়েছে, এবার চণ্ডীমণ্ডপের অস্তিত্বও থাকবে না, এতে আমি সর্ব্বস্বহারা হই, তবুও তোমায় জব্দ কর্‌তে আমি নিরস্ত হ'ব না।"

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

মিলন

কীর্ত্তি ও জ্যোতিশ্চন্দ্র বহুদিনের পর বাটী আসায়, তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ দলে দলে আসিয়া, তাঁহাদের সহিত দেখা করিতেছিলেন। তাঁহারাও অশক্ত বয়োবৃদ্ধ আত্মীয়দিগের বাড়ী গিয়া দেখা করিয়া আসিয়াছিলেন। বিদেশ হইতে বাটী আসিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র প্রভাত ও সন্ধ্যা-কালে ভাগীরথী তীরে পরিভ্রমণ করিতে যাইতেন। ভবতারণ নবীনের ভয়ে তাঁহাদের বাটীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই, অনুসন্ধানে ফিরিয়া সে একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নবীনের খুব সুখ্যাতি করিল; সে তাঁহার পিতৃকৃত্যে ভ্রমবশতঃ অশুদ্ধ মন্ত্রপাঠ করিয়াছিল, ইহাও স্বীকার করিল। তারপর একে একে বীরেন্দ্রের, রে সাহেবের ও প্রফুল্লের কার্য্যকলাপ সকলই ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। তাহাদের সংশ্রবে লিপ্ত থাকিয়া সে যে বাস্ত ভিটা হারাইয়াছে, তাহা পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত কীর্ত্তিচন্দ্রের সমীপে উপদেশ ও সাহায্য প্রার্থনা করিল।

কীর্ত্তিচন্দ্র তাহার মুখে প্রফুল্লের সমস্ত কার্য্য শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, নবীন ত তাঁহাকে প্রফুল্লের বিপক্ষে কোনও কথা বলেন নাই; প্রফুল্লই তাঁহার সমীপে নবীনের বিপক্ষে নানারূপ অভিযোগ করিয়াছে। সে দিন তিনি কৌশলে ভবতারণের মুখ দিয়া সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইয়াছিলেন; ভবতারণও কীর্ত্তিচন্দ্রের সমীপে সে সকল কথা বলিয়া, নবীনের সহিত সদ্ভাব করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল।

কীর্ত্তিচন্দ্র বাটী আসিয়া হেমন্তকুমারীর নিকটে প্রফুল্লের আচরণ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহার বিপক্ষে অনেক তথ্য অবগত হইলেন; অনুসন্ধানে ইহাও বুঝিলেন যে, নবীনের সহিত বৌ-মায়ের মিলন এখনও হয় নাই। নবীন এখনও বৈঠকখানায় রাত্রিকালে শয়ন করে, ইহা তিনি নিজেও এ কয়দিন লক্ষ্য করিতেছিলেন। বসন্তকুমারী যে সকল পত্র জ্যোতিশকে লিখিয়াছিল, সে সম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য তিনি জ্যোতিশকে উপদেশ দিয়াছিলেন; বসন্তকুমারী স্বামীকে কোনও কথা গোপন না করিয়া, সংসারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল ও যে কারণে নবীন মদ্যপানাভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা অকপটে ব্যক্ত করিয়াছিল। জ্যোতিশও জ্যেষ্ঠ সহোদরকে সে সকল কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; শুনিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি যে নবীনের দ্বিতীয়বার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সংসারী করিবার বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন, সে আয়োজন যে ব্যর্থ হইবে, ইহা তাঁহার অসহ্য। তিনি বৌ-মায়ের মঙ্গলাভিলাষী, নবীনের সহিত বৌ-মায়ের মিলন-প্রয়াসী; সেই মিলনাকাঙ্ক্ষায় আজ তিনি অপরাহ্নকালে সকলকে তাঁহাদের বিস্তৃত পূজার দালানে একত্রে আহ্বান করিয়াছেন। বড় ও মেজবৌ, চারুবালা পাচিকা প্রভৃতি দালানের সংলগ্ন একখানি ঘরের মধ্যে ছিল। সরযুকে তিনি আপনার ঘরে রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রেমচাঁদকে ক্রোড়ে লইয়া অন্যান্য ছেলেদের তিনি বাম পার্শ্বে বসাইয়াছিলেন,—সহোদরদ্বয়কে দক্ষিণে, প্রফুল্লচন্দ্রকে সম্মুখে। সুরমাসুন্দরী তাঁহাদের মধ্যস্থলে উপবিষ্টা হইয়া বলিলেন, "ওরে, কীর্ত্তি! আজ আমি তোদের সব একসঙ্গে দেখে মনে বড় আনন্দ বোধ কর্‌ছি।"

কীর্ত্তিচন্দ্র কহিলেন, "মা! তোমার মুখে ঐ ওরে—হাঁরে সম্বোধন শুনে আমার প্রাণে সেই শৈশবের সুখ-স্মৃতি জেগে উঠে; মনে হয় তেমনি

সরল মনে, তেমনি আনন্দে তোমার কোলে শুয়ে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার হাত হ'তে মুক্তিলাভ করি।"

কীর্ত্তিচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সুরমাসুন্দরী সগর্ব্বে একবার প্রফুল্লের মুখের প্রতি তাকাইলেন। উদ্দেশ্য সে যে "ওরে হাঁরে" সম্বোধনে তাঁহাকে একদিন কড়া কড়া কথা শুনাইয়াছিল, সেই 'ওরে হাঁরে' সম্বোধন তাহার পিতার কাছে কত মিষ্ট, কত শান্তিপ্রদ।

জ্যোতিশ্চন্দ্র বলিলেন, "বাস্তবিক মা! বড়দাদা যা বল্‌ছেন, সেটা যথার্থ, আমারও ঐরকমই মনে হয়।"

সুরমাসুন্দরী বলিলেন, "আর বাবা! আমি তোমাদের রেখে যেতে পার্‌লে বাঁচি; তবে নবীনের জন্যই আমার একটু দুঃখ। কীর্ত্তি আমার ওকে সংসারী হ'বার জন্য বিয়ে থা দিলে, সে বৌ-মাকে নিয়ে ঘর সংসার কর্‌ছে দেখ্‌লে আমি সুখী হ'তেম।"

নবীনচন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন, "এবার ত তার সঙ্গে কথা বার্ত্তা হ'য়েছে, সেটা তুমি জান না মা! যদি সুযোগ হয়, একদিন তা দেখিয়ে দোব, এখনও সেটা গোপনে আছে।"

কীর্ত্তিচন্দ্র সুরমাসুন্দরীর কথা শুনিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এখন ঐ হচ্ছে কথা মা! নবীনের উপর আমি বড়ই বিরক্ত হ'য়েছি; ওর স্বভাব চরিত্র বড়ই মন্দ হ'য়ে প'ড়েছে। এত ক'রে ওকে মানুষ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লেম, তবুও যখন ও বাগ্ মান্‌লে না, তখন এ সংসারে আর ওর স্থান নাই। শোন নবীন! জ্যোতিশকে তুমি হিসাব পত্র বুঝিয়ে দিয়েছ, কিন্তু আমার ভবিষ্যতের সুদূর ভরসাস্থল, সুশিক্ষিত জ্যেষ্ঠ সন্তান, প্রফুল্ল-চন্দ্র তোমার বিপক্ষে পত্রদ্বারা ও মৌখিক অনেকগুলি অভিযোগ আমার কাছে আনয়ন করেছে; তাহারই শেষ মীমাংসার্থে আমি তোমাদের সকলকে একত্রে আহ্বান ক'রেছি। আমি ও জ্যোতিশ পরামর্শ ক'রে

বুঝেছি, তোমাকে এ সংসার হ'তে পৃথক্ ক'রে দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। প্রফুল্লের বিপক্ষে তোমার কিছু বক্তব্য আছে ?"

কীর্ত্তিচন্দ্রের মুখে সহসা এ প্রস্তাব শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ চমকিয়া উঠিল, সুরমাসুন্দরী কম্পিত কণ্ঠে কাতরভাবে বলিলেন, "কীর্ত্তি!"

জ্যোতিশ্চন্দ্র বলিলেন, "চুপ কর মা! এখন তুমি আমাদের কোনও কথা ব'লো না, আমরা নবীনকে আর এ সংসারে কিছুতেই রাখ্‌ব না। বল নবীন! প্রফুল্লের বিপক্ষে তোমার কিছু বক্তব্য আছে ?"

নবীনচন্দ্র অম্লানবদনে বলিলেন, "না দাদা! প্রফুল্ল এ সংসারের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সন্তান। তার মঙ্গল হোক্, শ্রীবৃদ্ধি হোক্, সে যে আমার বৌ-মা'র স্বামী; সেই বৌ-মা'র সুখ সমৃদ্ধি ও মনস্তুষ্টির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন প্রফুল্লের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদা সুপথে চালিত হয়।"

প্রফুল্ল বিস্ময়াপ্লুত নয়নে নবীনের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল। জ্যোতিশ্চন্দ্র স্তম্ভিতভাবে কীর্ত্তিচন্দ্রের মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল সকলেরই মুখে বাক্যস্ফুরণ যেন রহিত হইয়া গেল। অতঃপর কীর্ত্তিচন্দ্র বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "নবীন! আমি তোমার স্ত্রী পুত্রের ভার গ্রহণ কর্‌তে সম্মত আছি। তুমি অলসভাবে কালাতিপাত কর্‌ছ, সেই জন্য কেবল তোমায় আজ থেকে পৃথক্ কর্‌লেম; তুমি আমাদের বিষয় বিভাগ কর্‌তে চাও কি ?"

"না দাদা! আমি ত উপায় ক'রে কথনও বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করি নাই; দাদাদের অন্নে প্রতিপালিত নবীন, এ কথা সকলেই বলে। আমি আবার বিষয়ের ভাগ নোব কি ? আজ আমি মুক্ত, আপনি যে কঠোর কর্ত্তব্য কর্ম্মে আমায় নিরত ক'রেছিলেন, সে ভার আপনাকে প্রত্যর্পণ ক'রে আজ আমি আনন্দিত। বিষয় সম্পত্তি অসার, ক'দিনের জন্য ? আপনার আজ্ঞায় এথনি আমি এ বাটী পরিত্যাগ কর্‌ছি।

শ্মশানের সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর আজ হ'তে আমার বাসস্থান হ'বে। মা—মা! সহাস্যে এখন তুমি আমায় বিদায় দাও।" এই বলিয়া নবীন মাতৃচরণে লুটাইয়া পড়িলেন; সুরমাসুন্দরী কাতরভাবে বলিলেন, "একান্তই যাবে যদি নবীন! তা হ'লে একবার বৌ-মা'র সঙ্গে দেখা ক'রে এস।"

"তোমার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য," বলিয়া নবীনচন্দ্র আপনার শয়ন কক্ষের দিকে চলিয়া গেলেন; গিয়া দেখিলেন, তথায় সরযূবালা আজ সর্ব্বালঙ্কারে সুশোভিতা হইয়া, একখানি রঙ্গিন শাড়ী পরিয়া, পালঙ্কে বসিয়া কি ভাবিতেছে। নবীনচন্দ্রকে দেখিয়া সরযূ উঠিয়া তাঁহার সমীপে আসিল। সরযূকে সালঙ্কৃতা দেখিয়া নবীনচন্দ্র বলিলেন, "একি সরযূ! আজ আমি এ সংসার হ'তে বিদায় গ্রহণ কর্‌ছি শুনে, তুমি কি আনন্দে পিত্রালয়ে যাবার জন্য এই সুবেশ ধারণ ক'রে ব'সেছিলে? বেশ, বিদায় দাও সরযূ! আজ আমি মুক্ত, সংসার ছেড়ে যাবার জন্য তোমার কাছে মাতৃ উপদেশে শেষ বিদায় নিতে এসেছি।"

সরযূ তাঁহার পদতলে পড়িয়া করজোড়ে কহিল, "তুমি আমায় ছেড়ে যাবে কোথায়? আমার ইহকাল পরকাল, জীবনের সর্ব্বস্ব, হৃদয়ের দেবতা, প্রাণের তৃপ্তি; তুমি আমায় ছেড়ে যাবে কোথায়? আমি তোমায় ছাড়্‌ব না। যদি যাও, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তুমি কায়া, আমি তোমার ছায়া; সংসারে কবে কে স্ত্রীকে অপরের মুখাপেক্ষী ক'রে রেখে যায় বল? যাবে যদি আমাকেও সঙ্গে নাও; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য পেলেও আমি স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ কর্‌তে সম্মত নহি।"

সরযূর মুখে এই কথা শুনিয়া নবীনচন্দ্র সস্নেহে এক হস্ত তাহার মস্তকে স্থাপন করিয়া, অপর হস্তে তাহার একখানি বাহু ধারণ করিয়া বলিলেন, "তবে এস সরযূ! উঠে এস! পবিত্র দাম্পত্য-বন্ধনে তুমি আমায় আবদ্ধ ক'রেছ! বামে তুমি, দক্ষিণে প্রেমচাঁদ ও বক্ষে মাতৃপদ রক্ষঃ ধারণ

ক'রে আমরা অন্যত্র চ'লে যাই; গিয়ে দাদাদের দেখাই—অলস নবীন জগতে উন্নতি কর্‌তে পারে কি না।" এই বলিয়া তিনি আবেগপূর্ণ হৃদয়ে আজ বহু দিনের পর সরযূকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

হাসিতে হাসিতে তথায় হেমন্তকুমারী আসিয়া বলিল, "এই ত আমরা দেখ্‌তে চাই ঠাকুরপো! তুমি যে রাত্রে বৈঠকখানায় প'ড়ে থাক্‌বে, আর নতুন বৌ ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়্‌বে, সেটা কি আমাদের প্রাণে বরদাস্ত হয়? ভাগ্যে তোমার দাদা আজ পৃথক্ ক'রে দিচ্ছিলেন, তাই ত তোমাদের এ মিলনটা চোখে পড়্‌ল।"

সরযূ হেমন্তকুমারীকে দেখিয়া সলজ্জভাবে গৃহ হইতে পলাইয়া আসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হেমন্তকুমারী তাহার পথরুদ্ধ করিয়া মৃদু হাস্য সহকারে বলিল, "আর পালান কেন? দাঁড়াও একটু, তোমাদের মিলনটা সকলকে ডেকে দেখিয়ে দি।" এই বলিয়া সে বসন্তকুমারীকে ডাকিতে গেল।

এই সময়ে তাহাদের শয়ন-কক্ষের গবাক্ষ তলে বসিয়া বাহিরে একটা ভিখারিণী গাহিতেছিল;—

গীত

তোমারে ক'রেছি আমি জীবনেরি ধ্রুবতারা।
পলক হারালে তোমা হ'য়ে থাকি দিশেহারা॥
কি জানি কি মোহ ঘোরে
স্নেহ কিম্বা প্রেম ডোরে
বাঁধা যেন পরস্পরে, সদা মনে হই না ছাড়া।
ধ্যানে জ্ঞানে মনে প্রাণে তুমি যে গো জগজ্জোড়া॥

এ গীত শ্রবণ করিয়া সরযূবালা কহিল, "কে এ সুমধুর স্বরে আমার হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ ক'রে গান কর্‌ছে? নবীনচন্দ্র বলিলেন, "এ যে আমার পরিচিত কণ্ঠস্বর! কে গায়—এ কি সেই পাগলিনী?" এই

বলিয়া নবীনচন্দ্র বাহিরে আসিলে সুরমাসুন্দরী কহিলেন, "নবীন এস! তোমার দাদারা ডাক্‌ছে; আর তোমায় পৃথক্ হ'তে হ'বে না।"

সুরমাসুন্দরীর সঙ্গে হেমন্ত ও বসন্তকুমারী আসিয়া মৃদু হাস্য করিয়া নবীনের প্রতি চাহিয়া রহিল।

নবীনচন্দ্র তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মা! বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, তোমরা সকলে বড় দাদার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আজ আমায় কি পরীক্ষা কর্‌ছ!"

সুরমাসুন্দরী মৃদু হাস্যে বলিলেন, "বাবা নবীন! তুমি বৌ-মা'র সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'ও না, ঘরে থাক না শুনে কীর্ত্তি আমার বড় দুঃখিত হ'য়েছিল। তাই সে তোমায় পৃথক কর্‌বার মৎলব ক'রে, বৌ-মাকে শিখিয়ে দিয়েছিল যেন সে তোমায় কোন মতে আজ না ছেড়ে দেয়। তুমি বৌ-মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কর্‌ছ শুনে, সে আজ আনন্দিত হ'য়েছে; এস বাবা! এখন তার কাছে এস! তোমাদের এ মিলনে আমরা সকলেই আনন্দিত।" লাজ-নম্রভাবে নবীনচন্দ্র কহিলেন, "মা! তোমরা যখন বর্দ্ধমান গিয়েছিলে, সেই বিবাহ রাত্রে ও প্রেমচাঁদকে মরণের কোল হ'তে টেনে এনেছিল। সেই রাত থেকে ওর অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলেম; আর সেই রাত থেকেই ওর সঙ্গে আমার পুনর্ব্বার আলাপ হয়। এই বলিয়া নবীনচন্দ্র সুরমাসুন্দরীর সহিত পূর্ব্ব বর্ণিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।

বসন্তকুমারী উচ্চ হাস্য পূর্ব্বক, সরযূর হাত ধরিয়া বলিল, "ওলো নতুন বৌ! ভবে তুই খালি ঘর সংসার পেয়ে স্বামীকে বশ ক'রে ফেলেছিলি বল্?"

চারুবালা আসিয়া স্মিত হাস্যে বলিল, "ভাগ্যে আমি দুটো পয়সা খরচ ক'রে সে প্রীতি উপহারটা পাঠিয়েছিলেম।" ব্রীড়া বিজড়িতভাবে, নতনেত্রে সরযূবালা মৃদু হাস্য করিতে লাগিল।

নবীনের সহিত বৌ-মার মিলন-কথা শুনিয়া এবার কীর্ত্তিচন্দ্রের ভাব বৈলক্ষণ্য হইল, তিনি সুরমাসুন্দরীকে বলিলেন, "মা! তোমায় যে কবজ-খানি আমি ছোট বৌ-মার বামহস্তে পর্‌তে দিয়েছিলেম, তারই ফলে আজ আমরা নবীনের সঙ্গে বৌ-মার মিলন-কথা শুন্‌লেম। নবীনের সঙ্গে বৌ-মার মনের অমিল শুনে, আমি ওদের কোষ্ঠী বিচার কর্‌তে এক জ্যোতিষীর কাছে যাই। তিনি আমায় ঐ কবজখানি বৌ-মার বামহস্তে ধারণ করাতে উপদেশ দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন সাত বৎসরকাল নবীনের সহিত বৌ-মা'র মিলনের আশা নাই। এই সাত বৎসর আমি নবীনকে সংসারে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌তে প্রয়াস পেয়েছি। আজ সে সাত বৎসর অতিক্রম হ'য়ে পনের দিনে প'ড়েছে। কি আশ্চর্য্য গণনা মা! সে জ্যোতিষীর ?—সম্পূর্ণ নির্ভুল; জ্যোতিষীর উপর শ্রদ্ধাবশতঃ আমি বুঝেছিলেম যে, বৌ-মার সহিত নবীনের মিলন এখন সুনিশ্চিত, তাই একটা কৌশলে আমি নবীনকে পৃথক হ'তে ব'লেছিলেম; মা! নবীনের মত কনিষ্ঠ লাভে আমি পরম গৌরবান্বিত হ'য়েছি।"

বসন্তকুমারী অন্তরাল হইতে হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, যে দিন নবীনচন্দ্র পুনর্ব্বার সরযূর সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, তখন সাত বৎসর অতিক্রম করিয়া তিন দিনে পড়িয়াছিল। সুরমাসুন্দরী কহিলেন, "কীর্ত্তিচন্দ্র! তুমি ও জ্যোতিশ আমার নবীনকে বাগ মানাবার জন্য, যে অপূর্ব্ব ভ্রাতৃবাৎসল্যের পরিচয় দিয়েছ, তা স্বার্থপূর্ণ সংসারে বড় একটা দেখা যায় না। তোমাদের ভ্রাতৃভাবের আদর্শ যেন অশান্তিপূর্ণ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পরিগৃহীত হয়; আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের এ পবিত্র ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, চিরকাল অটুট ও অক্ষুণ্ণ হোক্।"

নবীন, কীর্ত্তিচন্দ্রের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধাসহকারে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "দাদা! দাদা!"

জ্যোতিশ ও কীর্ত্তিচন্দ্র উঠিয়া সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই! ভাই!"

অতঃপর কীর্ত্তিচন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "প্রফুল্ল! নবীন মহৎহৃদয়-গুণে আমার সমীপে তোমার বিপক্ষে কোনও অভিযোগ করে নাই, কিন্তু তোমার বিপক্ষে আমার মাতা, পত্নী, তোমার মেজ কাকী-মা ও ভবতারণ ভট্টাচার্য্য অনেকগুলি গুরুতর অভিযোগ আনয়ন ক'রেছে। তুমিও আমার কাছে নবীনের চরিত্রে নানারূপ দোষারোপ ক'রেছিলে; সে সকল অভিযোগ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমি সংগ্রহ ক'রেছি। তুমি সুশিক্ষিত, এ সংসারের জ্যেষ্ঠ সন্তান, তোমার আদর্শে অন্যান্য সুকুমারমতি সন্তানগণ শিক্ষালাভ কর্‌বে, এইটী ভেবে আমি তোমার অপরাধের শাস্তি অবশ্যই প্রদান কর্‌ব। আশৈশব প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে, আমি যে তরুতলে স্নেহ-সলিলধারা ঢেলে, তাকে শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ক'রে প্রাণে আনন্দ অনুভব করি, তুমি সেই তরুমূলে কুঠারাঘাত কর্‌তে চাও প্রফুল্ল! তোমার স্পর্দ্ধা সহ্যাতীত, অপরাধ গুরুতর।"

প্রফুল্ল কীর্ত্তিচন্দ্রের প্রতি আর তাকাইতে পারিল না, সে নতজানু হইয়া করজোড়ে কহিল, "বাবা! বাবা! আমার অপরাধ হ'য়েছে, মার্জ্জনা করুন; আর আমি এমন কার্য্য কখনও কর্‌ব না, যাতে মা, ঠাকুর-মা ও আপনাদের মনে কষ্ট হয়।"

উত্তেজিত কণ্ঠে কীর্ত্তিচন্দ্র কহিলেন, "প্রফুল্ল! আমি হৃদয় নির্ম্মমতায় বেঁধেছি, অপরাধী তুমি আমার কাছে নও। অহমিকায় অভিভূত হ'য়ে তুমি আমার প্রিয়তম নবীনের বিপক্ষে যে সকল কাজ ক'রেছ, তার জন্য সে যদি তোমায় অকপটে মার্জ্জনা ক'রে, তা হ'লে আমি তোমায় ক্ষমা কর্‌তে পারি; নচেৎ পুত্রস্নেহ বলি দিতে আমার নয়নে একবিন্দু অশ্রুপাত তুমি দেখ্‌তে পাবে না।"

অশ্রুপূর্ণ নয়নে, যুক্ত করে নবীনের পদতলে পড়িয়া গদগদকণ্ঠে প্রফুল্ল কহিল, "ছোট কাকা! ছোট কাকা!"

আবেগপূর্ণ হৃদয়ে প্রফুল্লকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া নবীনচন্দ্র সস্নেহে ডাকিলেন, "প্রফুল্ল! প্রফুল্ল!"

জ্যোতিশ্চন্দ্র বলিলেন, "প্রফুল্ল! ভুল সকলেই করে, তুমিও একটা মস্ত ভুল ক'রেছিলে; শুধ্‌রে নাও বাবা! ভুল শুধ্‌রে নাও!"

প্রফুল্ল কহিল, "আপনাদের আদেশ আমার শিরোধার্য্য।"

ইহা শুনিয়া সুরমাসুন্দরী প্রফুল্লের শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক, তাহাকে সস্নেহে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন।

ষট্‌ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

সমাপ্তি

বীরেন্দ্রনাথ যথাবিধিমতে গৌরহরিকে আপনার বিষয় সম্পত্তির executor (কর্ম্মকর্ত্তা) করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। গৌরহরিও সৌদামিনীর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাহার অনুরোধে এ ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বীরেন্দ্রের স্বভাব চরিত্রের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। এ জগতে মানুষের চরিত্রই জীবনের একটা প্রধান অবলম্বন, চরিত্রগুণে কেহ দেবত্ব, আবার কেহবা পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। যাহার মনের বল আছে, সেই আপনার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারে, অপরের পক্ষে চরিত্র সংরক্ষণ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। যেমন স্রোতস্বিনী নদীর বাঁধ একবার ভাঙ্গিলে সহজে তাহার গতিরোধ করা যায় না, তেমনি মানুষের চরিত্র একবার কলুষিত হইলে, আর বড় একটা ভালোর দিকে ফিরে না। বীরেন্দ্রের কলুষিত চরিত্র তেমনি একই ভাবে ছিল, বিশেষ কিছু উন্নত হয় নাই; কেবল সৌদামিনীর সর্ব্বদা সকাতর অনুরোধ, আগ্রহ বশতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা একটু অত্যাচারের মাত্রা কম পড়িয়াছিল। গৌরহরির সুনিপুণ হস্তে ব্যয় নির্দ্ধারণে, তাঁহার সুরাপান ও গণিকালয়ে যাতায়াত একটু মন্দীভূত হইয়াছিল। রে সাহেব বীরেন্দ্রের সহায়তায় ভবতারণের বাস্তু ভিটাটুকু গ্রাস করিয়াছিলেন; সে যে কীর্ত্তিচন্দ্রের সমীপে তাঁহাদের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়াছিল, এজন্য প্রফুল্ল, রে সাহেব ও বীরেন্দ্রনাথ তাহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

ভবতারণ আত্মদোষ গোপন করিয়া কীর্ত্তিচন্দ্রকে তাঁহাদের বিপক্ষে সকল কথা বিবৃত করিয়া, তাঁহার অনুকম্পা ভিক্ষা করিলে তিনি কৃপা-পরবশচিত্তে, তাহাকে দুইশত টাকা দান করেন এবং নবীনচন্দ্র যাহাতে তাহার উপর প্রসন্ন হয়, এমন ভাবে বুঝাইবেন বলিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। কীর্ত্তিচন্দ্রের প্রদত্ত অর্থ লইয়া ভবতারণ চণ্ডীমণ্ডপের সংস্কার কার্য্যে মন দিয়াছিল, বাস্তু ভিটা ত্যাগ করিয়া, ভবতারণ চণ্ডীমণ্ডপের সন্নিকটে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, তৃতীয় পক্ষের ঘরণীকে লইয়া অতি কষ্টে বাস করিতেছিল; তথায় আর পূর্ব্বের ন্যায় কথকতা হইত না, দু'একদিন কথকতা করিতে বসিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর অভাবে ভবতারণ আপনি এ ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। আজ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, ভবতারণ সিংহবাহিনী দেবীর আরতি সমাধা করিয়া, তাহার কুটীরে বসিয়া তৃতীয় পক্ষের কিশোরী পত্নী আমোদিনীকে কহিল, "তাই ত, হাতে আর টাকা-কড়ি কিছু নাই, যে উদ্দেশ্যে এ দেবীর প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেম, তা ত সিদ্ধ হ'ল না। আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য—এখন ও মূর্ত্তিটা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি; কি বল তুমি?"

আমোদিনী বলিল, "কেন?—মা ত তোমার প্রতি মুখ তুলে চেয়েছিল, তুমিই নিজের দোষে সমস্ত নষ্ট করলে বৈ ত নয়। মায়ের পবিত্র মন্দিরে সেই কুলটা বুড়ীকে বসিয়ে, তুমি কুলকামিনীর ইজ্জত নষ্ট করতে গিয়েই ত সব নষ্ট করলে।"

আমোদিনীর মুখে এই কথা শুনিয়া ভবতারণ শিহরিয়া উঠিল, সে বলিল, "ওঃ! সে বুড়ীটা আমার কাছে ছ'মাসের মাহিনা দাবী করে, এখন আমার এই কষ্ট, তার টাকা দি কি ক'রে? না দিলেও আর মুখ থাকে না, আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য,—রাস্তায় ধ'রে টাকার জন্য তাগাদা করে, এতে মাথাটা কাটা যায় যে।"

তাহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে তথায় সেই দূতী উপস্থিত হইয়া কহিল, "ওগো ভট্‌চার্য্যি মশাই! আমার টাকাগুলি দেবার কি কর্‌ছ তুমি?"

ভবতারণ সহসা তাহাকে দেখিয়া বলিল, "আঃ, তুই বেটী দেখ্‌ছি আমায় জ্বালিয়ে খাবি! কাজ ত ক'রেছিস্ খুব, তার আবার মাহিনা; যা দিয়েছি ঐ তোর পক্ষে যথেষ্ট। জানিস, আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্য! কারও কথার তোয়াক্কা রাখি না,—সময়টা একটু মন্দ প'ড়েছে, দিন কতক চেপে যা,—আবার পসার জমালে তোর কড়া-ক্রান্তি সব চুকিয়ে দোব।"

সহাস্যে দূতী বলিল, "ভট্টাচার্য্যি মশাই! এক কাজ কর, বুড়ো বয়সে অমন সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে আর হবে কি? আমি হেন দূতী রয়েছি, ওর দ্বারা তোমায় কিছু পাইয়ে দোব?"

এই কথা শুনিয়া আমোদিনী সক্রোধে কহিল, "কি বল্‌লি হারামজাদী মাগি! খেংরা মেরে বিষ ঝেড়ে দোব জানিস?"

ভবতারণ মস্তকের শিখাগুচ্ছ উত্তোলন করিয়া, রোষ-কষায়িত নয়নে কহিল, "কি?—আমি ভবতারণ ভট্টাচার্য্যি, আমার সামনে তুই অমন কথা মুখ দিয়ে বার করিস্?—আন ত খেংরা গাছটা! বেটীকে একবার টের পাইয়ে দি।" এই বলিয়া ভবতারণ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘন ঘন আমোদিনীর প্রতি চাহিতে লাগিল।

খিলখিল করিয়া হাসিতে হাসিতে দূতী অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া বলিল, "ঐ আস্‌ছে, তোমায় খেংরা মারবার পুরুষ আস্‌ছে।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। এই সময়ে দূতীর নানারূপ প্ররোচনায়, বীরেন্দ্রনাথ সুরাপানে বিভোর হইয়া, অস্পষ্ট ভাষায় ভবতারণের কুৎসা করিতে করিতে, হেলিয়া দুলিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তথন অনন্ত অম্বরে

জলদমালা স্তরে স্তরে সঞ্জাত হইয়া, তামসী রজনীকে আরও গাঢ় অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিতেছিল। পবনদেব সন্ সন্ শব্দে প্রবাহিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত ধূলিধূসরিত করিয়া তুলিতেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বারিবর্ষণ, মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুদ্বিকিরণ একত্রিত হইয়া শান্তিময়ী প্রকৃতিকে ভীষণ হইতে ভীষণতর ভাবে গ্রাস করিতে যেন ছুটিয়া আসিল। ভবতারণ এই প্রলয়ের কালে, যমরূপী বীরেন্দ্রকে দেখিয়া সভয়ে অভ্যর্থনা ক'রিয়া চণ্ডীমণ্ডপের দিকে লইয়া গেল। বীরেন্দ্রনাথ যাইবার কালে, অতি অভদ্র ভাবে ঘন ঘন দৃষ্টি সঞ্চালনে আমোদিনীর প্রতি চাহিতেছিলেন; তাহা দেখিয়া আমোদিনী সভয়ে কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। চণ্ডীমণ্ডপে বীরেন্দ্রনাথকে বসাইয়া করজোড়ে ভবতারণ কহিল, "আজ্ঞে জমীদার বাবু! আজ এ দুর্য্যোগে কি মনে ক'রে?"

সহাস্যে বীরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আজ আর অন্যত্র কোথাও স্ফূর্ত্তির আড্ডা পাইনি ব'লে, তোমার কাছে স্ফূর্ত্তি কর্‌তে এসেছি; ভবতারণ ভট্টাচার্য্য! তোমার ঘাড়ে এত রক্ত যে তুমি নবীনের বড় দাদাকে আমার বিপক্ষে উত্তেজিত কর্‌তে চাও? জান ভবতারণ!—তোমার জন্যই আমি ভবানী-হরণ কর্‌তে গিয়ে কতটা অপমান বুক পেতে সহ্য ক'রে-ছিলেম? সে সব ভুলে গিয়ে তুমিই আবার আমায় বিপদে ফেলবার চেষ্টা কর। দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ড! আমি ভবানী-হরণের জেরটা, আজ এখনি তোমার পত্নীহরণে মিটিয়ে ফেলব। আন ভবতারণ ভট্টাচার্য্য! এই খানেই তোমার কিশোরী সুন্দরী পত্নীকে আন, আমি স্ফূর্ত্তিটা চাগিয়ে বসি।" এই বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ পকেট হইতে একটী শিশি বাহির করিয়া খানিকটা সুরা পান করিলেন।

ভবতারণ বীরেন্দ্রের মুখে এ নীচ প্রস্তাব শুনিয়া, চণ্ডীমণ্ডপে একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল; তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির

হইল না। বীরেন্দ্রনাথ সবলে ভবতারণের হস্ত ধরিয়া টানিয়া কহিলেন, "অমন ক'রে ব'সে থাক্‌লে চল্‌বে না, তুমি তাকে আন্‌তে না পার, আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।"

ভবতারণ এবার তাঁহাকে নানারূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া, কিছুতেই উঠিতে চাহিল না, বীরেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন; তখন বারিবর্ষণ ও মেঘগর্জ্জন অধিকতর হইতেছিল, হু হু শব্দে ঝড় বহিতেছিল। পবন-তাড়ণে বড় বড় বৃক্ষরাজি সমূলে উৎপাটিত হইয়া নানাস্থানে শুইয়া পড়িতেছিল। ভবতারণের চণ্ডীমণ্ডপের আশে পাশে কয়েকটী সুবৃহৎ বট ও সজিনা বৃক্ষ ছিল, এই সময়ে সেগুলি ভাঙ্গিয়া চণ্ডীমণ্ডপের উপর পতিত হইল; চণ্ডীমণ্ডপের ক্ষীণ অবলম্বনগুলি সে গুরুভার সহিতে না পারিয়া, বৃক্ষ সমেত চণ্ডীমণ্ডপ ভাঙ্গিয়া ভবতারণ ও বীরেন্দ্রের ঘাড়ে পড়িল। আর সাড়া নাই—শব্দ নাই—ভবতারণ ও বীরেন্দ্রনাথ চণ্ডীমণ্ডপ চাপা পড়িয়া অসাড়-নিস্পন্দভাবে তাহার মধ্যে পতিত রহিল।

সুনীল অম্বর হইতে ভীম বজ্র ঘন ঘন পতনে, পবনের প্রচণ্ড প্রবাহণে আজ কত জীব যে আশ্রয় ও প্রাণহীন হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই; তাহাদের মধ্যে আমরা যাহা স্বচক্ষে দেখিলাম, সে বীরেন্দ্রনাথ ও ভবতারণ ভট্টাচার্য্য।

তারপর প্রকৃতি যখন একটু শান্ত ভাব ধারণ করিলেন, তখন আমোদিনী করুণ ক্রন্দনরোলে সে স্থল মুখরিত করিয়া তুলিল; আর লোকপরম্পরায় এ সংবাদ শুনিয়া নবীনচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া, সৎকার-সমিতির দল ও অন্যান্য লোকবল লইয়া ত্বরিত হস্তে, চণ্ডীমণ্ডপের ভগ্ন চাল ও বৃক্ষ শাখা প্রশাখা সরাইয়া, ভবতারণ ও বীরেন্দ্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

উপসংহার

অসংখ্য লোকের ত্বরিত হস্ত সঞ্চালনে ও আগ্রহে বীরেন্দ্র ও ভবতারণকে বাহির করা হইল, কিন্তু তখন তাহাদের দেহে প্রাণ ছিল না। পুলিসের যথাবিধি তদারকের পর, তাহাদের সৎকার সাধিত হইয়াছিল। সৌদামিনী স্বামীর এইরূপ অপঘাত মৃত্যুতে হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত পাইয়াছিল, কিন্তু গৌরহরির জননীর সান্ত্বনা ও প্রবোধ বাক্যে এবং তাঁহার তদারকে সংসার ও বিষয় সম্পত্তি পরিচালনায়, একমাত্র পুত্রের মুখ চাহিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র পিতার কঠোর শাসন গুণে, নবীনচন্দ্রের সহিত আর কখনও মনোমালিন্যের ভাব প্রকাশ করে নাই; চিরকাল তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া, পিতা ও মধ্যম খুল্লতাতের উপদেশ পালন পূর্ব্বক সংসারে একান্নবর্ত্তী ছিল। আর নবীনচন্দ্র, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সহোদরদিগের উৎসাহ ও উপদেশে, নবীন উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, দেশের ও দশের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বিপুল অর্থব্যয় করিয়া স্বগ্রামে একটী স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া, আবার হেড মাষ্টার হইয়া, সুকুমারমতি সন্তানদিগের শিক্ষা বিস্তারে মনঃ সংযোগ করিয়াছিলেন। কি জানি কোন্ মোহনীয় আকর্ষণে, নবীনচন্দ্রের নামে দলে দলে ছাত্রবৃন্দ আসিয়া সেই স্কুলে যোগ দিতে লাগিল। তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহে, দেশের মধ্যে তিনি রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য একটী

হাঁসপাতাল খুলিলে, রে সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই হাঁসপাতালে, বিনা বেতনে রোগীর চিকিৎসা-কার্য্য সমাধা করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

ভবতারণের মৃত্যুতে আমোদিনী ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে মন দিয়াছিল,—নবীনচন্দ্র সেই ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপটী মন্দিরে পরিণত করিয়া, ভবানীকে সেই স্থলে আনাইয়া, উভয়কেই সিংহবাহিনী দেবীর সেবায় নিযুক্তা করিয়া, সদাসর্ব্বদা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। গৌরহরি নবীনচন্দ্রের অকৃত্রিম সুহৃদরূপে তাঁহার প্রতি কার্য্যে সহানুভূতি করিতেন। "স্বদেশ-সেবক" ও "সংকার-সমিতি" তাঁহাদের প্রাণ ছিল।

কীর্ত্তি ও জ্যোতিশ্চন্দ্র নবীনের এই সকল কার্য্য দেখিয়া, আপনাপন রাজকার্য্যে মন দিয়া, জীবনের অবশিষ্টকাল সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত

বাহির হইবে

"বৌ-মা" রচয়িতা প্রণীত

আর একখানি সামাজিক উপন্যাস

নাম অপ্রকাশিত রহিল

নীচ অনুকরণকারীদের বঙ্কু বাবুর পুস্তকের "নাম" অনুকরণ-প্রবৃত্তি নিবারণার্থে, এ নূতন পুস্তকের নাম পরে বিজ্ঞাপিত হইবে। উপস্থিত এইটী বলিয়া রাখি, সমাজ দর্পণে প্রতিফলিত সুন্দর আলেখ্য লইয়া, তিনি স্বভাব সিদ্ধ সরল ভাষায়, সম্পূর্ণ নূতন উপাখ্যানের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

"বৌ-মা" প্রণেতার অন্যান্য গ্রন্থাবলী

কাকী-মা

সচিত্র গার্হস্থ্য উপন্যাস

এমন শিক্ষা দীক্ষাপূর্ণ ভ্রাতৃপ্রেমানুরাগোদ্দীপক উপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। স্বামী স্ত্রীকে, ভ্রাতা ভগ্নীকে, পিতা কন্যাকে পড়িতে দিন, সংসার সোণার হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পাঠক পাঠিকার হৃদয়ও উন্নত হইবে। ম্যুরে সাহেব, মিঃ টমসন্, বড় ভাই গোপাল, ছোট গোবিন্দ, বড় বৌ মোহিনী, ছোট বৌ কমলা (কাকী-মা) ও পুলিস ইন্‌স্পেক্টর শরচ্চন্দ্রের চরিত্রসৃষ্টি অতি অপূর্ব্ব। ইহাতে ৫ খানি হাফ্‌টোন ছবি আছে। মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা, সোণার জলে নাম লেখা ১, মাত্র, বোর্ডে বাঁধা ৸৹ আনা।

ক'নে-মা

সচিত্র গার্হস্থ্য উপন্যাস

যে সৎ মায়ের নাম শুনিলে বাঙ্গালী মাত্রেই শিহরিয়া উঠেন, যাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা গুণে বঙ্গীয় সংসার স্বর্গের নন্দন কানন অথবা মর্ত্তের বিভীষণ শ্মশানে পরিণত হয়, সেই সৎমার চিত্র ও চরিত্র লইয়া বঙ্কুবাবু হৃদয়ের শোণিত ধারা ঢালিয়া "ক'নে-মা" উপন্যাস লিখিয়াছেন। নায়ক নায়িকার চরিত্র সৃষ্টি উপাদেয় ও অপূর্ব্ব। তিন বর্ণের ও অন্যান্য অনেক হাফ্‌টোন চিত্র শোভিত, কাপড়ে বাঁধা ১।৹ সিকা।

পিসী-মা

সচিত্র গার্হস্থ্য উপন্যাস

বিধবা বিবাহের চিত্র ও চরিত্র লইয়া ইহা লিখিত, ঘটনাবলী বড় হৃদয়স্পর্শী। পরোপকারী কীর্ত্তিবাসের ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে বিচার রহস্য চিত্তোন্মাদকারী, যোগ সাধনরত রামশরণের শোচনীয় অধঃপতন, হিন্দুললনাকুল আদর্শ পিসী-মার (মহামায়ার) চরিত্র সৃষ্টি অপূর্ব্ব। বহুরূপীর স্বর্গীয় সুন্দর চরিত্র গ্রন্থকারের এক অভিনব রহস্য সৃষ্টি। সব সুন্দর—সব মনোহর, তিন বর্ণে রঞ্জিত ও অনেক হাফ্‌টোন ছবি আছে। কাপড়ে বাঁধা—১।৹ সিকা। বোর্ডে বাঁধা ১, মাত্র।

# গৌরী-দান

সচিত্র সামাজিক উপন্যাস

বাঙ্গালীর কন্যাদায়ের উজ্জ্বল চিত্র। মা-লক্ষ্মীগণের ও গৃহস্থমাত্রেরই পাঠোপযোগী, ভাষা ভাব হৃদয়গ্রাহী। ঘটনাবলী চিত্তোন্মাদকারী। মিঃ ইলিয়ট, ক্রুস, হ্যারিংটন প্রভৃতি ইংরাজ বণিক, মাতৃভক্তবীর হরবল্লভ, সমাজদ্রোহী কাশীনাথ, স্বাধীনচেতা হলধর, মুসলমান সর্দ্দার রেজা খাঁ, সর্দ্দার পত্নী জোবেদা, ধর্ম্মপরায়ণা মানদাসুন্দরী, পতিগতপ্রাণা লক্ষ্মীমণি, ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী হিন্দুর বিধবা সুহাসিনী প্রভৃতির চরিত্র সৃষ্টি অপূর্ব্ব। ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট, পাঁচখানি সুন্দর সুন্দর হাফ্‌টোন ছবি আছে, মূল্য বোর্ডে বাঁধা ১৲ টাকা, কাপড়ে বাঁধা ১।০ সিকা মাত্র।

বিষ-বিবাহ

সচিত্র সামাজিক উপন্যাস

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য" এই ছয় রিপু অবলম্বনে সুন্দর ভাবে লিখিত; বৃদ্ধকালে পাণি গ্রহণ করিলে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান করা হইয়াছে। কালীশচন্দ্র, শিবে ডাকাত, বালবিধবা সরস্বতীর চরিত্রসৃষ্টি অপূর্ব্ব, দুইখানি হাফ্‌টোন ছবি আছে, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত সচিত্র কভার, বোর্ডে বাঁধাই মূল্য ।৵০ আনা।

সতী কি কলঙ্কিনী

অপরূপ সচিত্র প্রণয়-কাহিনী

সুন্দর সুন্দর হাফটোন ছবি আছে, গল্পাংশ মধুর—বড়মধুর—বিধুর জ্যোৎস্না-প্লাবিত যামিনীর ন্যায় প্রাণোন্মাদকারী; প্রত্যেক রমণীর পাঠ্য। পরনারীরূপ মোহে মুগ্ধ রামধন, রূপগর্ব্বে গরবিনী হেমাঙ্গিনীর ভাব পরিবর্ত্তন আর সতীর আদর্শ চঞ্চলার চরিত্রসৃষ্টি অপূর্ব্ব। বোর্ডে বাধাই—তিন বর্ণে রঞ্জিত হাফটোন ছবি আছে, নানাবর্ণে রঞ্জিত কভার—মূল্য ।৵০ আনা।

অঞ্জলি

সচিত্র অভিনব গল্প পুস্তক

ইহাতে বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত ১০ জন সুলেখকের ১৪টী উৎকৃষ্ট গল্পের একত্র সমাবেশ করা হইয়াছে। সুন্দর সুন্দর চিত্র শোভিত,—মূল্য ।৷৵০ আনা।

জীবন-চিত্র

সাধক, ভক্ত, উপাসক, সমাজ সংস্কারক প্রভৃতির জীবনী

এমন সরল সুন্দর লালিতাপূর্ণ আবেগময়ী ভাষায় কোনও 'জীবনী' পুস্তক এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই।

ইহাতে কোন্ কোন্ মহাপুরুষের জীবনী আছে দেখুন!

বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, চৈতন্য, নরহরি, লোচনদাস, গুরু নানক, কবির, রামানুজাচার্য্য, নিশ্চলদাস, তুলসীদাস, পওহারী বাবা, রাম প্রসাদ, তুকারাম, দয়ানন্দ সরস্বতী, ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ স্বামী, উদ্ধারণ দত্ত।

২৫ খানি হাফটোন ছবি আছে। মূল্য ১।০ সিকা।

কল্পনা-কল্লোল

সচিত্র গল্প পুস্তক

ইহাতে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "কালের কন্দর্প" ও হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "সুখের বাসর" উপন্যাসদ্বয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য বোর্ডে বাঁধা ॥০ আনা।

আর্য্য-কাহিনী (সচিত্র)

রাণী দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাই, পৃথ্বিরাজ, শিবাজী, রাণাপ্রতাপ প্রভৃতির চিত্র ও চরিত্র লইয়া আর্য্য কাহিনী লিখিত। মূল্য বোর্ডে বাঁধা ॥০ আনা। কাগজে ।৵০ আনা।

উর্ব্বশী-উদ্ধার (সচিত্র)

পৌরাণিক ধর্ম্মমূলক নাটক।

মহাভারতাবলম্বনে লিখিত। সুভদ্রার নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম্মপালন ও ভীমের প্রতিজ্ঞা রক্ষা বড়ই প্রশংসনীয়। দুইখানি ছবি আছে। মূল্য ॥৵০ আনা।

মৈথিলী (রাবণ-কন্যা সীতা)

পৌরাণিক সচিত্র দৃশ্যকাব্য।

বেদবতীর উপাখ্যান, রাবণের দিগ্বিজয়, মন্দোদরীর গর্ভে সীতার জন্ম, ভূমিতে জনক রাজার সীতা প্রাপ্তি প্রভৃতি আছে। মূল্য ।৵০ আনা।

বভ্রুবাহন (পার্থ-পরাজয়)

সচিত্র পৌরাণিক নাটক।

পিতাপুত্রে যুদ্ধ, যুদ্ধে অর্জ্জুনের মৃত্যু—সুন্দর চিত্র আছে। চিত্রাঙ্গদা বিলাপ, উলূপীর উত্তেজনা অপূর্ব্ব। মূল্য ।৵০ আনা